লেডি চ্যাটারলির মেয়ে

প্যাট্রিসিয়া রবিন্স

ভাষান্তর: সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ডি. এইচ লরেন্সর উপন্যাসে লেডি চ্যাটারলির জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ নয়। তাঁর সমসাময়িক আর এক লেখিকা প্যাট্রিসিয়া রবিন্স লেডি চ্যাটারলির পরবর্তী জীবন ও অবৈধ প্রণয়ে জন্ম তার কন্যাকে নিয়ে এই উপন্যাস লেখেন।

গ্রন্থপ্রকাশ। ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৬৩

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :

প্রশান্ত কুমার মণ্ডল

ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : মদন সরকার

দাম : আঠারো টাকা

॥ এক ॥

লণ্ডনের বুকে আচমকা বিমান আক্রমণ বড ঘনঘনই ঘটছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই বেজে ওঠে সাইরেন। সেদিন সন্ধ্যাতেও ক্লেয়ারের যখন ছুটি হলো তখন সাইরেন বেজে উঠলো। নিয়ম মত ও ওয়ার্ডে গিয়ে দেখে নিতে লাগলো নিষ্প্রদীপের পরদাগুলো টানা আছে কিনা। বিশেষ করে রোগীদের পাশে গিয়ে ও সান্ত্বনা জানাতে চাইলো।

একটা পরদার আডালে মিষ্টার ইভান্সকে কোন নার্সের সঙ্গে কথা বলতে শুনলো ক্লেযার। মহিলাটি বড্ড বেশি রকম ঝাঁঝালো স্বভাবের। বড ঠোঁট কাটা।

দরকারের সময দারুণ চটপটে ক্লেযার। এই ওয়ার্ডের অফিসাররা শান্ত, সুন্দর এই মেয়েটিকে মর্যাদার সঙ্গে হাঁটতে দেখতেই অভ্যস্ত যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত আর সাময়িক রোগীদের কাছে ও যেন দারুণ প্রশান্তি বয়ে আনে। ঝকঝকে সাদা পোশাকে থোকা থোকা লালচুলে ক্লেয়ারকে সত্যিই চমৎকার না লেগে পারে না। ওর কাজও নিখুঁত মিষ্টার ইভান্সও ত্রুটি ধরতে পারেন না।

চেহারাও সত্যিই সুন্দর ক্লেযারের—লাল চুল, দুধ সাদা গাযের রঙ, গভীর নীল চোখের মণি, সব মিলিয়ে ভারি আকর্ষণীয়া। যেসব পুরুষ ক্লেয়ারকে প্রথম দেখে তারাই ওর নরম চোখের দৃষ্টিতে আমন্ত্রণ আছে ভেবে নেয় তবে সে কল্পনা যে ভুল টের পেতে তাদের দেরি হয় না। পুরুষের সঙ্গ ওর ভালো লাগে, হাসপাতালে দু একজন ভালো বন্ধুও ওর আছে। চমৎকার নাচতে পারে ক্লেযার, পার্টিতে গেলে ও বেশ জমাতে পারে। তবে সব পুরুষ আর ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য বাধা রয়ে গেছে তাই তারা ওকে অচিরেই ত্যাগ করে যায়। পুরুষরা ওর শীতলতা বুঝে উঠতে পারে না। ক্লেযারও তা জানে। যুদ্ধে আর রক্তপাতে ক্লান্ত পুরুষরা চাইতো তাদের সঙ্গিনীরা সহজ, চটুল হবে। ক্লেয়ার ওর ওই বন্ধুদের ঘনিষ্ঠতার বিশেষ একটা পর্যায় পর্যন্তই যেতে দিতো, তারপরেই ওর অনুভূতিতে কোথায় যেন একটা নাড়া লাগতো।

ত্রিপোলিতে যুদ্ধরত তরুণ এক অফিসার রবিন ক্লের ও ভাবি স্বামী। যারা ওকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছিল তাদের মধ্যে রবিনের ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল

ক্লেয়ার আর সেটা রবিন ওর ওই চাপা স্বভাবের কারণ বুঝতে পেরেছিল বলেই। রবিন ওর শালীনতাবোধকে শ্রদ্ধা করত।

হাসপাতালের বাইরে ক্লেয়ার ওর মাসী হিল্ডার সঙ্গে থাকতো—মার একমাত্র বোন। তার ফ্ল্যাট ছিল শ্লোন স্কোয়ারের কাছে।

ক্লেয়ারের নিজেদের বাড়ি সাসেক্সের কাছে ব্রাইটন ছেড়ে পাঁচ মাইল দূরে সোয়ানিঙডিন ফার্মে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি আর শান্ত সুন্দর। যখন ছোট ছিলো বাবা মা আর বাড়ির দিকে ওর খুব আকর্ষণ ছিলো। তবে এখন আর সেটা নেই। ঝগড়াঝাটি না থাকলেও কোথায় যেন তলে তলে একটা মন কষাকষি ছিলো, যার ফলে বাবা মা'র প্রতি ওর সে টান আর নেই। ছুটি পেলে ও তাই বাড়ি যেতে চায় না। হিল্ডা মাসীই বোধহয় ওকে ভালো বোঝে। আচমকা যুদ্ধ লাগায় খুশিই হয়েছিল ক্লেয়ার, ও তাই ভি. এ. ডি'র কাজ নিয়ে মাসী আর মাসতুতো বোন ফিলিপার সঙ্গে থাকতে চলে আসে। পিপ অবশ্য ঠিক ওর মত নয়—একেবারে উল্টো—তবে মানিয়ে চলা যায় ওর সঙ্গে। পিপের সঙ্গে তেমন দেখাও হয় না। সে যুদ্ধ দপ্তরে কাজ করে। মেয়েটি বেশ হাসিখুশি উচ্ছল ধরনের, সন্ধ্যে হলেই পার্টিতে হৈ চৈ পছন্দ করে।

গত দু বছর ধরে—ক্লেয়ার ভি. এ. ডি'র কাজেই নিজেকে সঁপে দেয়। একমাত্র হৃদয় ছাড়া—সেটা ও সঁপে ছিলো রবিন ক্লেকে। আগামী সপ্তাহে সে ছুটিতে এলে ওদের বিয়ে হওয়ার কথা।

ক্লেয়ার সব রোগীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতো তাদের পছন্দ করুক চাই না করুক। ও জানে নিরপেক্ষ হওয়াই কর্তব্য। তবে যদি কাউকে পছন্দ বলে ভাবা যায় তিনি প্রথম বেডের ক্যাপ্টেন ট্যালবট। ওর সঙ্গে একটু বেশি সময় কাটাত ক্লেয়ার।

তার বালিশ পাল্টে দিলো ও। ক্যাপ্টেন ট্যালবটের মুখে অপারেশনের পর থেকেই একটা অসহায় ভাব। এখানকার রোগীদের মধ্যে তারই বয়স সবচেয়ে বেশি, প্রায় আঠাশ। পাশেই একটা লকারের উপর নৌবাহিনীর পোশাক পরা সুন্দরী একটি মেয়ের ছবি—ক্যাপ্টেনের প্রেয়সী। ক্যাপ্টেন আহত হওয়ার ঠিক আগেই তাকে জিব্রাল্টার চলে যেতে হয়।

এখানকার সকলেরই অতীত জীবনের কথা শুনেছে ক্লেয়ার। যেমন এই কলিন। অক্সফোর্ডে পড়ার সময়েই তাকে যুদ্ধে যেতে হয়। ওর সঙ্গে কেউই দেখা করতে আসতো না, ওর মা নেই আর বাবা উঁচু সারির অফিসার হিসেবে

বর্মায় ছিলেন। কলিনকে ভালো লাগতো ক্লেয়ারের বিশেষ করে সে কোন অনুযোগ করত না বলে।

ক্লেয়ারের আরও ভালো লাগতো যেহেতু সে একবারের জন্যেও ওর প্রতি কোন অসভ্যতা করতো না। সময় হাতে থাকলে ওরা বই, কবিতা আর গান নিয়ে আলোচনা করতো। ক্লেয়ার শুনেছিলো যুদ্ধ শেষ হলে কলিন নাটক মঞ্চস্থ করায় মন দেবে। ওর ভালো লাগে শেক্সপীয়ার।

কাছে এসে ক্লেয়ার এবার জানতে চাইলো কলিনের পান করার ইচ্ছে আছে কিনা।

'বরং একটা সিগারেট হলে ভালো হয়', কলিন জবাব দিলো।

ক্লেয়ার সিগারেটটা ধরিয়ে দিতে হাসি মুখে ধন্যবাদ জানালো ও।

'সিষ্টার বলছিলেন আপনি বড় বেশি সিগারেট খান', ক্লেয়ার বললো।

'সিষ্টার অনেক কিছুই বলে, আমি গ্রাহ্য করি না।'

'কিন্তু দয়া করে আমার কথাটা শুনবেন কলিন। অনবরত সিগারেট খাওয়া আপনার স্নায়ুর পক্ষে খারাপ।'

ক্যাপ্টেন ট্যালবট ঠাট্টা করে বলল, 'আমার ওসব নেই। আজ কেমন আছো? আজ কিন্তু একটা কথা বলোনি।'

'খুব ব্যস্ত। চিঠি এসেছে?'

ট্যালবট গভীর দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'পেয়েছি। আর তুমি?'

'পেয়েছি। রবিন পরের সপ্তাহে বাড়ি আসছে।'

সেই মুহূর্তে কাছেই কোথায় বোমা পড়তেই জানালা দরজাগুলো কেঁপে উঠলো।

কলিন ট্যালবট ক্লেয়ারের দিকে চিন্তিত ভঙ্গীতে তাকালো। ক্লেয়ারের চোখের একটা পাতাও নড়েনি। ও মনে মনে ভাবলো: মেয়েটা একদম ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মত—অদ্ভুত ঠাণ্ডা মাথা, না হয় আমার মত ভয় পেয়ে বুঝতে দিতে চায় না। এইসব নার্স আর আমার ইভের মত মেয়েরাই দেশের গর্ব। ওই আবার বোমা পড়লো! কি দুর্ভাগ্য যে এখানে শুয়ে পড়ে আছি, পাল্টা আঘাত করার ক্ষমতা নেই। না, একথা না ভেবে মেয়েটার কথাই ভাবি—ওই লাল চুল আর রহস্যময় চোখ দুটো সত্যিই মন টানে…।

কলিনের পাশেই একজন ঘুমের ওষুধে আচ্ছন্ন, সে কিছুই টের পায়নি।

বিমান-বিধ্বংসী কামানের শব্দ ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। পরের বোমাটা আরও কাছে কোথাও পড়ল।

ক্লেয়ার টাবি বেনসন নামে অল্পবয়সী একজনের কাছে এলো। ওর ডান হাতটা কাঁধের কাছে থেকে উড়ে গেছে। ছেলেটির দারুণ প্রিয় ছিল রাগবী খেলা। ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু'। ছেলেটাকে দেখে কেমন মাতৃভাব জাগে ক্লেয়ারের, ওর হাতের জন্য মনে খুব কষ্ট হয়। টাবি কেবলই ওর জন্য বানানো নকল হাতের কথাই বলে, সেটা নিয়ে ও কি করবে, এইসব। টাবি ঠাট্টা তামাশা করতে খুব পটু. সিষ্টার ইভান্সকে নিয়ে ঠাট্টা করে ও তাকে খেপিয়ে তোলে যখন তখন।

'এই যে সিষ্টার,' ও ক্লেয়ারকে বলল। 'কি, আমার হাত ধরতে এসেছো বুঝি?'

'আমার যেন আর কাজ নেই', হাসলো ক্লেয়ার।

'আমার এই সবেধন নীলমণিটিকে ধরার মত আনন্দ আর কিসে আছে...' চোখে তৃষ্ণা নিয়ে ও হাতটা বাড়ালো।

হাতটা ধরে হাসলো ক্লেয়ার।

'দুঃখিত আমার বসে গল্প করার সময় নেই, টাবি।'

'উহুঁ, তাহলে তো ভালোই হ'ত।'

ক্লেয়ার বিছানা আর চাদরটা গুছিয়ে রাখতে লাগলো।

'একটা ছোট্ট পাখির কাছে শুনলাম পরের সপ্তাহে তুমি সুপুরুষ একজনকে স্বামী বলে ডাকছো।'

একটু লাল হয়ে হেসে এগুলো ক্লেয়ার।

টাবি হাসিমুখে ওর চলমান দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। ও মনে মনে ভাবলো: মেলর্ম মেয়েটা চমৎকার! কে যেন বলছিল ও একটু কেমন কেমন। কিন্তু আমাকে বড্ড স্নেহ করে। ওর চুলের রঙ দেখে আমি পাগল। লোকে বলে লাল চুল মেয়েরা নাকি দারুন হয়। না, আমার হাতটাই ডুবিয়েছে! এক হাতে কি অমন মেয়েকে ধরা যায়? তাছাড়া ও যে বাগদত্তা! লোকটাকে হিংসে হয়, আবার হয়ও না। ও যখন মিষ্টি ব্যবহার করে যে কোন মানুষের মন ভরে যায়।

আচমকা অন্য দিক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, 'মিস্টার! মিস্টার!'

ক্লেয়ার যে ডাকছিলো তার কছেই গেল। বেশ দীর্ঘকায় একজন সেকেণ্ড

লেফটেন্যান্ট। একটু অহঙ্কারী অথচ হীনমন্যতাও আছে। ভীরু গোছের। ওর বউও আছে, সে ওয়ার্ডে এলে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে মিঃ ফুলার। ক্লেয়ার অবশ্য সমান ভাবেই সেবা করে।

কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফুলার বলে উঠলেন, 'অনেকক্ষণ আমার ট্যাবলেট খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

রবিনের উপহার দেয়া ছোট্ট সোনার ঘড়িটা দেখলো ক্লেয়ার।

'সবে সময় হলো, মিঃ ফুলার।'

'তর্কের দরকার নেই', দ্রুত জবাব এলো।

ক্লেয়ার অবশ্য জবাব দিলো না, এরকম বদমেজাজে অভ্যস্ত। চুপচাপ জলের গ্লাস এগিয়ে ধরলো। ব্যাজার মুখে মিঃ ফুলার ওকে লক্ষ্য

'মেয়েটা নিজেকে কি ভাবে?' তিনি ভাবলেন। 'এই নার্সগুলোকে সহ্য করতে পারি না, নিজেদের স্বয়ং দয়ার দেবী বলেই ওরা ভাবে। ওরা হাসপাতালে আসে পুরুষ ধরতে—হুঁ, আমার পাল্লায় পড়লে বুঝিয়ে দিতাম।'

ক্লেয়ার দাঁড়ায়নি, এগিয়ে গেলো। একজন রোগীর পড়ে যাওয়া বই তুলে দিলো। লোকটাকে ও একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

ক্যাপ্টেন বিনেলীর শরীরে ইতালীয় রক্ত ছিলো। ওর মা ইংরাজ। লণ্ডনেই মানুষ হয়েছে। বাবা ইংল্যাণ্ডের নাগরিক, সে ওয়েস্ট এণ্ডে মস্ত একটা রেঁস্তোরার মালিক। বেশ ধনী।

বন্ধুরা ক্যাপ্টেন বিনেলীকে 'কাস' বলে ডাকে। এরকম ডাকনাম হওয়ার কারণ ও নিজেকে 'নারী-বিজয়ী' বলে ভাবতো। মাথায় ওর বেশ পরিপাটি কালো চুল, দেহে সব সময় সিল্কের পাজামা। নিজেকে বেশ বড়লোক বলেই ভাবে বিনেলী, সব সময় মুখে মার্সিডিজ বেনজ্ গাড়ি চালানোর কথা বলে। বিকেলের দিকে প্রায়ই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে দু-একটি সুন্দরী মেয়ে। মেয়েমানুষ আর যৌনতাই ওর একমাত্র আলোচনার বিষয়। ওয়ার্ডের অন্য পাশের কলিন, ট্যালবটের মত বইয়ের পোকার সঙ্গে ওর বনিবনা নেই। ওর বাবা মাঝে মাঝেই এটা সেটা পাঠাতো, সেগুলো, সিগারেট আর মদ খাইয়ে বেশ কিছু ইয়ার বন্ধু জোগাড় করেছিল।

ক্লেয়ার টাবির মত ছেলেদের দুষ্টুমী গায়ে মাখতো না। তবে বিনেলীর ব্যাপারটাই আলাদা। বিনেলী প্রায়ই এমন কুৎসিত ভঙ্গী করতো যে ওর গা জ্বালা করতো, সুযোগ পেলেই সে খারাপ প্রস্তাব করতে চাইতো। দারুণ

অস্বস্তি বোধ করতো তাই ক্লেয়ার—এ রকম অবস্থায় কি করতে হয় তা ওর মাথায় আসে না। সুন্দর সাপ দেখে মানুষ যেভাবে শিউরে পালায়, কাস বিনেলীকে দেখেও ক্লেয়ার তাই করতো।

ক্লেয়ার ওর বইটা তুলে দেবার মুহূর্তে বিনেলী ওর আঙুলগুলো চেপে ধরে বলে উঠলো, 'ধন্যবাদ, ডার্লিং।'

'অনেকবার বলেছি আমাকে ডার্লি বলবেন না।'

'তুমি এতো মিষ্টি যে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে,' ফিসফিস করে বললো বিনেলী ক্লেয়ারের ঠাণ্ডা চোখ দেখেও।

'আমার হাত ছাড়ুন দয়া করে, ক্যাপ্টেন বিনেলী।

'আমাকে একবারও কাস বলে ডাকবে না?'

'না।'

আবার একটা বোমা পড়লো। একটা পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন মিষ্টার ইভান্স।

'আমার হাত ধরে আছেন মিষ্টার ইভান্স দেখে ফেলবেন। দয়া করে আমায় যেতে দিন,' ক্লেয়ার রাগতঃস্বরে বললো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো কাস।

'কবে যে বুঝবে সুন্দরী, তোমার মত মেয়ের কথা ভেবে ভেবে কি যে হচ্ছে আমার—।'

জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো ক্লেয়ার।

'পরের সপ্তাহে তো বিয়ে করতে চলেছো, তাই না? স্বামীকেও কি আমার মত করবে না কি?'

'আপনি একটা নোংরা মানুষ,' গটগট করে এগোলো ক্লেয়ার মিষ্টার ইভান্সের দিকে।

ক্লেয়ারকে দেখেই মিষ্টার ইভান্স বেশ কড়া স্বরে বললেন, 'ক্যাপ্টেন বিনেলীকে নিয়ে রঙ্গ করছিলে দেখলাম। আমার ওয়ার্ডে এসব চলবে না বলে দিচ্ছি।'

'আপনি ভুল দেখেছেন, মিষ্টার,' ক্লেয়ার রাগত স্বরে বললো, 'আমিই বরং অভিযোগ জানাতে চাই ওর ব্যবহার নিয়ে।'

তার ওয়ার্ডের রোগী সম্পর্কে কেউ অভিযোগ করবে ভাবেননি ইভান্স। তবে তিনি কিছু বলার আগেই 'অল ক্লিয়ার' শোনা গেলো তাই বলা হলো না। তবে মেলর্মকে তিনি বিশ্বাস করেন। ও অন্য মেয়েদের মত নয়।

নিজের জীবনে কোনদিন ভালোবাসার স্বাদ পাননি মিষ্টার ইভান্স, তাই ওই মেয়েদের তিনি দুচোখে দেখতে পারেন না।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পাতালরেলের দিকে চলতে গিয়ে যেন মুক্তি পেলো ক্লেয়ার।

॥ দুই ॥

মাসীর ফ্ল্যাটে পা দিতেই হিণ্ডা মাসীর লেখা একটা চিরকুট টেলিফোনের নিচে চাপা আছে দেখলো ক্লেয়ার। মাসীর ফিরতে রোজই দেরি হয় জানে ও।

চিঠিটাতে লেখা: রবিন ফোন করে জানিয়েছে সে হঠাৎ চলে আসছে। সে এসে তোকে ডিনারে নিয়ে যাবে। পিপ বন্ধুর বাড়ি থাকবে, রবিনকে তাই ওর ঘরে থাকতে বলেছি। আমার ফিরতে দেরি হবে। আনন্দ করিস।

ক্লেয়ারের মন ভালো হয়ে গেলো। রবিন আসছে! ওর সঙ্গে আজ রাতেই দেখা হবে। কি চমৎকার! হয়তো এখনই এসে পড়বে।

দারুণ আনন্দ হলো ক্লেয়ারের। ও দ্রুত পোশাক ছেড়ে স্নান সেরে নিলো। তারপর কালো রঙের একটা পোশাক পরে প্রসাধন সেরে নিলো। রবিনের পছন্দ মত চুল বাঁধলো ও। ভাবি স্বামীর সঙ্গে আবার দেখা হবে ভেবে সুখের ছোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল ক্লেয়ারের দেহ মনে।

রবিনের অপেক্ষায় থাকার ফাঁকে তার শেষ চিঠিটা আবার পড়তে লাগলো ক্লেয়ার।

'তোমায় ভালোবাসি, ক্লেয়ার। ভগবানকে ধন্যবাদ তুমি অন্য মেয়েদের চেয়ে আলাদা…'

কথাটা অসম্ভব ভালো লাগলো ক্লেয়ারের। ক্লেয়ারের অনেক বান্ধবী পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ইচ্ছে মত রাত কাটিয়েছে, সেটা নিয়ে তারা গর্বও করে। তবে রবিন আর ও নীতি বিসর্জন দেবে না বলে এক মত হয়েছে।

চোখ বুঁজে রবিনের উপস্থিতি কল্পনা করতে চাইছিলো ক্লেয়ার। পাশে বসে সে যেন ওর গলায়, চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কম্পিত চুম্বন স্পর্শে যেন ক্লেয়ারের অদ্ভুত একটা অস্বস্তি জেগে উঠলো।

তখনই দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই সামনেই রবিনকে দেখলো ও। বড় বড় চোখ মেলে হাসিমুখে তাকালো রবিন। ক্লেয়ার ওর বাহুবন্ধনে ধরা দিতেই দুজনে চুম্বন করলো অনেকক্ষণ ধরে। এর

আগে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর ক্লেয়ারের কেমন যেন মনে হয়েছিলো আর কোনদিন রবিনকে দেখবে কি না।

রবিনকে বসবার ঘরে নিয়ে এলো ক্লেয়ার। কি করবে বুঝতে পারছে না যেন। তাড়াতাড়ি ও পানীয় আর সিগারেট নিয়ে এসে সামনে বসে পড়লো। রবিন আগের মতই ওর চুলে আর গলায় হাত বুলিয়ে দিতে যেন স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেল ক্লেয়ার।

একটুও বদলায়নি রবিন। ছেলেমানুষী এখনও রয়ে গেছে ওর। সেনাবাহিনীর পোশাকটা দেখে বোঝাই যায় না রবিন দেড় হাজার মাইল ছুটে এসেছে। সব সময় ফিটফাট থাকে রবিন।

ভালোবাসার চোখে তাকালো রবিন।

'কি সুন্দর তুমি, ক্লেয়ার,' ও বললো। 'আগের চেয়েও সুন্দর লাগছে। হাসপাতালের লোকগুলো জানতো তুমি আমার বাগদত্তা?'

হাসলো ক্লেয়ার। 'ভেবো না, কলিন ট্যালবট ছাড়া অবশ্য কেউ কেউ যে দুষ্টুমী করে না তাও নয়।'

'ট্যালবট কে?'

'একজন আহত অফিসার, ডার্লিং। তোমার চেয়ে অনেক বড়। সে ইভিলিন নামে একটা মেয়েকে দারুণ ভালোবাসে।'

'তার সম্পর্কে ঢের জানো মনে হচ্ছে!' রবিন জবাব দিলো।

'তার কারণ মাঝে মাঝেই কথাবার্তা বলি কি না। তবে ওর মত মানুষকে বাবা হিসেবেই মানায়।'

রবিন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো।

'আমি জানি তুমি তোমার বাবাকে তেমন ভালোবাসো না—মাকেও না। আমার খারাপ লাগে, তাদের সঙ্গে একবারের বেশি দেখাও হয়নি। তোমার বাবার কাছে তোমাকে বিয়ে করার কথাটাও জিজ্ঞাসা করিনি।'

'কাকে বিয়ে করবো বাবা তা নিয়ে ভাববেন না—আমি তাকে ভালোবাসি বললেই যথেষ্ট.' হেসে বললো ক্লেয়ার। 'আমার মনে হয় মা বাবার কাছে আমি বরাবরই একটা সমস্যা, তাই তুমি তাদের ঘাড় থেকে আমায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছো ভেবেই তারা খুশি হবেন।'

'আর তোমায় নামিয়ে নিতে আমারও আনন্দ,' রবিন বললো।

তরুণ অফিসারটির কাছে ক্লেয়ার আরও সুন্দরী আর মোহময়ী হয়ে উঠেছিলো। বিদেশে থাকার সময় খুব বেশি ক্লেয়ারের কথা ভাবতে চায়নি

রবিন, তাহলেও বারবার ওর আকর্ষণেই ঘুম ভেঙে গেছে। রবিন এটা আবিষ্কার করেছে ক্লেয়ার খুব বেশি ভালোবাসার উৎপীড়ন সহ্য করার মেয়ে নয়। বিয়ে হওয়ার পর নিশ্চয়ই তা থাকবে না। ক্লেয়ারের মত মেয়ে ভালোবাসার জন্যই। রবিন এটাও জানে ক্লেয়ার অপাপবিদ্ধা—তাই রবিন বেশি এগোতে চাইলে ওর দিক থেকে বাধা আসা স্বাভাবিক।

অনেক কথা মনে পড়ছিলো রবিনের। ক্লেয়ারের একটা ছবি ও বন্ধুদের দেখিয়েছিলো। বন্ধুদের মনে যে ঈর্ষার ভাব জেগেছিলো সেটা বুঝতে দেরি হয়নি ওর।

ক্লেয়ারের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রবিন বললো, 'তোমায় দারুণ ভালোবাসি ক্লেয়ার। ভাবতেই পারিনি তোমাকে আজ একা পাবো। ভেবেছিলাম হিল্ডা মাসী আর পিপ থাকবে।' ও চুমু খেলো ক্লেয়ারকে। 'লণ্ডনে বারবার বোমা পড়ার খবরে খুব চিন্তায় ছিলাম। ট্রেন থেকে দেখেছি কি ক্ষতিই না হয়েছে।'

এরপর ও ত্রিপোলীর যুদ্ধের কথা শোনালো। মাঝে মাঝে খারাপ হতো অবস্থা। ওর এক প্রিয় বন্ধু ক'দিন আগে মারা যায়।

'আশা করি এই যাচ্ছেতাই যুদ্ধ শিগ্‌গির শেষ হবে।'

ক্লেয়ার ওর ছেলেমানুষী মুখখানা লক্ষ্য করে বুঝলো বেশ ক্লান্ত রবিন।

'তোমার ঘুমোনো দরকার', ও বললো।

'দু-এক গ্লাস পান করলেই ঠিক হয়ে যাবে। এবার বিয়ের ব্যবস্থার কথা বল।'

'সব ঠিক হয়ে আছে। ব্রাইটনে সেন্ট পিটার্সে হবে। বিয়ের ভোজ হবে মেট্রোপোলে।'

রবিনের আপত্তি হলো না। ও ক্লেয়ারকে বিয়ে করছে কোথায় তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই।

'ইচ্ছে ছিলো তোমায় সত্যিকার হনিমুনে দূরে নিয়ে যাবো, কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই ত্রিপোলি ফিরতে হবে।'

'ও নিয়ে ভেবো না। আমরা যে দুজনে দুজনের সেকথা তো ভাবতে পারবো।'

'এখনও কিন্তু তা হইনি.' ক্লেয়ারকে আবার চুমু খেলো রবিন। ক্লেয়ারও যেন আগ্রহী হতে চাইছিলো। একটু পরেই ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো।

'বাইরে গিয়ে কিছু খেলে হয় না?' ক্লেয়ার বললো।

'নাঃ! ক্লেয়ার, তোমাকে এমন করে একা আগে পাইনি।'

গলার স্বর ভারি হয়ে উঠেছিলো রবিনের। শারীরিক সান্নিধ্যই যে রবিনকে মোহাচ্ছন্ন করে তুলেছে বুঝতে পারলো না ক্লেয়ার।

রবিনের আদরে নরম গলায় ক্লেয়ার বললো, 'ডার্লিং, আমিও যে তোমায় ভালোবাসি। আমার বন্ধু লিজ পেভেরেল ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমি মিশি না। অন্যদের আমার ভালো লাগে না। রবিন—তুমি আমায় অন্যরকম ভাবো না তো? বিয়ের আগে কোন কিছু আমি—।'

'অন্য রকম? কক্ষন না। তুমি আমার—সম্পূর্ণ আমার, অন্য কিছুই আমি ভাবতে পারি না।'

ক্লেয়ার রবিনের গায়ে ভর দিয়ে রইলো। অদ্ভুত একটা কৃতজ্ঞতাবোধ জাগলো ওর। রবিন ওর বিশ্বস্ততাকে শ্রদ্ধা করে ভেবে আনন্দে মন ভরে গেলো।

রবিন আবার চুমু খেতেই ক্লেয়ার আস্তে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলো।

রবিন বুঝলো এটুকুই ভালো। হিল্ডা মাসী যখন বলেছিলেন রবিন এখানে রাতটা কাটাতে পারে তখন থেকেই ভেবেছে ক্লেয়ার ওর সঙ্গে রাত কাটাবে। ওর এমনও মনে হয়েছে হয়তো এটা ক্লেয়ারেরই পরিকল্পনা, তবে মুখে হয়তো স্বীকার করবে না। ক্লেয়ারের মনে কোথায় যেন এক অতলস্পর্শী গম্ভীরতা আছে···ছেলেমেয়েদের উন্মুক্ত জীবন ক্লেয়ারের মতই মানতে পারে না রবিন.··· তবুও ক্লেয়ার আধুনিকা · অপাপবিদ্ধা? কিন্তু ওদের ব্যাপার তো আলাদা, ওরা প্রায় বিবাহিতই বলা যায়। শান্তির সময় হলে এক রকম হতে পারতো, কিন্তু এখন যুদ্ধ চলেছে···কে বলতে পারে ত্রিপোলিতে ফেরার পরেই ওর মৃত্যু হবে না, লণ্ডনেও বোমায় মারা যেতে পারে ক্লেয়ার। ক্লেয়ার বুদ্ধিমতী, এটা সে বুঝবে।

আস্তে ক্লেয়ারের হাত স্পর্শ করলো রবিন।

'আমরা বেরোবো?' ও প্রশ্ন করলো।

দুজনেরই প্রিয় শ্যাভয়ে ওরা রাতের খাওয়া শেষ করে নাচে অংশ নিলো। রাবন শ্যাম্পেনের অডার দিলো। আজ পানের মাত্রা একটু বেশিই হয়ে গেলো ওর। ক্লেয়ার কিছু মনে করলো না। ত্রিপোলির ঘটনা ওর মনে পড়লো, রবিন সেখানে প্রিয় বন্ধুকে ছিন্ন ভিন্ন হতে দেখেছে।

গালে গাল লাগিয়ে নাচলো ওরা। ওদের ইচ্ছেতেই পরিচিত গানের একটা সুর বাজানো হচ্ছিলো।

নাচতে নাচতে দুজনে দুজনের জীবনের কথা পরস্পরকে শুনিয়ে গেলো। যোয়ানিস্কন থামার ভালো লাগে না ওর, জানালো ক্লেয়ার।

রাত নামলে পানের মাত্রা আরও বাড়ালো রবিন। বেশি বাড়াবাড়ির আগেই তাই ক্লেয়ার বাড়ি ফেরার কথা বললো।

'সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটলো। সত্যিই দারুণ লেগেছে', ও বললো।

'সত্যিই দারুণ', রবিন জবাব দিলো।

শ্লোন স্কোয়ার ধরে এগুনোর সময় ওদের কানে এলো সাইরেনের শব্দ। আকাশ বেশ পরিষ্কার।

হাত ধরাধরি করে ওরা ফ্ল্যাটে ঢুকলো। কানে এলো এরোপ্লেনের আওয়াজ।

'রোজ এই শুনেই রাত কাটাচ্ছো?' রবিন বলে উঠলো।

'শোন, ডার্লিং', ফিসফিস করলো ক্লেয়ার 'হিল্ডামাসী জেগে উঠবেন।'

হিল্ডামাসী চিন্তা করেই দুটো গ্লাস আর একটা হুইস্কির বোতল রেখে গিয়েছিলেন বসার ঘরে।

হাত ধরাধরি করে সোফায় বসে পরস্পরকে চুম্বন করলো ওরা। দূর থেকে ভেসে আসছিলো একটানা কামান গর্জন আর জার্মান বোমারু বিমানের শব্দ।

॥ তিন ॥

ওরা পরস্পরকে দীর্ঘ চুম্বন করার অবসরে কাছেই কোথাও বোমা পড়লো।

একটু টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে গেলো রবিন।

'আর নয়, ডার্লিং', ক্লেয়ার বাধা দিলো।

'এরই মধ্যে বউয়ের মত ঘ্যান ঘ্যানানি?'

'ওহ্, রবিন, তা বলছি না···বেশ, খেতে ইচ্ছে হয় খাও।'

অদ্ভুত চোখে তাকালো রবিন। এ দৃষ্টি অনেক পুরুষের চোখেই দেখেছে ক্লেয়ার, তবে রবিনের চোখে কোনদিন নয়। কেমন ভয় পেলো ও।

'এবার শুতে যাই, চলো। তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত, রবিন।'

'আমি ঘুমোতে চাই না—আমি তোমাকে চাই,' রবিন একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বললো।

'আর তো একটা সপ্তাহ', ফিসফিস করে বললো ক্লেয়ার। রবিন আজ মাত্রাতিরিক্ত পান করেছে বুঝলো ও। তবুও রাগ হলো না।

আচমকা রবিন সশব্দে সোফায় বসে পড়ে ক্লেয়ারকে হাঁটুর উপর টেনে নিলো। ও হাঁফাচ্ছিলো।

'তুমি আজ দারুণ পোশাক পরেছো', ক্লেয়ারের গলায় হাত বোলাতে বোলাতে বললো রবিন। 'কালো রঙে তোমাকে চমৎকার মানায়। তাতে আরও ফর্সা লাগে, তোমার চেহারাটাও দারুন—।

ক্লেয়ার কোন জবাব না দিয়ে দৃঢ়ভাবে ওর হাত সরিয়ে দিলো।

'এবার শুতে চলো, ডার্লিং', ও বললো।

উঠে দাঁড়ালো এবার রবিন উত্তেজনায় ভরপুর অবস্থায়।

'আমাদের দুজনের চিন্তাধারাই এক, আমিও তাই করতে চাই।'

মাথার চুল ঠিক করে নিয়ে ক্লেয়ারও উঠে দাঁড়ালো। ও তেমন সাড়া দেয়নি মনে করে রবিনকে একটু ঝাকানি দিল।

'দেখ, তোমার ছুটি সার্থক করে তুলবো, রবিন।'

মুখ আড়াল করে হাসলো রবিন।

'কি সেণ্ট মেখেছো? ভারি মিষ্টি গন্ধ।'

'যে বোতলটা তুমি এনে দিয়েছিলে। জে. বেভিয়েন্স।'

জবাব না দিয়ে ক্লেয়ারকে চুম্বনে অস্থির করে তুললো রবিন।

'এবার শুতে চলো, ডার্লিং', ক্লেয়ার বলে উঠলো।

'বেশিক্ষণ নয়।'

'আবার কাল', রুদ্ধকণ্ঠে বললো ক্লেয়ার।

ঘড়ি দেখলো রবিন।

'আজই কাল। মাত্র দেড়টা বেজেছে।'

'শুভরাত্রি, ডার্লিং', ক্লেয়ার বললো। 'সুন্দর সন্ধ্যের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলো ক্লেয়ার। বাইরে গিয়ে ক্লান্ত হয়নি ও, কিন্তু এখন বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। শোবার পোষাক পরে ও বিছানায় শুয়ে একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুর একটা শব্দে ওর আচমকা ঘুম ভেঙে গেলো। সারা ঘর অন্ধকার, শুধু আধখোলা দরজা দিয়ে একফালি আলো আসছিল। দুটো হাতে কেউ ওর কাঁধটা ঝাঁকাতেই ওর ঘোর কেটে গেলো। রবিন ওর শয্যায়—ওরও দেহে শোবার পোষাক।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকালো ক্লেয়ার। রবিনের হাত ওর উন্মুক্ত কাঁধে খেলা করছিল।

'প্রিয়া, আমি ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছো।'

'ঘুমোচ্ছিলাম। কি চাইছো, রবিন?'

'ডার্লিং, কি হাস্যকর প্রশ্ন করছো!'

ক্লেয়ারের স্নায়ু সঙ্গে সঙ্গেই সজাগ হয়ে উঠলো। বিপদ বুঝেই ও শক্ত হয়ে উঠলো।

'তোমার এভাবে এখানে আসা ঠিক হয়নি, রবিন ডার্লিং—।'

'কিন্তু…তুমি যে বললে শুতে চলো।'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম, তবে 'একসঙ্গে' বলিনি…', হাসতে চাইলো ক্লেয়ার।

আধো অন্ধকারেও রবিনের হতাশা নজর এড়ালো না ওর। ও নিজের শরীরে রবিনের ভার অনুভব করছিলো। রবিনের স্পর্শে শরীর আরও কঠিন হয়ে উঠলো ক্লেয়ারের।

'রবিন, ডার্লিং, এবার শুতে যাও।'

'কিন্তু কেন? হিল্ডামাসী ঘুমিয়ে পড়েছেন—।'

'রবিন, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হচ্ছে।'

'তোমাকে দারুন লাগছে, ক্লেয়ার। তোমায় দারুন ভালোবাসি।'

'এক সপ্তাহের মধ্যেই তো আমাদের বিয়ে হবে—।'

'তার আগেই যদি মরে যাই—এতো বোমা পড়ছে।'

'না যাবে না। আমি এটা চাই না, রবিন। কখনই বিয়ের আগে নয়।' ক্লেয়ার চাপা স্বরে বলল।

'কিন্তু আমি চাই, সারা সন্ধ্যেটা তোমাকে দারুনভাবে চেয়েছি।'

'আমিও চাই, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

'কেন? আমরা বাগদত্তা, ক্লেয়ার।'

হতাশায় ও যেন মরতে চলেছে। রবিনের কাছে এমন আশা করেনি।

'তোমায় যতই চাই রবিন, তোমার এ ভালোবাসা বিয়ের আগে চাই না।'

'অবাস্তব কথা। আমরা তো আগামী সপ্তাহেই বিয়ে করছি, তাতে কি এমন আসে যায়?'

'আমার আসে যায়।'

রবিন ক্লেয়ারের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'আজকের রাতকে আমাদের বিয়ের রাত মনে করো না কেন?'

'না—না, আমি চাই না', চোখে প্রায় জল এসে গেলো ক্লেয়ারের।

'ক্লেয়ার, অতো পবিত্র হতে চেও না।'

কথাটা শুনে ক্ষেপে গেলো ক্লেয়ার। ও সত্যিই রবিনকে ভালোবাসে তাই বিয়ের আনন্দে মশগুল ছিলো। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামায়নি—সেটা ঠিকমতই পথ ধরে চলবে ও জানতো। কিন্তু রবিনের একরকম আগ্রহ ও আগে কোনদিন টের পায়নি। আচমকা ভয় পেলো ক্লেয়ার।

'দয়া করে শুতে যাও, রবিন', ওর গলা কাঁপছিলো।

'তুমি বড্ড বেশি পবিত্র হতে চাইছো', রবিন জবাব দিলো।

'তাহলে যা চাই তাই আমাকে হতে দাও।'

রবিন আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইলো। ক্লেয়ার দৃঢ়ভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করলো। রবিন এখন আর যেন সেই চমৎকার মানুষ নয়, এক অচেনা আগন্তুকের মত সে ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াতে চায়। ক্লেয়ার চেষ্টা করেও যেন সরিয়ে রাখতে পারছে না রবিনকে। সে ওকে উন্মত্তের মত চুম্বন করছিল।

ফুঁপিয়ে উঠলো ক্লেয়ার।

'তুমি—তুমি আমার সব আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছো। তোমাকে ঘেন্না করি।'

রবিন দাঁড়িয়ে পড়লো। দরজার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালো। দারুণ ফ্যাকাসে লাগছিলো ওকে।

'তোমার এরকম মনোভাবের কথা আমি জানতাম না। ভেবেছিলাম আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো। আমি জানতাম এতোদিন ছাড়াছাড়ির পর স্ত্রীপুরুষের দেখা হলে আর একটু উত্তাপ পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে তোমার আপত্তি থাকলে সেকথা এখনই বলো। আমি এমন শীতল স্ত্রী চাই না যে কর্তব্যের খাতিরে তার শরীর এগিয়ে দেয়—সেটা বিশ্রী!'

ক্লেয়ার এমনভাবে ওর হাত মুঠো করলো যে গিঁট ফুলে উঠলো।

সত্যিই এসব ঘটছে? কখনও না। পাগলের মতই ও ভাবলো। সব ভুল। এ আমার সেই রবিন নয়···।

'সত্যি কথা বলো, ক্লেয়ার, আমি জানতে চাই।'

সত্য কি ও নিজেই জানে না। শুধু জানে ওর নিজস্ব এলাকায় এই মুহূর্তে অনধিকার প্রবেশ ও সহ্য করতে রাজি নয়।

'তোমাকে ভালোবাসি, রবিন. শপথ করে বলছি। শুধু তুমি যদি বুঝতে চাইতে···।'

'মনে হচ্ছে এখন তোমায় বুঝতে পারছি', কাটা জবাব দিল রবিন।

এতো সুন্দরী ক্লেয়ার…এমন মনোহারিণী অথচ…রবিন বেশি ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেই ও সরিয়ে দিয়েছে ওকে। তাহলে কি ওর ধারণাটাই ঠিক? এটা জানতেই হবে।

'না, তুমি বুঝতে পারোনি—তুমি…তুমি একটা পশুর মতই অপেক্ষা করতে চাওনি', ক্লেয়ার বলে চলেছিলো।

কথাটা যেন মুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো ওর হৃদয় মথিত হয়ে।

দুহাত চোখে রাখলো রবিন। এখন আর নেশা নেই ওর।

ক্লেয়ার উঠে দেরাজের কাছে গিয়ে একটা আঙটি নিয়ে রবিনের দিকে এগিয়ে ধরলো।

'এটা নিয়ে নাও। তোমাকে আর বিয়ে করা সম্ভব নয়। যা ভেবেছিলাম তুমি তা নও। তোমাকে বিয়ে করে সুখী হবো না। সময় মত বুঝতে পেরেছি সেটাই ভালো।'

রবিন আঙটিটা নিয়ে দরজার বাইরে পা রাখলো।

'আমি এখানে থাকছি না', ও শান্তস্বরে বললো। 'অন্য কোথাও ঘুমোব।'

'সেই ভালো', ক্লেয়ারের উন্মত্তের মত বললো, 'আর একটা মেয়ে খুঁজে নিও।'

'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ', রবিন কথাটা বলেই বেরিয়ে গেলো।

বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আহত মন নিয়ে এগিয়ে চললো রবিন। নাইটব্রিজের কাছে চেনা একটা ছোট্ট নাইট ক্লাবে পৌঁছল ও।

কানে ভেসে আসছিলো কামান আর বোমার শব্দ।

দু একটা মেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে মনটা ভালো হয়ে উঠলো রবিনের। প্রথমেই দেখা হয়ে গেলো পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে। সেও ছুটিতে এসেছে।

দুজনে টেবিলে এসে বসতেই রবিন ওর সব কথা খুলে বললো।

বন্ধু বেশ সহানুভূতির সঙ্গে শুনে গেলো।

'তাঁহলে আর বিয়ে করছিস না?'

'সেই রকমই তো দাঁড়াচ্ছে।'

'ও যে ওইরকম ঠাণ্ডা প্রকৃতির জানা ছিলো না তোর?'

'না। অবশ্য আমিও এগোইনি কখনও।'

'কোন মেয়ে এরকম হলে কাজ হয় না', বন্ধু বললো।

'কিন্তু ও কেন এরকম হলো কে জানে। ওর মা তো এরকম ছিলো না।'

'সেকথা তুই জানলি কিভাবে?' আড়চোখে তাকালো বন্ধু।

'তার কথা তুই শুনেছিস কি না জানি না', রবিন বললো, 'তবে অনেকেই শুনেছে। প্রায় বিশ বছর আগে মিডল্যাণ্ডে দারুন কলঙ্কজনক একটা ব্যাপার ঘটে। ওর মা বিখ্যাত এক ব্যারনকে ছেড়ে তার পশুপালকের সঙ্গে পালায়।'

॥ চার ॥

পরদিন ক্লেয়ার প্রথম যা টের পেলো তা হলো হিল্ডা মাসী ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছেন আর ঘুমোলে হাসপাতালে যেতে দেরি হয়ে যাবে। ক্লেয়ার উঠে পড়লো প্রচণ্ড মাথাধরা নিয়ে। গতরাতের কথা মনে পড়তেই একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগলো ওর।

'ওঃ ভগবান!'

গোলগাল লালচে মুখ হিল্ডা মাসীর ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছিলো। ক্লেয়ারের দিকে তিনি চোখ গোল করে অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন।

'গত রাত্তিরে কি হয়েছিলো? তোর বন্ধু আসেনি? বিছানায় কেউ শোয়নি দেখলাম।'

'সে থাকেনি', ক্লেয়ার উত্তর দিলো। 'আমায় এখন কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। পরে বলবো।'

'আজকের সকালটা বেশ ঝলমলে', হিল্ডা মাসী বলে উঠলেন, 'কুয়াশা কেটে গেছে।'

টেলিফোনটা বেজে উঠতে হিল্ডা মাসী ধরতে গেলেন। একটু পরেই তিনি ফিরে এলেন।

'রবিন ফোন করছে।'

'আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

'কি হয়েছে বলতো।'

'বাগদান ভেঙে গেছে। পরে সব বলবো। তবে আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

'ও বলছে তোর ছুটি হলে দেখা করতে চায়।'

'না', ক্লেয়ার জবাব দিলো।

হিল্ডা মাসী হাঁ করে তাকালেন। বোনঝিকে এরকম তিনি কখনই দেখেন নি, চোখ লাল, মুখটা সাদা।

'তোর একি অবস্থা? তুই কথা বললে তো ক্ষতি হবে না।'

'না, আমি বলবো না।'

'তাহলে বেচারিকে কি বলবো? খুব দুঃখিত মনে হচ্ছে ওকে।'

'দুঃখিতই থাকুক। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।'

'আমার মনে হচ্ছে রবিন এসে হাজির হবে', তিনি বললেন। 'খুব চাপ দিচ্ছিলো ও। তবে তোর জীবন তোকেই কাটাতে হবে।' অত্যন্ত বাস্তবঘেঁসা মানুষ হিল্ডা মাসী। তাকে এসব ছাড়া অন্য ব্যাপার চিন্তা করতে হচ্ছে। যাচ্ছেতাই একটা যুদ্ধ চলেছে। হিণ্ডা মাসীর চিন্তাধারা কিছুটা পুরুষালী, ছেলেমেয়ের মন কষাকষি নিয়ে তার মাথা ঘামানোর সময় নেই, সেটা তার প্রিয়পাত্রী হলেও। তাছাড়া তার নিজের মেয়ে পিপের চেয়ে ক্লেয়ার ঢের সহানুভূতিশীল—পিপ ছেলে বন্ধু আর পার্টি নিয়েই হৈ হৈ করে। এই চপলতা হিল্ডার সঙ্গে মেলে না।

ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে ক্লেয়ার প্রশ্ন করলো, 'রবিন কোথায় আছে বলেছে?'

'হাঁা, একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে তোকে ফোন করতে বলেছে।'

'ওকে ফোন করে জানাবে এখানে এসে কোন লাভ হবে না, কারণ আমি থাকবো না।'

হাঁফাতে হাঁফাতে হিল্ডা মাসী ছুটে এসে বললেন, 'এই! কোথায় যাবি?'

'বাড়ি, বিয়ের উপহারগুলো গোছাতে। ছুটি নিয়ে কাল সকালেই সোয়ানিংডন যাবো। রবিনকে দয়া করে বলে দিও আমার কথার নড়চড় হবে না, তাই যেন বৃথা চেষ্টা না করে।'

বাইরে আসার পরেও অসুস্থ বোধ করছিলো ক্লেয়ার। ওর ভালোবাসার পাত্র রবিনকে মনে মনে যে রকম কল্পনা করেছিলো গতরাত্তিরে তার বিপরীত আবিষ্কার করে ও শিউরে উঠলো। আর ও রবিনকে ভালোবাসে না। সব শেষ হয়ে গেছে। কিছুতেই এমন একজনকে বিয়ে করতে পারবে না।

একটা পর্বত শিখর থেকে যেন ওর পতন ঘটেছে। সামান্য সহানুভূতিও আর রবিনের প্রতি ওর নেই—একটা বদ্ধ সুড়ঙ্গে রবিন ওকে টেনে নিয়ে এসেছে। ও রবিনকে আজ ঘেন্না করে।

হাসপাতালে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টা কাজ করলেও অসুস্থ ভাবটা কমলো না ক্লেয়ারের। সেই মাথার যন্ত্রণাটা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ও সিস্টার ইভান্সের কাছে বিয়ের জন্যে আবেদন করা ছুটিটা আগেই চাইলো আর আজ ছুটি চেয়ে নিলো।

'বিয়েটা আরও আগে হচ্ছে?' সিস্টার ইভান্স তার সেই ঈর্ষামাখানো বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন। উত্তরটা 'না' শুনে আরও কিছু প্রশ্ন করার আগেই ক্লেয়ার নিজেকে গুটিয়ে নিলো।

'দুঃখিত' ক্লেয়ার আস্তে আস্তে বললো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসপাতাল ছেড়ে এলো ক্লেয়ার। এভাবে আগে কখনও ছুটি নেয়নি ও। সত্যিই অসুস্থ, কাজ ঠিকমত করতে পারতো না। আসার আগে ও শুধু ক্যাপ্টেন ট্যালবটকে শুভেচ্ছা জানালো। সে আজই প্রথম উঠে দাঁড়িয়েছে ক্রাচে ভর দিয়ে।

বাড়ি ফিরে কটা ট্যাবলেট খেয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলো ক্লেয়ার। তারপর ব্যাগ গুছিয়ে ট্রেনে ব্রাইটন রওয়ানা হলো। ঠিক সময় সোয়ানিংডনের বাস পেয়ে গেলো ও।

মাকে আগেই ফোন করে ও জানিয়েছিল যে বাড়ি ফিরছে। মিসেস মেলর্স জানতে চেয়েছিলেন পরিকল্পনাটা বদলে গেলো কেন। ক্লেয়ার কিছুই বলেনি।

'যখন দেখা হবে তখন বলবো, মা। এক সপ্তাহ বাড়িতে থাকবো।'

'কিন্তু বিয়েটা—!' কনি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। ক্লেয়ারের মা আর মাসী দুজনেরই উত্তেজনায় গলা চড়ে ওঠে।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিলো ক্লেয়ারের। ওর তখন আট বছর বয়স। ও মার সঙ্গে বাসে জন্মদিনের উপহার কিনতে যাচ্ছিল। মা কণ্ডাক্টরের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন, ক্রমেই তার গলা চড়ছিলো। লজ্জায় নিজের আসনে কাঠ হয়ে বসে ছিলো ক্লেয়ার, ওর বিচ্ছিরি লাগছিলো। ওর বাবার কথাটা মনে পড়লো, কি সুন্দর শান্তভঙ্গী আর ভরাট গলার স্বর তার। আজ ক্লেয়ার তাই বাবাকে মা'র চেয়ে শতগুণ বেশি ভালোবাসে। ওর মনে পড়লো বাবার সঙ্গে বন জঙ্গল আর সবুজ পাহাড়ি এলাকায় বেড়ানোর দিনগুলো।

ট্রেনে যেতে যেতে বাবার সান্নিধ্যের স্মৃতিগুলো মনে জেগে উঠলো

ক্লেয়ারের। তবুও মনে পড়লো ওর কখন বাবাকে ভালো লাগাতো না—সেটা বাবা যখন সব ব্যাপারেই মাকে আগে স্থান দিতেন। ওর ওই দ্বিতীয় স্থানের জন্য দারুন খারাপ লাগতো। ওর মনে হতো ও একদিন দারুন সুন্দরী হবে আর মা বয়স হয়ে কুৎসিৎ হয়ে যাবেন। তখন প্রথম স্থানটা নিশ্চয় ওরই হবে।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটায় জানালায় মাথা রেখে অনেক কথাই ভাবছিলো ক্লেয়ার ক্লান্ত চোখদুটো বুঁজে। এখন তো ও বড় আর সুন্দরী হয়ে উঠেছে, কিন্তু কই জীবন তো সেরকম সুন্দর হলো না। সারা জীবনটাই ওর লড়াই করে কাটছে। যুদ্ধ চার বছর চলছে—ওর জীবনযুদ্ধও যেন ওকে কত ছোট করে দিয়েছে। সবার জীবনই কি এই রকম, না কি একমাত্র ও ক্লেয়ার মেলসই শুধু শান্ত উত্তাপমাখা একটা আশ্রয় খুঁজে পেলো না। সব সময়েই ওর নিজেকে অসুখী মনে হয় কেন? অন্য অনেক শিশুর চেয়েই ও অনেক সুখের জীবন কাটিয়েছে। বাড়ি ওর খুবই ভালো লাগতো। সাসেক্সের পুরনো খামার বাড়িটার সুন্দর মেঝে আর টালি বসানো ছাদ চমৎকার লাগতো। মা'ও বাড়িটা সুন্দর রুচি দিয়ে সাজাতে চাইতেন, দরজা জানালায় চমৎকার পরদা ঝুলতো। একটা কয়লার চুল্লী জ্বালিয়ে মা বাড়ি গরম রাখতেন। বাবা আর মা ওকে খুবই ভালোবাসেন—বাড়ি ফিরলেই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। কোন কিছুই বদলায়নি—সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা একটু মোটা হয়েছেন আর বাবার রগের চুলে পাক ধরেছে এই যা।

তাহলে আজ ও বাবা মার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না কেন?

ও যেন তাদের থেকে আলাদা—তাদের কেউ নয়।

এবার হয়তো আলাদাই হবে, ভাবলো ক্লেয়ার প্রতিবারের মত আশা রেখে।

ফেব্রুয়ারী মাসের কুয়াশা এখনও জায়গাটা ঘিরে ধরেনি। ক্লেয়ার সোয়ান ক্রশে বাস থেকে নেমে পরিচিত গ্রামের পথে এগুলো। ওর চোখে পড়লো চেনা গির্জা আর ঢালু পাহাড়ি ছায়া। মাঝে মাঝে দু-একটা ফাইটার প্লেন উড়ে যেতে মুরগী আর তিতির পাখিগুলো ভয়ে ডাক ছেড়ে উড়ে যাচ্ছিলো। এই পথের প্রতিটি অংশই অতি চেনা ক্লেয়ারের—এই কটেজ, আপেল বাগান, ভাঙাচোরা মুরগীর খোঁয়াড়, যার মালিক বাবারই এক বন্ধু টম লঙলি।

প্রতিটি অলিগলিও চেনা ক্লেয়ারের। গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যায় সাগরের উদ্দাম হাওয়া। ছায়া ভরা গাছের নিচে অদ্ভুত একটা শান্ত প্রলেপ।

সোয়ানিংডন খামারে ঢোকার ঠিক আগে ক্লেয়ার একটু থেমে রূপোলী

বার্চগাছগুলোর দিকে তাকালো। বসন্তকালের বাতাসে রক্তাভ ফুলে যেন হিল্লোল জেগেছে। ক্লেয়ারের মনে পড়লো এখানে ও নাইটিংগেলের ডাক শুনতে আসতো…রবিনের বাগদত্তা হওয়ার রোমান্টিক মুহূর্তের কথাটাও ওর মনে জাগলো।…কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সেই রোমান্টিকতার কণামাত্রও আর অবশিষ্ট নেই। ও জানে বাবা মার কাছে এখনই হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তারা অধীর হয়ে আছেন।

ওদের বাড়িটা চোখে পড়লো ক্লেয়ারের—সেই পুরণো নিচু ছাদের খামারবাড়ি। টিউডর আমলের গোলাপি রঙটা ওর খুব ভালো লাগে—পিছনেই চোখে পড়ে চিমনি। বসার ঘর থেকে ধূসর ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে চিমনি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। বাড়ির বাইরে ও পাশের কাঁটা ঝোপের পাশে চরে বেড়াচ্ছে গাঢ় রঙের গরুগুলো আর ভেড়ার দল। দরজার ঠিক সামনেই পাতা মেলে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ওয়ালমাট গাছটা। বহু লোক সাসেক্স থেকে গাছটার ছবি তুলে নিতে আসে।

একটা ছাগলের ডাক কানে এলো ক্লেয়ারের। ওর মা এক গাদা ছাগল পোষে চিজ বানানোর জন্যে। বেশ শীত অনুভব করে কেঁপে উঠে ক্লেয়ার কোটের কলার তুলে দিলো। মনটা আজ ওর একেবারেই ভালো নেই। যে-কোন ওজুহাতেই হোক ও আজ খেতে চাইবে না। ওর মনে হয় না বাবা-মার সঙ্গে বেশিক্ষণ সন্ধ্যেটা কাটাতে পারবে—ওদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আর ওর মন বোঝার অক্ষমতাই চঞ্চল করে তুললো ক্লেয়ারকে। কিভাবে বিয়ে ভেঙে দেবার কথা বলবে সেকথা এখনও ঠিক করতে পারেনি ও। পায়ে পায়ে রান্নাঘরে ঢুকলো ক্লেয়ার, মাকে ওখানে পাবে ও জানতো। বাড়িতে লোক থাকলেও তিনি নিজেই রাঁধতে ভালোবাসেন। কনি মেলর্স প্রাচীন আমলের একটা রান্নার স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, চারদিকে ছড়ানো ছিলো একগাদা রন্ধন প্রণালী লেখা কাগজপত্র।

তার দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী মেয়ে রান্নাঘরে ঢুকতেই কনি বলে উঠলেন, 'ক্লেয়ার, সোনা—তোকে দেখে কি ভালোই লাগছে!' অ্যাপ্রনে হাত মুছে তিনি মেয়েকে জড়িয়ে ধরতে ক্লেয়ার কোন রকমে সেটা সহ্য করলো। ছোটবেলা থেকে বাবা-মার এরকম আদর ও সহ্য করতে পারে না। বলতে গেলে সেরকম আদুরে মেয়ের হাবভাব ওর কোনদিনই ছিলো না, তবুও ওর মধ্যে সাধারণ ভালোবাসার উত্তাপের কোন অভাব ছিলো না। মানুষকে ও ভালোবাসতো। তাই ভি. এস. ও-র কাজ নিতে কনি আপত্তি করেননি।

'খুব চিন্তা হচ্ছিলো তোর সম্পর্কে' ; মিসেস মেলর্স বললেন।

'বাবা কোথায়?' ক্লেয়ার প্রশ্ন করলো।

শারীরিক দিক থেকে মা আর মেয়ের মধ্যে ঢের তফাৎ।

ক্লেয়ার অনেকটা ওর বাবার মত, সেই রকম লালচে চুল, সরু কোমর, দুধ সাদা গায়ের রঙ। অন্যদিকে কনির চেহারা বেশ ভারি, ভারি কোমর, উঁচু বুক। এতো বয়সেই তিনি বেশ সুন্দরী। দেখলেই বেশ উত্তাপময় মনে হয়, অবশ্য মনের দিকে নয়। তা সত্ত্বেও বেশ হাসিখুশি মহিলা তিনি, একটু আবেগ প্রবণ, রোমান্টিক।

এমন দিন ছিলো ক্লেয়ার যখন ওর মার ছোটবেলার গল্প শুনতো। ওর মা যখন মিস রিড—স্যার ম্যালকম রিডের মেয়ে। কিভাবে হিল্ডা মামী আর তিনি জার্মানীতে লেখাপড়া শেষ করেছিলেন। মা'র কাছে ক্লেয়ার শুনেছে সে সময়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথা—আজকের যুদ্ধের কাছে সেটা কতই তুচ্ছ ছিলো।

কনির মন অনেকটা একমুখী—ক্লেয়ারের বাবার পথ ধরেই সে মন চলতে চাইতো। ক্লেয়ার মনে মনে মাকে ঈর্ষা করতো—এরকম বদ্ধ জীবন তিনি সুন্দর মানিয়ে নিতে পেরেছেন বলে। মা'র এটাই আশ্চর্য স্বভাব, নিজেকে আর স্বামীকে নিয়েই তার একমাত্র জগৎ। আচমকা বিনা কারণে চোখে জল এসে গেলো ক্লেয়ারের, ও ভারি গলায় বললো, 'সব কেমন গোলমাল হয়ে গেলো। আমার মন ভালো নেই।'

মেয়েকে এমনভাব আগে কখন দেখেননি মিসেস মেলর্স। তাই রান্না ফেলে তিনি কাছে এসে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালেন।

'ওহ্ ক্লেয়ার, কি ঘটলো? রবিনের সঙ্গে তোর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? ওকে কি বিয়ে করছিস না?'

'না!'

'হিল্ডার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি—কিছুই বলতে পারলো না, শুধু বললো রবিন গতকাল রাত্তিরে হঠাৎ আসে আর তোদের নাকি ঝগড়া হয়।'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে সব জানাবি না?'

মুখ তুলে তাকালো ক্লেয়ার। রান্নাঘরে বেশ গরম লাগছে। ইতস্ততঃ করলো ক্লেয়ার। মা কি বুঝবেন?

'তোমাকে বললেও বাবাকে বলতে পারবে না, মা।' মিসেস মেলর্স অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকালেন।

'ডার্লিং, তুইতো জানিস তোর বাবাকে সব কথাই বলি।'

'হ্যাঁ, তবে আমার সব কথা বলবে কেন? বাবা পুরুষ। তোমায় বলতে পারি কারণ তুমি মা, কিন্তু—।'

'তুই বড় অদ্ভুত! চিরকালই এই রকম তুই। গোপন রাখতে চাইলে তোর ব্যাপার যখন তাই হবে। সব কথা বল তো।'

ক্লেয়ার আস্তে আস্তে রবিন আর ও স্তাভয় থেকে ফিরে আসার পর যা যা হয়েছে সবই বলে ফেললো।

মিসেস মেলর্স মেয়ের উল্টো দিকে বসে মাঝে মাঝেই ঘড়ি আর স্টোভের উপর চোখ রাখছিলেন। মেয়ের সঙ্গে যখনই কোনরকম একান্তে গোপন কথা হতো তখনই তিনি একটু যেন ধাঁধাঁয় পড়ে যেতেন। ভাবো ব্যাপারটা! বেচারি ছেলেটা ওর সঙ্গে রাত কাটাতে চেয়েছে বলে ও এত উতলা হয়ে পড়েছে! ব্যাপারটা যেন স্বাভাবিক নয়—বিশেষ করে যুদ্ধের সময়। ছেলেটির মনোভাব বুঝতে পারলো না কেন ক্লেয়ার? ও নিজেই বা কি রকম?

প্রথম যখন বাগদান ভেঙে যাওয়ার কথাটা শুনেছিলেন মিসেস মেলর্স তখন ক্লেয়ারের জন্য তার গর্বই হয়। কনি সব সময়েই ভেবেছেন ক্লেয়ারের তুলনায় রবিন বড় বেশি হাবাগবা। অলিভারও তাই ভেবেছেন। বড্ড বেশি রকম ইংরেজ সুলভ ভাবভঙ্গী ওর। কনি বা অলিভার দুজনে কেউই এরকম ছেলে চাননি। কনি সবসময় ভেবেছেন ক্লেয়ার অলিভাদের মনোমত কাউকে বিয়ে করবে—মেয়েদের মন বোঝে এমন কাউকে। উনি খুশি মনেই বিয়ের উপহারগুলো ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। শুধু তার ইচ্ছে ছিলো ক্লেয়ার যদি বলতো রবিনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে ওর ক্লান্তির কারণ হয়েছে বলে। কনি কোনদিনই রবিনকে সত্যিকার পুরুষ ভাবেনি, অলিভারও ভেবেছেন রবিন বিয়ের আগেই প্রস্তাব রাখতে চাইবে রাত কাটানোর।

ক্লেয়ারকে যদি এরকম দুঃখিত আর ক্লান্ত না দেখাতো তাহলে হয়তো হেসে উঠতেন কনি। তবে অত্যন্ত নরম মন তার, তাই মেয়ের প্রতি তার সেই ভাব দেখা গেলো।

ক্লেয়ারকে তার আগেকার চোদ্দ বছর বয়সের একগুঁয়ে মেয়ে বলে মনে হলো। এটা ঠিক নয় যে কনি মেয়েদের সতীত্বে বিশ্বাস করেন না, বরং তিনি মনে প্রাণেই সেটা মেনে চলতে চান। আসল কথা হলো জীবনে নিজের প্রতি আস্থা রেখে চলা। কেউ কোন পুরুষকে চাইলে সেও যদি তা চায় তাহলে সেটা মানুষের আইনের জন্যই না মানার অর্থ ভণ্ডামি। সেকালের

কিছু প্রাচীনপন্থী মানুষ এসব ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিতেন। কনি জানেন, তার আর তার স্বামী অলিভারের নিজস্ব কিছু নীতিবোধ আছে। কোন মেয়ে কোন ছেলেকে ভালোবেসে একসঙ্গে রাত কাটালে অন্যায় কিছু থাকে না, যদি দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রকৃত ভালোবাসা। এটা তাঁর কাছে কোন অপরাধ নয়। একজনকে ভালোবেসে শুধু নাম আর অর্থের মোহে অন্য কাউকে শরীর সঁপে দেওয়াটাই জঘন্য।

ওঁদের ব্যাপারে বাইরের জগৎ হয়তো চমকে উঠেছিল। অবশ্য তাতে কিছুই যায় আসেনি ওদের। ওরা কাজটা যখন করেছিলেন সেটা দুজনের কাছে দুজনের উন্মাদনার বাঞ্ছনা ভরা প্রয়োজন ছিলো বলেই। সেই ছোট্ট পশুপালকের কুঁড়ে ঘরকে ওরা তীর্থস্থান করে তুলেছিলেন। নীতি আর পবিত্রতাকে যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রাখা যায় কনি আর অলিভারের পরস্পরের প্রতি আনুগত্য তাহলে কি? এর কি কোন মূল্যই নেই? এই এক্কুশ বছরের পবিত্র প্রেমের? দুজনের এই একাত্মতাকে যদিও কোন গির্জায় বিয়ের ছাপ এঁকে দেয়নি, তবুও যারা ভালোবাসার অভিনয় করে পরস্পরকে উজাড় করে, তাদের তুলনায় ওদের প্রেম কি স্বর্গীয় নয়?

কনির ভালোই জানা ছিলো ক্লেয়ার এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা দেখবে না, তাছাড়া নিজের সন্তানের কাছে তা ব্যাখ্যাও করা যায় না। অলিভার এটাকে অস্বস্তিকর ভাবে না, কিন্তু কনি তা ভাবেন। প্রথম স্বামীর কথা কখনই এভাবে সন্তানের কাছে বলা যায় না।

'যাক গে···', কনি এবার বললেন, 'রবিন তোকে কাছে পেতে চেয়েছে সেটা ভুলে ওকে মার্জনা করলেই তো মিটে যায়। ও তো তোকে সম্মানই দেখাতে চেয়েছে।'

ক্লেয়ার লাল হয়ে উঠলো।

'মা, তুমি সত্যিই যেন কেমন। এটা কি রকম সম্মান? আমি মনে করি অপমান।'

'কিন্তু, এটা তো স্বাভাবিক—', কনি বলতে গেলেন।

'তোমার সঙ্গে আমার মত কোনকালেই মেলেনি', ক্লেয়ার জবাব দিলো।

অনেকদিন আগের ছোটবেলার কথাগুলো মনে পড়ে গেলো ক্লেয়ারের। ওর তখন বারো বছর বয়স। ও মা বাবার শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিলো একটা ফিতে আনার জন্য। বাবা মা দুজনের শরীরই প্রায় উন্মুক্ত দেখে ওর

মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। মা ওকে বলেছিলেন ওটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ক্লেয়ার তা মেনে নিতে পারেনি—ওর কেমন মনে হতো মানুষের একটা শালীনতাবোধ থাকা উচিত।

না, মা আর বাবা ওর দৃষ্টিকোণ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে চাননি কখনও। তাই মাকে যা না বললেই নয় তার বেশি না বলাই ভালো, না হলে মা সব দোষ দেবেন ক্লেয়ারের।

'বেশ, আমার কিন্তু মনে হয় ছেলেটাকে মাপ করে আবার সুখী মনে যুদ্ধে যেতে দেয়া উচিত', মিসেস মেলর্স বললেন। 'তুই ওকে যদি বিয়ে নাও করিস···আমার কেবল মনে হয় তুই বড় কঠিন।'

ক্লেয়ার প্রায় লাফিয়ে উঠলো।

'না, আমি তা নই। তবে আমার নিজস্ব আদর্শ আছে।'

কনি মেয়ের চিন্তা ভারাক্রান্ত ছেলেমানুষী মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন, বেচারি অতিরিক্ত আদর্শের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে।

'ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দে', মিসেস মেলার্স এবার বললেন। 'রবিন তোর সঙ্গে রাত কাটাতে চেয়েছিলো বলেই কেবল রাগ করেছিস, আর তোদের বিয়ে হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যেত?

ক্লেয়ার অন্যদিকে চোখ ফেরালো।

'আমি তা বলিনি।'

'তাহলে নিশ্চয়ই ও তোর উপযুক্ত নয়', কনি বিজয়িনীর মতই বলে উঠলেন। 'তা যদি হতো তাহলে তুইও ওকে চাইতিস।'

ক্লেয়ার জবাব দিতে গিয়ে মুখ ফেরালো।

ক্লেয়ার প্রায় 'হ্যাঁ' বলতে যাচ্ছিলো যদিও কথাটা সত্যি নয়। গত রাত্রিরে বুঝতে পেরেছে রবিন ওকে যখন উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে, ও কখনই তাকে ওই ভাবে চায়নি। ওর আবার কাঁদতে ইচ্ছে হলো, যেন একটা বোবা যন্ত্রণা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাইছে। বুঝতে পারলো মা যেভাবে বলছে তেমন আনন্দের স্পর্শ ও কখনই পাবে না।

'এবার তো শুনেছো, বাবাকে বলে দিও আমি রবিনকে চাই না', ক্লেয়ার বললো।

'ঠিক আছে', কনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'কাল সব উপহারগুলো গুছিয়ে ফেলবো। এ নিয়ে আর ভাবিস না। আরও ঢের পুরুষ আছে।'

'কোন পুরুষকেই আমি আর চাই না।'

'বিশ্বাস করি না। তোকে আমার মেয়ে মনেই হচ্ছে না—তুই তোর বাবার রক্ত মাংসে তৈরি—অথচ তোর মধ্যে উত্তাপ এত কম।'

তর্ক করতে বিরক্তিবোধ করলো ক্লেয়ার। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে মাকে রান্নায় আবার ব্যস্ত দেখলো। রান্নার সুন্দর গন্ধও ভালো লাগলো না, ওর শুধু শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিলো। মিসেস মেলর্স ভাবছিলেন ক্লেয়ারের মন ভালো রাখার সেরা পথ হলো বাগদান ব্যর্থ হওয়ার চিন্তাটা দূর করার চেষ্টা করা।

'আমাদের এখানে কজন আমেরিকান পাইলট আছে। বেশ অল্প বয়স। ওদের মাঝে মাঝে চায়ে ডেকেছি। তুই চলে যাওয়ার আগে ওদের একদিন খেতে ডাকবো। তোর খুব ভালো লাগবে। বেশ মজার লোক ওরা।'

আমেরিকানদের দেখার কণামাত্র ইচ্ছে ক্লেয়ারের ছিলো না। তবে মা ভালোর জন্যই বলছেন ভেবে যান্ত্রিকভাবে জবাব দিলো, 'ঠিক আছে।'

'ভালো করে তাহলে স্নান করে নে, আমি তোর পিঠ ঘসে দেব সেই আগের মত।'

'না, ধন্যবাদ মা। আমি একটু শুতে চাই।'

রান্নাঘরের দরজা খুলে মাথা মুছতে মুছতে মুখ ঢোকালেন অলিভার মেলর্স। এ রকম অনেকবারই দেখেছে বাবাকে ক্লেয়ার। ওর সেই আগের বিতৃষ্ণা আবার জেগে উঠলো। বাবার মুখোমুখি না হওয়ার জন্যে ক্লেয়ার পাশের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো।

॥ পাঁচ ॥

সারা সন্ধ্যে ক্লেয়ার নিজের ঘরে কাটালো। ওটা ওর গোঁসা ঘর। সারা জীবনে যখন কোন কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে—আত্মীয়স্বজন ছেড়ে কোথাও ছুটে যেতে চেয়েছে তখনই সিঁড়ি বেয়ে এই ঘরে ঢুকে ওর প্রিয় বই ছবিতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে।

ঘরখানা একটু নিচু, সুন্দর ওক কাঠে তৈরি। হালকা গোলাপি আর সাদা ডোরা কাটা পর্দা টাঙানো। শ্বেত শুভ্র চাদর পাতা বিছানায়। কয়েকটা ড্রয়ার শুদ্ধ একটা টেবিলও ছিলো, সেটা ক্লেয়ার নিজে ব্রাইটন থেকে কিনে এনেছিলো। কটা ঝালর বানানো পোশাকও রাখা ছিলো ঘরে। এসব পোশাক ভালো লাগে না ক্লেয়ারের। শুধু মা খুশি হবেন ভেবে নিয়েছে। ও সদাসিধে পোশাক ভালোবাসে।

বিকেলবেলা প্রথমেই ক্লেয়ার সামরিক পোশাক পরা রবিনের একটা ফটো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলো। ওর জীবনের এই অংশ মুছে গেছে। বাগদান ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কোন অনুতাপ হলো না। সন্ধ্যেয় নিচে নামলো না। শুধু বাবা যখন ঘরের সামনে এসে 'শুভরাত্রি' জানালেন তখন আপ্রাণ চেষ্টায় ও বললো, 'ধন্যবাদ, বাবা। শুভরাত্রি। সকালে দেখা হবে। নিচে নামতে ভালো লাগেনি।'

শুয়ে শুয়ে কাঁদলো ক্লেয়ার, তবে রবিনের জন্য নয়, কান্নায় ভেঙে পড়লো ওর সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ায়। শুয়ে শুয়ে ঠিক করলো নতুনভাবে জীবন সুরু করবে ও, বাবা মার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। তাঁরা তাঁদের মতই ওর প্রতি সদয়। মা'র রান্না করা মুরগী খায়নি বলে ওর একটু মন খারাপ লাগলো।

পরদিন প্রাতরাশের পর নিচে নামলো ক্লেয়ার। ও মাকে বললো আজ ভালো লাগছে আর তাঁরা যেন দয়া করে রবিনের কথাটা আজ না তোলেন।

কনি একটু দুঃখিতভাবেই অবোধা মেয়ের দিকে তাকালেন।

'তোর যা ইচ্ছে। আমার মনে হয় তোর বাবাও বুঝেছে। ও বলেছে তুই না বললে সে কিছু বলবে না। তবে তোর জন্য খুব ভাবছে।'

ক্লেয়ার মাথা নোয়ালো। ও মনে মনে ঠিক করে রেখেছে বাবার সঙ্গে মানিয়ে চলবে। দুপুরে খাওয়ার সময় ও বাবাকে তার খামার আর জন্তু-জানোয়ার নিয়ে অনেক কথা বললো। অলিভার মেলর্স কথা সাধারণত কমই বলেন। ক্লেয়ার খালি ভাবতো প্রকৃতির সঙ্গে বাবার বোধহয় একটা গোপন কথোপকথন চলে। খাওয়ার পর পাইপ ধরিয়ে মেলর্স যখন ক্লেয়ারকে নতুন জন্মানো ঘোড়ার একটা বাচ্চা দেখে আসতে ডাকলেন ও রাজি হয়ে গেলো।

বাবার পাশাপাশি চলার ফাঁকে ছোটবেলার দিনগুলো মনে পড়লো ক্লেয়ারের। ক্লেয়ারের যা ভালো লাগতো সেসবই তিনি ওকে দেখাচ্ছিলেন। ঘোড়ার বাচ্চাটা সুন্দর লাগলো ক্লেয়ারের। গাঢ় বাদামী তুলোর মত নরম একটা বাচ্চা।

আস্তাবল ছেড়ে আসার ফাঁকে মেয়ের দিকে আড় চোখে তাকালেন মেলর্স। ওর মুখের গড়ন তারই মত। চোখ দুটো শুধু মায়ের মত বড় বড়। তবে তেমন উত্তাপ মাখা বোধ হয় নয়।

কনি অবশ্য ক্লেয়ারের কাছে বলা কথা রাখেন নি। রবিনের সঙ্গে

ছাড়াছাড়ির কারণ স্বামীকে তিনি বলে দিয়েছিলেন। মেলর্স শপথ করেছেন সেটা ফাঁস করবেন না। মেয়ের দিকে আর একবার তাকালেন মেলর্স। আশ্চর্য ব্যাপার ক্লেয়ার শরীরের কোন আকর্ষণই বোধ করে না। ছেলেটাকেও বলিহারি, সে ওর মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারলো না। ক্লেয়ার এরকম হোক সে হয়তো চায় নি। ভালোবাসা বিহীন কোন মেয়ে নিশ্চয় একটা ভাব হয়ে পড়ে—ক্লেয়ারের মাও তাই ছিলো ওর সঙ্গে প্রেমে পড়ার আগে।

ক্লেয়ারও বাবার দিকে তাকিয়ে কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলো, কিন্তু পারলো না-- ওর বাবাও সেটা বুঝলেন।

চলতে চলতে মাঠের ওপর দিয়ে ওরা একটা জাম গাছের কাছে এসে পৌঁছলো। সারা গাছটাই থোকা থোকা ফলে ভরে উঠেছে।

'তোর ঠাণ্ডা লাগছে না তো?' মেলর্স প্রশ্ন করলেন।

'না,' ক্লেয়ার সত্যি কথাই বললেন।

বিরাট একটা দেবদারু গাছ শুকিয়ে মাটিতে পড়েছিলো। মেলর্স সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুকিয়ে যাওয়া গাছ দেখতে আমার ভালো লাগে না। কেমন যেন মনে হয় কোন মানুষকে যৌবনেই উপড়ে ফেলেছে কেউ।'

ক্লেয়ার জবাব দিলো, 'বেচারি গাছ। আমাদের হাসপাতালও তো এমন উপড়ে যাওয়া গাছে ভর্তি—তরুণ মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতায় এরকম ছিন্নমূল।'

'সুন্দর বলেছিস,' মেলর্স বললেন। 'কবিতায় কথা বলতে পারে এমন মেয়ে থাকলে মন ভরে যায়।'

'প্রকৃতিকে ভালোবাসে এমন বাবা থাকলেও যে আনন্দ হয়।'

মেলর্সের নীলাভ চোখ দুটোয় ঝিলিক খেলে গেলো।

'আমার তো মনে হচ্ছে এই প্রথম আমার প্রশংসা করলি।' মেলর্স হাসলেন।

একটু লাল হয়ে উঠলো ক্লেয়ার।

'বাড়ি আসার পর তোমরা চমৎকার মানিয়ে নিয়েছো, বাবা। আমার মনে হয় বিয়ের ব্যাপারে খুব হতাশ হয়েছো।'

মাথা নাড়লেন মেলর্স। 'রবিনকে বিয়ে করছিস না বলে?' একটা মাকড়সাকে লক্ষ্য করে বললেন তিনি। 'আমরা মোটেও ভাবিনি সে তোকে সামলাতে পারতো।'

'সামলানো?' হেসে ফেললো ক্লেয়ার। 'মেয়েদের সামলাতে হয় নাকি?'

'তোর মাকে জিজ্ঞাসা করিস,' হাসলেন মেলর্স।

'ওঃ তোমরা বেশ আছো,' বিরক্ত হলো না এবার ক্লেয়ার। হাল্কা স্বরেই ও বললো, 'তোমরা যেন খোসার মধ্যে মটর শুঁটি।'

'বলেছিস বেশ। কোন পুরুষ আর মেয়ে তো তাই-ই। তবে আমার মনে হচ্ছে তুই আর রবিন খোসার আড়ালে না ফেটে বেশিদিন থাকতে পারলি না।'

কথাটায় হেসে ফেললো ক্লেয়ার।

'বেচারি রবিন! গোড়ায় তাকে কত সুন্দর লেগেছিলো। আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আর কণামাত্র স্মৃতিও আমার মনে নেই। একবারের জন্যেও ওর সঙ্গে দেখা হোক চাইনি।'

'এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই,' মেলর্স বললেন, 'এখন তো সময় কাটিয়ে যা।'

ক্লেয়ার নতুন দৃষ্টিতে বাবাকে লক্ষ্য করলো—যেন রবিনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা ওর চোখ খুলে দিয়েছে। ও যেন এখন বুঝতে পারছে একজন ওর শত্রুর রূপ ধরে এসেছিলো, আর একজন বন্ধু হয়েই আসবে। ঘৃণা থাকলে ভালোবাসাও নিশ্চয় আছে।

আজ বিকেলে বাবাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে হলো ওর। মা'র চেয়েও বাবাকে কাছের মানুষ মনে হলো। মা তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে হোক চান। বাবার ইচ্ছে অপেক্ষা করা।

বাবার হাতে হাত রেখে বাড়ি ফিরলো ক্লেয়ার। ওপরের জানালা দিয়ে সেটা দেখে খুশি হলেন কনি। ক্লেয়ার সব সময়েই বাবার ত্রুটি ধরতে চায়, তাই এই ভাবটুকু কনির অসম্ভব ভালো লাগলো।

ক্লেয়ার সারা সন্ধ্যেটা মার সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গভাবে কাটালো উপহারগুলো গোছাতে। জিনিসগুলো চোখের আড়াল হওয়ার সময় ওর চোখে জল এলো না. আসলে মন থেকে একটা ভার কমে গেলো। তবে রবিনের প্রতি ওর মন একটু নরম হয়ে উঠলো। ও একটা চিঠি লিখতে বসলো রবিনকে। ওর মনে হয় ওদের আর দেখা না হওয়াই ভালো। চিঠিতে লিখলো:

প্রার্থনা করি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদে ফিরে এসো আর অন্য আর একটি মেয়ের সঙ্গে সুখী হও। তোমাকে কোনভাবে অসুখী করে থাকলে ক্ষমা কোরো।

ইতি—

ক্লেয়ার।

চিঠিটা ডাকে দেওয়ার পর ক্লেয়ারের মনে হলো জীবনের এ অংশটা শেষ

হয়ে গেলো—যে বই আর খুলে দেখার ইচ্ছে নেই সেটা বন্ধ করে দেওয়ার মতই যেন। অবশ্য রবিন চিঠিটার উত্তর দেওয়া ও প্রয়োজন মনে করেনি।

উপকূলের কাছাকাছি প্রচুর শত্রু বিমান দেখা দেওয়ায় এক নাগাড়ে বিমান বিধ্বংসী কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ আগুনের ঝিলিক লক্ষ্য করে মেলর্স পরিবার শয্যায় আশ্রয় নিলো।

পরদিন সকাল থেকেই কেমন স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। ক্লেয়ার মাকে সেই আমেরিকান বাহিনীর ছেলেদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করার কথাটা তুললো।

'ওরা ভারি আমুদে: তাহলে ওদের জানাচ্ছি, দেখিস তো'র বেশ ভালো লাগবে,' কনি বললেন।

'নিশ্চয়ই, আমি কিছু মনে করবো না।'

'এটাকে যুদ্ধেরই একটা অঙ্গ ভেবে নিস', হেসে বললেন কনি।

রাত্রিবেলা নিমন্ত্রিত ছেলেরা এলে ক্লেয়ার ওর মাকে বেশ একটু অবাক করে দিলো। ও বেশ সুন্দর পোশাক পরে চমৎকার ভাবে চুল পরিচর্যা করেছিলো। কনি স্থানীয় দুটি মেয়েকেও নাচার জন্য ডেকেছিলেন। ওরা দুই বোন। মেয়ে দুটি সুন্দরী হলেও সকলের নজর কেড়ে নিলো ক্লেয়ার। আমেরিকান ছেলেগুলো বারবার ওকেই লক্ষ্য করছিলো।

ক্লেয়ারের মনে হলো ওর মা ঠিক বলেছে, ছেলেগুলোর প্রায় স্কুলে পড়ার মত বয়স। ওরা প্রচুর চকোলেট আর নাইলনের মোজা উপহার এনেছিলো। সবাই সেই উপহার পেলো।

নাচ গান আর হল্লোড় বেশ উপভোগ করলো ক্লেয়ার। ছেলেরা কিছু জ্যাজ সঙ্গীতের রেকর্ডও এনেছিলো। কনি বেশ সুন্দর স্যাণ্ডউইচ আর কফির ঢালাও ব্যবস্থা করেছিলেন। সোয়ানিংজনে এত হৈ চৈ আগে ও দেখেনি। আনন্দের ভাগ কনিও পেলেন। মেলর্স শুধু রান্নাঘরে পাইপ মুখে কাগজ পড়ে কাটালেন।

ক্লেয়ার সকলের নজর কেড়ে নিয়েছে বলে কনি গর্বিত বোধ করছিলেন। ওরা সকলেই একবাক্যে বলছিলো সত্যি সুন্দরী ক্লেয়ার। ক্লেয়ারকেও এরকম সহজ হতে অনেকদিন দেখেন নি কনি

এক সময় ওদের নেতা কমাণ্ডিং অফিসার অ্যামিলটন ক্রেগ মিসেস মেলর্সকে এক পাশে টেনে নিয়ে বললো, 'আপনার মেয়ে সত্যিই দারুণ, মাদাম। ওর দারুণ আকর্ষণ ক্ষমতা আছে। আর সেটা আপনারও কম নেই।'

কনি হেসে ফেললেন। ছেলেটা রবিনের মত মোটেও নয়। খুবই সরল।

ক্লেয়ার নিজেও হ্যামিলটন ক্রেগের কাছে একটু বিগলিত হয়েছিলো। ক্রেগ প্রায় ছ' ফিট চার ইঞ্চি লম্বা, কটা চোখ। ছোট ছোট করে কাটা চুল, কাঁধ বেশ চওড়া। ক্লেয়ারের কোন আপত্তি টিকল না। ওকে নাচতে বাধ্য করলো। আর কেউ সে সুযোগ পেলো না।

চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিলো ক্লেয়ার, মাঝে মাঝে উচ্ছল হাসিতে ও উজ্জল হয়ে উঠছিলো। খুব সম্ভব গত দু রাত আগে রবিনের সেই ব্যবহার আর একটু বেশি মাত্রায় পান করার জন্যই বোধ হয় এ রকম হালকা মনে হচ্ছিলো ওকে।

ক্লেয়ার এই প্রথম কোন আমেরিকানের সঙ্গে মিশলো। তবুও ও যেন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারলো না। এটাই বোধ হয় ওর ত্রুটি। ক্রেগ এক সময় প্রায় কানে কানে ওর সঙ্গে রাত কাটানোর প্রস্তাব দিতেই নিজেকে ফিরে পেলো ক্লেয়ার। ও দৃঢ়ভাবে জবাব দিলো, 'না।'

ক্রেগ হেসে কাঁধ ঝাঁকালো, 'কিছু মনে কোরো না। কিন্তু, আশ্চর্য ব্যাপার এখনও বিয়ে করোনি?'

ক্লেয়ার রবিনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা বলতে বাধ্য হলো।

॥ ছয় ॥

'তাহলে এখন আর তোমার কোন বাঁধন নেই?' হ্যামিলটন বলে উঠলো। ওর ডাক নাম অবশ্য হ্যাম। 'তোমার ছেলে বন্ধুর হার মানেই আমার জিত। তুমি তবে আমার বান্ধবী হতে পারো।'

ব্যাপারটা যেন বড় তাড়াতাড়ি ঘটছে সে কথা ভাবলো ক্লেয়ার।

ও বললো, 'তোমার বান্ধবী, মানে, হ্যাম?'

হেসে ফেললো ক্লেয়ার।

'আমার ছুটি নেই, তাছাড়া বাড়িতেও তেমন আসি না।'

'ভেবো না, আমিই শহরে যাবো,' হ্যাম বলে উঠলো। 'অনেক জায়গায় বেড়াতে যাবো—বোমা পড়ুক চাই না পড়ুক। তোমার কোন অ্যাপার্টমেণ্ট আছে?'

ক্লেয়ার হিল্ডা মামী আর পিপের কথাটা বেশি করে বললো।

'বেশ, চমৎকার আছো,' হ্যাম সাগ্রহে বললো। 'তোমার মার মত আকর্ষণীয় মহিলা কিন্তু কমই দেখেছি।'

'আমার মা আকর্ষণীয়া ?' একটু বিহ্বল হলো ক্লেয়ার।

'নিশ্চয়ই। বয়স অল্প নয় ঠিকই, তবে বেশ উত্তাপ ভরা।'

'আমার—আমার মধ্যে ওই উত্তাপ আছে ?' ক্লেয়ার চাপা স্বরে বললো।

প্রশ্নটা শুনে হেসে উঠলো হ্যাম। কিন্তু ক্লেয়ারের চোখ দেখে ও থেমে গেলো।

'নিশ্চয়ই আছে ?' শান্তস্বরে বললো হ্যাম। 'এ ঘরে আজ এমন কেউ ছিলো না যে তুমি থাকায় নিজেকে ভাগ্যবান ভাবেনি। তোমার ওই ডাগর চোখ দিয়ে পুরুষকে তুমি কি করতে পারো জানো না। তুমি সত্যিই দারুণ মেয়ে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি পুরুষরা আমাকে চায়,' আস্তে আস্তে বললো ক্লেয়ার। 'আমার আর কিছু নেই ?'

ওর হাত ধরলো হ্যাম।

'নিশ্চয়ই আছে, ক্লেয়ার। আমার মনে হয় রবিন-না-কি যেন ওর নাম, তার জন্যই তোমার সব গোলমাল হয়ে গেছে। আমার মনে হয় এমন কেউ নেই যে তোমাকে একান্ত করে চাইবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ক্লেয়ার। প্রতি মুহূর্তেই ওর হ্যামকে ভালো লাগছিলো। রবিনের চেয়ে ও ঢের অভিজ্ঞ।

হ্যাম বলে চলেছিলো: 'তোমার অসুবিধে কোথায় জানো ? তুমি বড় বেশি সুন্দর। কোন লোক তোমার এই সৌন্দর্যে এমন ডুবে যায় যে সে তোমার মন বুঝতে পারে না। আজ রাতে আমি তোমাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। আমি বলছি তোমার মন সুগন্ধে ভরা।'

হ্যামিলটন ক্রেগ ওর ফ্যাকাশে সুন্দর মুখখানা একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিলো। ও দারুণ ধাঁধায় পড়ে গেলো। কিছু যেন বিশেষত্ব রয়েছে ক্লেয়ারের মধ্যে। আমেরিকান আর ইংরেজ মেয়েদের মধ্যে যে তফাৎ এ যেন তা নয়। ওর সঙ্গে কথা বলা যত সহজ ওর অন্তরে ঢোকা যেন ততই কঠিন। ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ফলেই এরকম হল কিনা কে জানে ?

পুরুষের সত্যিকার অহঙ্কার থেকেই হ্যাম ভাবলো ও এই বাধা দূর করবে।

'ডার্লিং,' হালকা হাসির সঙ্গে বললো হ্যাম 'আমার ইচ্ছে সব দুঃখের চিন্তা ভুলে যাও। যুক্তির কথা ছেড়ে এখানে এসো—,' ও কাছে টানতে চাইলো ক্লেয়ারকে।

এক সেকেণ্ড ইতস্ততঃ করে শরীর এলিয়ে দিলো ক্লেয়ার। হ্যাম ওকে চুম্বন করতে ও আবার সরে গেলো।

'যদি জানতে চাও তাহলে বলছি, তুমি সত্যিই বেশ সুপুরুষ হ্যাম।' ও বললো।

'শুনে ভালো লাগছে,' ক্লেয়ারের চুলে মুখ গুঁজে বলে উঠলো হ্যাম। 'কাল আমার কাজ নেই, এসো না কাল গাড়িতে আমায় সাসেক্স ঘুরিয়ে দেখাবে।'

'পেট্রোল কোথয় পাবে?'

'আমার গাড়ি প্লেনের পেট্রোলেই চলে।'

'তাহলে আরুনডেল দুর্গ বা পেভেনসি'তে যেতে পারি—', বলেই থেমে গেলো ক্লেয়ার।

'রাজি হও, ডার্লিং,' সাগ্রহে বললো হ্যাম। 'দারুণ আনন্দ হবে। প্রতিজ্ঞা করছি তুমি চাইলে ভালোভাবেই চলবো।'

ইতস্ততঃ করলো ক্লেয়ার। হ্যামকে ওর ভালো লেগেছে। সারা সন্ধ্যা ও রবিনের ভালোবাসার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মনে পড়তে দেয়নি।

রবিনের কথা ভাবলেই একটা বিরাট শূন্যতা ওকে চেপে ধরতে চায়। জীবনের যেন আর কোন সার্থকতা বা উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না ক্লেয়ার—একমাত্র যুদ্ধের ওই কাজ ছাড়া। হ্যাম হয়তো রবিনের প্রেতকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে। এই সুদর্শন আমেরিকান ছেলেটার মধ্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে।

'তাহলে?' হ্যাম প্রশ্ন করলো।

'ঠিক আছে, কথা দিলাম', শান্ত গলায় বললো ক্লেয়ার।

হ্যাম আবার চুম্বন করতে প্রার্থনা করলে ক্লেয়ার উঠে দাঁড়িয়ে অন্য সবাইর কাছে ওকে নিয়ে যেতে চাইলো।

পরদিন আরুনডেল যাওয়াটা বেশ আনন্দের হল। একটু কুয়াশা আর ঠাণ্ডাও ছিলো। হ্যামের সঙ্গ ভালোই লাগছিলো ক্লেয়ারের। একটু বেশিই কথা বলে হ্যাম, অনবরত ও নানা প্রশ্ন করে চলেছিল, গ্রামাঞ্চলের কথা, ইংরেজদের নানা অভ্যাসের কথা। সঙ্গে ও আমেরিকা আর ভার্জিনিয়ায় ওর নিজের জীবনের কথাও জানালো। আরুনডেল দারুণ লেগেছে বললো হ্যাম। গাড়িতে আর বাইরে ও ক্লেয়ারের প্রচুর ছবি তুললো। খুব উপভোগ করলো সবকিছু ক্লেয়ারও।

ফেরার আগে কোন রকম অন্তরঙ্গতার চেষ্টা করেনি হ্যাম। এরপর ইচ্ছে

করেই সে প্রধান রাস্তা ছেড়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গাড়িটা থামালো। ক্লেয়ার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই হেসে উঠল হ্যাম।

'ও রকম ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিও না, সোনা। আমি খারাপ ব্যবহার করবো না শপথ করেছি। কিন্তু গতরাতের মত একটা চুমু নিশ্চয়ই খেতে পারি?'

ক্লেয়ার 'হ্যাঁ' বলতে পারলো না। তবুও ও হ্যামের বাহুবন্ধনে ধরা দিলো। হ্যাম নিচু হয়ে ওকে চুম্বন করতেই ও একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলো। এ চুম্বন আগের চেয়ে অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষায় আপ্লুত। আচমকা ওর মনে রবিনের স্মৃতি জেগে উঠলো। কেমন দুর্বল বোধ করতে লাগলো ক্লেয়ার।

'ক্লেয়ার, ক্লেয়ার, সোনা—তুমি সত্যিই সুন্দর!'

'হ্যাম, তুমি কথা দিয়েছো—।'

হ্যাম একটু সরে গিয়ে অবাক হয়ে তাকালো।

'এই সামান্য আদর তোমার ভালো লাগছে না?'

'আমি—আমি দুঃখিত, হ্যাম', একটু হাসতে চাইলো এবার ক্লেয়ার। 'পুরুষরা যে এখানেই থামতে চায় না, তারা আরও দূরে যেতে চায়…।'

'তুমি চাও না?'

'না।'

একটু সরে গিয়ে সিগারেট বের করে ক্লেয়ারকে একটা দিয়ে নিজে ধরালো হ্যাম।

'আশ্চর্য! ভারি আশ্চর্য।' ও বলে উঠলো। 'আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এখনও কুমারী।'

'সত্যিই অবাক হয়েছো দেখছি', ক্লেয়ার বললো।

'আমার নিজেরও একটা নীতিবোধ নেই তা নয়', হ্যাম জবাব দিলো। 'কোন ছেলের কোন মেয়েকে ভালো লাগতে পারে—তারা অন্য কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠও হয়ে থাকতে পারে, তবুও দুজনে দুজনের কাছাকাছি এলে সেটা হবে পারস্পরিক।'

ক্লেয়ার একটু চমকে গেলো।

'তাহলে যে মেয়েকে ভালোবাসো না তার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হতে পারো?'

কাঁধ ঝাঁকালো হ্যাম। 'ভালোবাসা আপেক্ষিক—পদ্ম পাতার জলের মত। সত্যিকার ভালোবাসা হয়তো অনেক পরেই আসে। প্রথম ভালোবাসার পাত্রীকেই হয়তো পরে ফিরে পাওয়া যাবে।'

'সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে—যার সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠ হয়েছিলে?'

'নিশ্চয়ই পারবো', হ্যাম উত্তর দিলো।

'তাকে সম্মান করতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই ! কেন পারবো না ?'

ক্লেয়ার একটু ধাঁধায় পড়ে মাথা ঝাঁকালো। ওর মনে হলো না হ্যামের মধ্যে কোনরকম অনৈতিক কিছু আছে, জীবনকে ও বেশ গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছে। গভীরভাবে চিন্তাও করে ও—কিছুটা ধর্মভাবও আছে। মাসতুতো বোন পিপের কথা মনে হলো ক্লেয়ারের—যে শুধু প্রজাপতির মত উড়ে মধু পান করতে চায়। হ্যামিলটন ক্রেগ একঘণ্টা আগেই ওকে বলেছে যুদ্ধের পর এই পৃথিবীকে আরও ভালো জায়গা করে তোলায় ব্রতী হবে ও।

ক্লেয়ার মরিয়া হয়ে এবার প্রশ্ন করলো, 'আমাকে লোকে কি প্রাচীনপন্থী ভাববে ?'

'হয়তো কেউ ভাবতে পারে। তবে আমি বলবো আদর্শবাদী আর আমার মনে হয় তারও কারণ তোমার রয়েছে। না, সোনা তোমার দৃঢ়তার আমি প্রশংসাই করছি।'

'আমি বুঝতে পারি না কি করবো। সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়', ক্লেয়ার বললো।

'আমার মনে হয় তোমার বাগদান ভেঙে যাওয়াতে এরকম হয়েছে। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখনও তাকে ভালোবাসো ?'

'না !'

কথাটার তীব্রতায় আশ্চর্য হয়ে গেলো হ্যাম। রবিন যেই হোক, সে ওকে চরম আঘাতই দিয়েছে।

সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বিষাদ প্রতিমার মত বসে ছিলো ক্লেয়ার। সারাদিন বেশ আনন্দেই কেটেছে। সেটা এমনভাবে শেষ হবে কেন ? ওর মনোভাব উপলব্ধি করেই যেন হ্যাম ক্লেয়ারের চুলে হাত বোলাতে চাইলো।

'ভারি চমৎকার মেয়ে তুমি, ক্লেয়ার। তোমাকে বোধহয় ভালোবাসা আমার পক্ষে কঠিন হবে না।'

'আমিও তা চাই, হ্যাম,' ক্লেয়ার ছেলেমানুষের মতই বলে ফেললো। 'তবুও আমি দুঃখিত হ্যাম, যদি তোমাকে হতাশ করে থাকি। হয়তো তুমি যা চাও সেভাবে তৈরি হতে পারবো। তবুও সে শপথ করা ঠিক হবে না।'

'শোন, ডার্লিং,' হ্যাম বলে উঠলো। 'সত্যিই কি আমাকে ভালোবাসতে পারবে ? যদিও জানি এটা আমার চরিত্রের একটু বাইরে, তবুও যদি জানতে

পারি কোন পথ আছে? যেকোন ভাবেই হোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবো। আগেই যেমন বলেছি অতিমাত্রায় দায়িত্বশীল আমি হতে পারবো না, আমি বোধ হয় সেভাবে তৈরিই নই। গতরাত থেকেই তোমায় দেখে আমার অস্বাভাবিক রকম ভালো লেগেছে, কোন মেয়েকেই আগে সেরকম লাগেনি। কিন্তু তোমাকে সত্যি কথাটা বলতে হবে ক্লেয়ার—সত্যিই কোন সুযোগ আমি পাবো কি?'

ক্লেয়ারের যদি ওকে ভালো না লাগতো তাহলে হয়তো অন্য কিছুই বলে ফেলতো। কিন্তু হ্যামকে ও এই মুহূর্তে হারাতে চায় না। রবিনকে হারিয়ে যখন শূন্যে ঝুলে থাকার অনুভূতি নিয়ে বেঁচে আছে, তখন হ্যামের মতই কাউকেই যেন ও খুঁজছিল। ওর ইচ্ছে জাগল এই মুহূর্তে পিপকে নতুন ছেলেবন্ধুর কথাটা সগর্বে বলতে। সারা দুনিয়াকেই যেন বলতে পারে বাগদান ভেঙে যাওয়ায় ও একটুও দুঃখ পায়নি।

কিন্তু ওর মনে হলো হ্যামিলটন ক্রেগ যেন বড় বেশি রকম সুন্দর, বড় অকৃত্রিম, তাই কাজে লাগানো কঠিন। যদি হ্যামের সঙ্গে রাত কাটাবে এমন ইঙ্গিত দেয় তাহলে সে নিশ্চয়ই অপেক্ষায় থাকবে। কিন্তু ক্লেয়ার তা করতে পারবে না।

'আমি কথা দিতে পারছি না,' মৃদু স্বরে বললো ক্লেয়ার। 'তুমি যা চাও তা হয়তো কখনও হবে না, হ্যাম। আমি দুঃখিত—নিজের জন্যও আমার দুঃখ হয়।'

'দুঃখেরই কথা!' হ্যাম হতাশ ভাবেই বললো। 'ভেবেছিলাম দুজনে খুব আনন্দ করবো।'

'কিন্তু ওই ধরণের আনন্দ আমি চাই না,' ক্লান্ত স্বরে বললো ক্লেয়ার।

হ্যাম ভ্রূ তুলে তাকালো। 'অনেক আনন্দই করতে পারতাম, ডার্লিং। তবুও তোমাকে শ্রদ্ধা না করে পারছি না। একটা যুদ্ধ চলেছে, কে বলতে পারে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের মৃত্যু ঘটবে না। তোমার জীবনে আবার কে আসবে তার জন্য অপেক্ষায় থাকবে কিনা তাও জানি না। তাকে আমি হিংসে করবো; কিন্তু একটা কথা—তোমার সেই বন্ধুর সঙ্গে রাত কাটাতে তোমার কি লোভ হয়নি।

'না। তাকে ভালোবেসেছিলাম—তবু, যখন পরীক্ষার সময় এলো, আমি আর তাকে চাইনি।'

'তার কাছে প্রায় আত্মনিবেদন করতে নিশ্চয়ই গিয়েছিলে, আমার মনে হয় তাকে ফিরিয়ে দেওয়ায় বেচারি হয়তো বড় ধাক্কা খেয়েছে।'

'বোধ হয় তাই। ওর অহমিকায় লেগেছিল। তবে সে আমার অহমিকাতেও আঘাত দিয়েছে।'

আমেরিকান হ্যাম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো। ও শুনেছিলো ইংরেজ মেয়েরা বড় শীতল। তবে ওর অভিজ্ঞতা অন্য রকম—অনেক মেয়ের সঙ্গই ও পেয়েছে। তবে ওই মেয়েরা ক্লেয়ারের ধারে কাছেও আসতে পারে না। সত্যিকার সম্ভ্রান্ত মেয়ে ক্লেয়ার। হয়তো সেটাই ওর এমন সংযমের কারণ।

'ক্লেয়ার, ডার্লিং,' হ্যাম এবার নরম গলায় বললো। 'তোমাকে সত্যিই আমার ভালো লেগেছে। সে ভালোলাগাকে তুমি অনেক এগিয়ে নিতে পারো।'

ও নিজেও যেন ভালোবাসতে চাইছিলো, তাই হ্যাম ওকে কাছে টানতেই একটু এলিয়ে পড়লো ক্লেয়ার। হ্যাম আবার চুম্বন করতে ও বাধা দিলো না। কিন্তু হ্যাম ওকে আরও আদর করার চেষ্টা করতে ক্লেয়ারের মনে কোথায় যেন একটা সতর্কবাণী বেজে উঠলো—এরপর আরও কিছু চাইবে হ্যাম—সে আরও দুঃসাহসী হয়ে উঠবে।

'না!' বলেই নিজেকে সবেগে সরিয়ে নিলো ক্লেয়ার। 'আমি—আমি দুঃখিত, হ্যাম। একাজ আমি পারবো না।'

কি আশ্চর্য মেয়ে! ভাবলো হ্যাম।

'ঠিক আছে, ভেবো না,' হ্যাম এবার বললো ক্লেয়ারের চোখে হাসি ফোটানোর উদ্দেশ্যে।

'এবার বাড়ি যেতে পারবো?' ক্লেয়ার প্রশ্ন করলো।

সায় দিয়ে হ্যাম বললো, 'তোমাকে ডিনারে নিয়ে যেতে দেবে তো?'

'হয়তো না। কাল ভোরেই শহরে যেতে হবে। ন'টায় কাজে যেতে হবে, তাই দুধের ট্রেন ধরবো।'

হতাশ হলেও আশ্চর্য হলো না হ্যাম। ক্লেয়ারকে হয়তো সত্যিকার ভালোবাসা সম্ভব, তাহলেও ও বাঁধা পড়তে চায় না।

'তাহলে বিদায় জানাবো, সোনা', হ্যাম একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করেই বললো।

ক্লেয়ারকে খামারে পৌঁছে দেওয়ার পর হ্যাম ভিতরে গিয়ে পান করতে রাজি হলো না। ক্লেয়ার হ্যামের যাত্রাপথের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জানতো আর কোনদিন ও হ্যামিলটন ক্রেগকে দেখতে পাবে না, আর ফিরে আসবে না। একটা অস্বাভাবিক শূন্যতা ওর মনকে চেপে ধরলো। ঠিক এমনই হয়েছিল রবিন চলে গেলে।

সব পুরুষের সঙ্গে পরিচয় কি এই ভাবে শেষ হবে? সবই ওর দোষ? এই উন্মাদ পৃথিবী থেকে ও কি একেবারে আলাদা?

ওর চরম একাকীত্ব আরও প্রকট হয়ে উঠল ক্লেয়ার যখন বাবা মা'র কাছে বিদায় নিয়ে লণ্ডনে ফিরে গেলো।

॥ সাত ॥

পয়লা মার্চে ক্লেয়ার হাসপাতালের কাজে যোগ দিলো। চমৎকার ঠাণ্ডা সকালটায় ওর বেশ চনমনে আর আনন্দে থাকাই স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু দু-একজন সহকর্মী বলে ফেললো ও যে ছুটি কাটিয়ে এসেছে মনেই হয় না।

ঠিক এই কথাই বলেছেন হিল্ডা মাসী আর পিপ। হিল্ডা মাসী বেশ হতাশ হয়েছেন।

'খামারে এক সপ্তাহ থেকে তোর শরীর ভালো হওয়া উচিত ছিলো। আশা করি বিয়েটা ভেঙে যাওয়া নিয়ে মন খারাপ করছিস না,' হিল্ডা মাসী বললেন।

'না, কখনও না।' উত্তর দিয়েছিলো ক্লেয়ার। হিল্ডামাসীকে কখনই বোঝাতে পারতো না কেন ওকে দেখে ভালো মনে হয়নি। প্রথমে রবিন-ঘটিত সেই ঘটনা আর তার পরেই হ্যামিল্টন ক্রেগের ব্যাপার। হ্যাম ওকে আবেগের চূড়োতেই তুলে দিয়েছিলো।

ছুটির দিনগুলো সম্বন্ধে কাউকেই কিছু বলার ছিল না ক্লেয়ারের। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর যে যন্ত্রণা অহরহ বিদ্ধ করছে তার তুলনা নেই—যে স্বামী ওর জীবনকে রোমান্টিক রূপকথার মতই করে তুলতে পারতো, তাকে পেলো না ও। কাগজে বাগদান ভেঙে যাওয়ার খবরের পর যেসব সহানুভূতি জানানো চিঠি আসছে সেগুলো ওর জীবন দুর্বিষহ করার পক্ষে যথেষ্ট।

ক্যাপ্টেন ট্যালবট ড্রেসিংগাউন পরে ক্রাচে ভর দিয়ে বেশ গর্বিত ভঙ্গীতে হাঁটছিলো। একপায়ে তখনও প্লাস্টার বাঁধা। তাকে বেশ রোগা লাগলেও চমৎকার দেখাচ্ছিলো।

ক্লেয়ারকে দেখেই সে বলে উঠলো, 'এই দেখ! তোমার রোগী দুনিয়া জয় করতে বেরিয়েছে।'

'দারুণ।' ক্লেয়ার হাসিমুখে অভিনন্দন জানালো।

'এবার লক্ষ্য কর,' বলেই কলিন পা বাড়াতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, ক্লেয়ার সময় মত ধরে ফেললো।

'এতো জোরে হাঁটা ঠিক নয়, ক্যাপ্টেন ট্যালবট।'

'তোমাকে আরও খবর দেবার আছে। আগামী সপ্তাহে পৃথিবীর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।'

'রেন বাড়ি আসছে নিশ্চয়, তাইতো?' ক্লেয়ার বললো।

'রওয়ানা হয়েছে, আমায় চিঠি লিখে জানিয়েছে। জিব্রাল্টারে বেচারি ছোটখাটো কিছু হয়েছিলো তাই ওকে এখন পোর্টসমাউথে কাজ করতে হবে।'

'ওঃ খুব আনন্দ হচ্ছে আপনার জন্য,' ক্লেয়ার ওর মনের কথাই বললো। শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন ট্যালবটের দুচোখে অপার আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছিলো। ইভিলিনকে আবার দেখতে পাবে ভেবেই ওর পৃথিবী যেন পরিপূর্ণ। ক্লেয়ারকে জানালো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা বিয়ে করবে, দেরী করে লাভ নেই।

'আপনার বান্ধবীকে দেখার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি,' ক্লেয়ার বললো।

'সেও তোমাকে দেখতে চায়। কি ভাবে আমাদের সেবা করেছো সব আমি লিখে জানিয়েছি ওকে।'

ট্যালবটের তখনই মনে পড়লো ক্লেয়ারের বিয়ে ভেঙে গেছে। নরম মনের মানুষ হওয়ায় ও হাসি বন্ধ করে ক্লেয়ারের হাত স্পর্শ করলো।

'কাগজে খবরটা দেখেছি। দারুণ দুঃখিত হয়েছি··।'

'ঠিক আছে,' ক্লেয়ার তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত মুখে জবাব দিয়ে বললো। 'এ বিয়ে ঠিক হতো না তাই—।'

'নিজেকে আমার বড় ছোট মনে হচ্ছে···', কলিন বলতে গেলো।

ক্লেয়ার ওকে সান্ত্বনা জানিয়ে দ্রুত সিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে এগোলো। ও মনে মনে ভাবলো কলিনের ভাগ্য হয়তো ওর চেয়ে ভালো হবে। ওর মনে পড়লো রবিন যখন ফিরে আসছিলো কি সুখীই না নিজেকে মনে হয়েছিলো। কিন্তু অন্য দুজনের জীবনেও যে এমন ঘটতে পারে তার কোন কারণ নেই। ও প্রাণপণে মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে চাইলো।

যে সব অফিসারদের ও শুশ্রূষা করেছিলো তাদের সবাই প্রায় একটু অস্বস্তির সঙ্গেই ওকে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার জন্য সমবেদনা জানালো। অবশ্য বিনেলি ছাড়া। নিজের মতই সে সমবেদনা জানালো।

'কি ঘটলো, সুন্দরী? মতের মিল হলো না বুঝি?'

একটা বালিশ মাটি থেকে তুলে দেওয়ার জন্যই দাঁড়িয়েছিল ক্লেয়ার। বালিশটা বিনেলি যে ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে ও জানতো।

ও তাই খিঁচিয়ে উঠলো, 'দয়া করে আমায় কাজ করতে দিন।'

হেসে উঠলো বিনেলি। 'এখন তো বাগদত্তা নও, আমাকে একটু সুযোগ দিলে কেমন হয়?'

কোন জবাব না দিয়ে ক্লেয়ার চিবুক উঁচু করে গটগট করে এগিয়ে গেল।

রাত্রিতে হিল্ডামাসী চলে গেলে পিপ আর ও যখন রাতের খাওয়া শেষ করলো, পিপই কথাটা তুললো।

'মা যখন বললো সব শেষ, তখন বিশ্বাসই করিনি। কি হয়েছে বলতো, ক্লেয়ার।'

চা খেতে খেতে ওরা চুল্লীর পাশে বসেছিল। বরাবরের মত বিমান আক্রমণ সঙ্কেত বেজে চলেছিল, মাঝে মাঝে কামান গর্জন আর প্লেনের আওয়াজ কানে আসছিলো। ওরা গ্রাহ্য করলো না, কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। ক্লেয়ার একটা সিগারেট ধরিয়ে পিপের দিকে তাকালো। পিপের মত চরিত্র থাকলে কত ভালো হত। কোন হতাশার কারণ হলে ও সেটা অনুভবই করে না। সব সময়েই ওর মুখে হাসি। পুরুষদের ও গুরুত্ব দিতে চায় না— ওর মার মত নয়। ক্লেয়ারের চেয়ে দেড় বছরের মত বড় হলেও ওকে কম বয়সেরই মনে হয়। ছোট ছোট দুষ্টুমি ভরা চোখ, তবে বেশ সুন্দরী বলা যায়, বুদ্ধিমতীও। যুদ্ধ দপ্তরে চাকরি পেয়েছে। ক্লেয়ার ওকে ভালো করেই চেনে, তাই জানে ওর মনে কোন পাপ নেই।

পিপ যেন দুষ্টু মেয়ের মত ছোট্ট হয়েই থাকতে চায়। ক্লেয়ারকে ও সত্যি ভালোবাসে। অনেকবার ও ক্লেয়ারকে বলেছে জীবনকে অত সিরিয়াসলি না নিতে।

ক্লেয়ার সব কথা বলার সময় দারুন আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলো পিপ।

ক্লেয়ার ওর কাহিনী বলে দুঃখের হাসি হাসলো। 'আমি এই ভাবেই তৈরি, তাই কিছুতেই ও কাজ করতে পারিনি। ওকে এ জন্য ঘেন্না করেছি।'

'বেচারি রবিন!' পিপ বললো।

'আর আমি বেচারি নই বুঝি?'

'তুইও বেচারি। তোর জন্যও কষ্ট হচ্ছে, যে রকম বাঁধনে জড়িয়েছিস।'

'ঠিক তাই হয়েছে,' ক্লেয়ার দুঃখের সঙ্গে জবাব দিলো।

'তাহলে কাউকে এসে জট খুলতে হবে যত তাড়াতাড়ি হয়। রবিন টুপি থেকে খরগোস বের করতে পারেনি বলে মন খারাপের দরকার নেই।'

'বাব্বা! কি বর্ণনা, এটা কি যাদুবিদ্যা?'

'আমার তো তাই মনে হয়' পিপ ওর হাসি মুখ তুলে জানালো। 'আমি অবশ্য বলছি না আমার সব কিছু আমি দিয়েছি—তবে অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে। তবে তোর ব্যাপার বুঝি না—তুই চাসনি বলেই কি?'

ক্লেয়ারের সোনালী চুলে ওর মুখটা আড়াল হয়ে ছিল। ও আস্তে আস্তে বললো, 'আমি তা চাইনি। তুই যে ভাবে কোন পুরুষকে চাস আমি তা পারি না।'

'আমি কি ভাবে চাই!' পিপ চোখ গোল করে তাকালো। 'যখনই কোন পুরুষের সঙ্গে থাকি লোভ যে জাগে না তা নয়। এখন তো ভারি সুন্দর এক ডাচ ছেলের সঙ্গে আমার ভাব। ডাচ ছেলেরা দারুণ প্রেমিক হয়। সে আমার সপ্তাহ শেষটা ওর সঙ্গে কাটাতে বলেছে।'

'না, কখনও তা করবি না—'

হেসে উঠলো পিপ।

'আমায় নিয়ে মাথা ঘামাস না, তোর নিজের যন্ত্রণাই ঢের। নিজেকে আমি ঠিক রক্ষা করবো, আসলে এখনই আমার বিয়ের ইচ্ছে নেই। কিন্তু তুই তো কিছুদিন পরেই রবিনকে বিয়ে করতিস, এতে কি এমন ক্ষতি হত?'

'আমার ভালো লাগেনি', ক্লেয়ার কথাটা বলে উঠে পায়চারি করতে লাগলো বিমর্ষ হয়ে।

পিপ ওর মাসতুতো বোনের দিকে তাকালো। সত্যিই সুন্দর ক্লেয়ার, যে কোন পুরুষই ওর জন্য পাগল হতে পারে। আশ্চর্য ব্যাপার ওর মধ্যে কোন কামনার স্পর্শ নেই।

'কনি মাসীকে সব কথা বলেছিস?' পিপ প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ।'

'বাজি রাখতে পারি তিনি সাহায্য করেছেন?'

'ঠিক তা নয়। মা খুশিই হয়েছেন, বাবাও রবিনকে তেমন পছন্দ করেননি। রবিনকে সেরকম ভালো লাগলে মা ঠিক ভাবতেন আমার ব্যবহারই অদ্ভুত। এসব ব্যাপারে মা'র মত একেবারে আধুনিক।'

'এরকম মা পেয়েছিস তোর ভাগ্য ভালো। কারও সঙ্গে সপ্তাহ কাটাবো আমার মাকে যদি বলি, মা অজ্ঞান হয়ে যাবেন। তোর মা অনেক স্বাভাবিক,

তিনি বোঝেন। তোর মাকে আমার খুব ভালো লাগে, তিনি আমার মা হলেই বেশ হত।'

'এসব ব্যাপারে ছিন্ডা মাসীকেই আমার ভালো লাগে', ক্লেয়ার উত্তর দিলো।

'ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা—মা অন্যায় ভাবেন। গির্জার মত তারা শুধু সন্তান উৎপাদনের জন্য। কবছর আগে আমি খুবই ঝামেলায় পড়েছিলাম—কথাটা তোকেও বলিনি। একজন এয়ার ভাইস মার্শাল, লোকটা বিবাহিত। শেষ পর্যন্ত কনি মাসীই আমায় কিছু বলতে আর এগোইনি।'

ক্লেয়ার এক মনে পিপের স্বীকারোক্তি শুনে যাচ্ছিলো।

'কিন্তু মা তো ভালোবাসায় উৎসাহ দেন', ও বললো।

'এখানেই ভুল করছিল', পিপ চোখ টিপে বললো। 'কনি মাসী আমায় বলেছিলেন সত্যিকার ভালোবাসার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও তা দোষের হয় না। তবে তিনি বিশ্বাস করেননি ওই লোকটা আমার মনের মত; আমি ফাঁদে প্রায় পা দিচ্ছিলাম, কনি মাসীই আমাকে বাঁচিয়েছেন।'

ক্লেয়ার আরও এককাপ চা ঢেলে নিলো। ও বেশ বুঝলো পিপের সঙ্গে ওর মা'র বেশ মতের মিল ঘটে। আপশোষের কথা পিপ মেলার্স পরিবারে জন্মায়নি।

'আমি সোয়ানিংকনের কেউ যেন ভাবতে পারি না', ক্লেয়ার বললো। 'কোনদিনই বোধ হয় পারবো না।'

পিপ মাসীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে বললো, 'একদিন সুযোগ পেলেই কনি মাসী আর 'অলি' মেসোর কাছে কাটিয়ে আসবে।' ক্লেয়ারের বাবাকে ও ওই নামেই ডাকে।

'আমার ডাচ বন্ধুকে বলবো নাকি রে তোর জন্য একটা ডাচ ছেলে জোগাড় করতে?' পিপ বললো।

ক্লেয়ার জবাবে জানালো ডাচ বা কোন জাতের ছেলেই ওর দরকার নেই।

এক সপ্তাহ পরে ও হ্যামিলটন ক্রেগের একটা চিঠি পেলো।

'আবার তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো ভাবিনি, সোনা। তবু কোনদিন মন বদল হলে আমায় ফোনে জানিও, হাজির হব।'

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে ক্লেয়ার ভাবলো সত্যিই ভালো হ্যাম। তবুও তার কামনা জর্জরিত চুম্বনের কথা মনে হতেই ও রবিনের কথাও

ভাবলো। হ্যামের চিঠির উত্তর দিলো না। পরের ক'সপ্তাহ ক্লেয়ার এতোই ব্যস্ত রইল যে নিজের কথাও ভাববার সময় ছিলো না। বহু রোগী বাড়ি ফিরে গেলো। বিশেষ করে বিনেলি চলে গেলে ও খুশিই হলো। অনেক সাংঘাতিক আহত নতুন রোগী আসায় ও ব্যস্ত হয়ে রইলো। পুরনোদের মধ্যে একমাত্র কলিন ট্যালবট আর টাবি বেনসন ছিলো।

কলিনের রোজ উন্নতি হচ্ছিলো। ওর প্রেমিকা ইভিলিন ডোকর্ম জিব্রাল্টার থেকে উপস্থিত হলো।

ভিজিটরদের ঘরে ওর সঙ্গে ইভিলিনের পরিচয় করিয়ে দিল কলিন। কলিনের জন্য ওর মন আনন্দে ভরে গেল। সুন্দরী প্রেমিকার হাত ধরা অবস্থায় দারুণ খুশি লাগছিলো ওকে।

মার্চ মাসের ভারি সুন্দর এক বিকেল। ফুলদানিতে একগুচ্ছ হলদে ড্যাফোডিল ঝলমল করছে। চারপাশে বসন্তের আবেশ।

ক্লেয়ারের মনে হলো সত্যিই সুন্দরী ইভিলিন। একটু যেন পিপের মত, বেশ গোলগাল চেহারা, গাঢ় বাদামী চোখের তারা। গাঢ় নীল পোশাকে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো কলিনকে ও গভীরভাবে ভালোবাসে।

'ও ভালো হয়ে উঠছে বেশ লাগছে, তাই না সিসটার?' ও বললো।

'আমরা সবাই খুশি', ক্লেয়ার জবাব দিলো।

'আমি এবার লাফিয়ে ছুটবো। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমায় আমাদের বিয়েতে আসতে হবে', কলিন সাগ্রহে বললো।

'নিশ্চয়ই', গভীর দৃষ্টিতে তাকালো ইভিলিন। 'কলিন বহুবার আপনার কথা লিখেছে। আপনি ওর জন্য অনেক করেছেন। আমি আবার বেশ একটু ইর্ষা করতে আরম্ভ করেছিলাম', হাসলো ও।

'এই, এসব সত্যি নয়···', বলতে গেলো কলিন।

এবার বাধা দিলো ক্লেয়ার।

'ও ঠাট্টা করছে, ক্যাপ্টেন ট্যালবট। বরং আমি ওঁকে বলতে পারি আমাকে কি জ্বালাতন করেছেন আপনি কেবলই জিব্রাল্টারে চিঠি পাঠিয়ে আর চিঠি এসেছে কিনা খোঁজ নিতে বলে। আপনারা দুজনে যা চিঠি লিখেছেন তাতে একটা বই হয়ে যাবে।

'ও দারুণ চিঠি লেখে', আবেশে কথাটা বলে প্রেমিকের কাঁধে মাথা রাখলো ইভিলিন। 'কলিনের চিঠি লেখার খুব পাকা হাত। আমি তেমন পারি না।'

'তোমার চিঠি স্বর্গীয়, ডার্লিং', কলিন বললো। 'একটা কমা সেমিকোলনও পড়া বাদ দিইনি।'

'বিয়ে কবে হচ্ছে?' ক্লেয়ার জিজ্ঞাসা করলো।

'মাসের শেষে।'

ও শুনলো পনেরো দিনের মধ্যেই রিচমণ্ডে ইভিলিনের মা বাবার কাছে থেকে বিয়েটা হবে। ক্লেয়ারকে অবশ্যই যেতে হবে।

'যেতে আমার খুব ভালো লাগবে', ক্লেয়ার জানালো।

ও এবার ওদের দুজনকে হাত ধরাধরি অবস্থায় রেখে চলে এলো, পৃথিবীটা যেন ওদের জন্যেই তৈরি। একটু যেন ঈর্ষা বোধ করলো ক্লেয়ার। ইভিলিন যে ঠিক মানুষটি খুঁজে পেয়েছে সেটা সত্যি ভাগ্যের। কলিন ট্যালবট বিশেষ ধরনের মানুষ। ইভিলিন যে খুব বুদ্ধিমতী তা মনে হয় না। তবুও ওরা নিশ্চয়ই সুখী হবে।

ট্যালবট ডেকারের বিয়ের সময় বেশ আনন্দ করলো ক্লেয়ার। শুরু গির্জায় বিয়ে হলো। বহু সামরিক অফিসার, নার্স, দু একজন নৌ-অ তার মধ্যে একজন ইভিলিনের ভাই, বিয়েতে এসেছিলো। কলি দের ইভিলিনকে আঙটি পরিয়ে দিচ্ছিলো তখন আবার একটু ঈর্ষা সেই তাই ক্লেয়ার। ইভিলিনকে নতুন বিয়ের পোশাকে চমৎকার লাগছিল, বার ঘুরে সাদা সার্টিনের পোশাক আর ওড়না। কলিন ক্রাচে ভর দিয়ে এলে সুন্দর লাগছিলো—ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছিলো যেন স্বর্গের দরজা ওর র। খুলে গেছে।

সবাই গির্জা থেকে বেরিয়ে আসার সময় সূর্য মেঘের আড়ালে লু ষই পড়লো, আর শুরু হলো বেশ জোর বৃষ্টি। ইভিলিন বেশ সুদর্শন এক নৌ-অফিসার বিল রবার্টসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো ক্লেয়ারের। সে ডেকার পরিবারকে বহুদিন ধরেই চিনতো। ক্লেয়ার ওর কাজের পোশাকই পরে ছিলো, ওর চুলের সৌন্দর্য গোপন করতে পারেনি। নৌ-অফিসারটি বেশ মুগ্ধ হয়ে গেলো। সারাক্ষণই সে ক্লেয়ারের কাছাকাছি ছিলো, সে ক্লেয়ারকে একান্তে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করল। দুজনের মধ্যে বেশ মজার কথাবার্তা হলো। বিলের একটা গাড়ি ছিলো, সে তাই ক্লেয়ারকে নৈশভোজে আর নাচে নিমন্ত্রণ জানালো। ক্লেয়ার তা গ্রহণ করলো।

ওরা শহর ছেড়ে বেরোতেই আবার সাইরেন বেজে উঠলো। ক্লেয়ার পছন্দ করে এমন জায়গাই বেছে নিয়েছিল বিল। নদীর কাছে জায়গাটা,

সেনাবাহিনীর লোকজনের খুব প্রিয়। এখানকার গান বাজনাও ভালো। ক্লেয়ারের এক বান্ধবীও একজন ফরাসীর সঙ্গে নাচে ব্যস্ত ছিল, দুজনে দুজনকে দেখে হেসে হাত নাড়লো।

বিল আর ক্লেয়ার ভিড় সত্ত্বেও দুটো আসন পেয়ে তাতে বসে শ্যাম্পেন খেতে সুরু করলো। বেশ আনন্দ পেলো ক্লেয়ার। ওর লজ্জা হলো বিয়ের অনুষ্ঠানে ও এক টুকরো কেকও খায়নি। আসলে ও অনুষ্ঠানে অস্বস্তি বোধ করছিলো। এবার খাওয়ায় মন দিয়ে পুরোপুরি মেনুর সদ্ব্যবহার করলো।

'তোমাকে এখন বেশ ভালো লাগছে', বিল ওর স্বাভাবিক বন্ধুত্বের ভঙ্গীতে বললো। 'বিয়ের অনুষ্ঠানে তোমাকে দেখে চিন্তা হচ্ছিলো।'

'ওঃ, এখন ভালোই আছি', ক্লেয়ার বললো।

'তোমার কথা বল', বিল বললো।

'বরং তোমার কথাই শুনি।'

বিল স্বীকার করলো এক আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে ওর বাগদান হয়ে ছিলো সে সেখানেই আছে।

'যুদ্ধ বাধার পর আমরা বুঝেছিলাম অনেকদিন দেখা হবে না আমাদের, আমাদের অন্যের সঙ্গে ভাব করার বাধাও নেই। লিণ্ডিও তাই করেছে, ...ান অসুবিধা হয়নি। আমরা দুজনেই মজা করেছি, এইটুকুই যা।'

..র বেশ স্ফূর্তি করেই সন্ধ্যেটা কাটালো। বিল বেশ আমুদে—একজন নাবিক—স্বাস্থ্যে আর আনন্দে ভরা, তাছাড়া চমৎকার নাচিয়েও। ..র দুজনের মধ্যে বেশ ভাব জমে উঠলো, অনেকটা ভাইবোনের মত। ওরা ..মজাই করলো।

গাড়িতে শহরে ফেরার সময় ক্লেয়ারের মনে হলো কোন পুরুষের সঙ্গে বাইরে আসা যদি সব সময়েই এই রকম হতো তাহলে কি ভালোই না হতো। আজ রাতে ও যেমন চেয়েছে সেইভাবেই বিল চলেছে।

'পরে ছুটি পেলে তোমায় ফোন করব', বিল কথা দিলো।

'আমারও ভালো লাগবে', বিল ওকে আলতো ভাবে চুমু খেতেই ক্লেয়ার বললো।

'ধন্যবাদ, ক্লেয়ার। তোমাকে সঙ্গী পেয়ে আমার দারুণ লাগলো।

সঙ্গী। কথাটা মনে গেঁথে গেলো ক্লেয়ারের। বিল রবার্টস যে ক'মাসের মধ্যে আর ছুটি পাবে সে সম্ভাবনা কম। বিলের মত আর একজনের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে? হয়তো আর কোনদিনই ওকে আর

দেখবে না ক্লেয়ার। আমেরিকায় ও লিণ্ডি নামে একটি মেয়ের বাগদত্ত—ও শুধু ওর একার।

সাদামাঠা ভাবেই সপ্তাহটা কাটালো ক্লেয়ার। হিল্ডা মাসী শহরের বাইরে গেছেন আর পিপ ক্লেয়ারের মা বাবার সঙ্গে সপ্তাহ শেষটা কাটাতে সোয়ানিংকনে গেছে। বাড়ি ফিরে ক্লেয়ার পিপের একটা চিঠি পেলো:

'প্রিয় ক্লেয়ার, আমি জানি তুই এ সপ্তাহে কোথাও যাচ্ছিস না। কনি মাসী আমার জন্য চমৎকার মাংস রান্নার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু আমি যেতে পারছি না শুনে খুব হতাশ হয়েছেন। আমার বেশ খারাপ লাগছে, কিন্তু কি করি জ্যাপের একটা জরুরী ডাক এসেছে। ওকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, বহুদিন হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হবে না। তাই তোদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ রাখতে হল।'

নিজের জন্য চা করতে করতে চিন্তা করল ক্লেয়ার। পরশু থেকে ওর রাতের শিফটে কাজ। রাত্রিরে নার্সের কাজ ওর ভালো লাগে না, তবুও করতে হয়।

ও পিপের চিঠিটা আবার পডলো। মার কথাটা মনে পড়লো। অতিথিদের সেবাযত্নে তার ত্রুটি থাকে না। একমাস আগেই ও বাড়ি থেকে এসেছে, তাই আর একবার গেলে মা বাবার ভালোই লাগবে। ও ঠিক করলো একবার ঘুরে আসবে।

পরদিন সকালে বাড়িতে ফোন করতেই মিসেস মেলর্স সেটা ধরলেন।

'হ্যাঁ, পিপ ন আসায় বেশ খারাপ লাগছে। তুই চলে আয়, ক্লেয়ার। তোর বাবাও খুশি হবেন। আগামী কাল যে আমাদের বিবাহ বার্ষিকী নিশ্চয়ই তোর মনে নেই। কাল আঠারো তারিখ। একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি।'

স্বরুটা মোটেই ভালো হলো না। ক্লেয়ার আবার ওর সেই খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ব্রাইটনের ট্রেন ধরলেও আগের সেই উৎসাহ রইলো না। মা সত্যিই কেমন যেন—বিবাহ বার্ষিকীর কথাটা না তুললে ভালো লাগতো। মা সব সময় কেমন খোলাখুলি বলেন তিনি ক্লেয়ারের বাবাকে ওর দু বছর বয়স হওয়ার আগে বিয়ে করতে পারেন নি। ক্লেয়ার ওর চোদ্দ বছর বয়স হওয়ার আগে জানতে পারে নি ও অবৈধ সন্তান। সে সময়ের আগে ওর বাবা মার সেই রোমাঞ্চকর প্রেম কাহিনীর কথাও শোনেনি।

মার্চ মাসের বিকেলে বাড়ি যাওয়ার সময় কথাগুলো ওর মনে খেলে গেলো। দক্ষিণের উপকূলে বেশ ঝড় বয়ে গেছে। বাসের স্টপ থেকে খামারে যাওয়ার

সময় ক্লেয়ার প্রায় ভিজে গেলো। বৃষ্টি বা বাতাসের গর্জন নিয়ে মাথা ঘামালো না। মিসেস মেলর্স বলেছিলেন ওর বাবা ওকে নিয়ে আসবে, তাতে ক্লেয়ার রাজি হয় নি, কোন ট্রেনে ও আসবে ঠিক ছিলো না বলে।

ছ'বছর আগের কথা ওর মনে পড়লো। সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ও কোন গির্জার সদস্য হোক ওর বাবা চাইতেন না। তবু মায়ের ইচ্ছেতেই গির্জায় গিয়েছিলো ক্লেয়ার। অভিজ্ঞতাটা চমৎকার লেগেছিল ক্লেয়ারের—কেমন যেন পরিচ্ছন্ন, নিষ্পাপ। ছুটিতে বেশ খুশি মনে বাড়ি ফিরতো ও। নিজেকে যোগ্য করে তুলতে চাইতো। সবে বড়ো হতে চলেছিলো। সেদিন ক্লেয়ার বসার ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলো আর মা আর হিল্ডামাসী রান্নাঘরে কথা বলছিলেন। ক্রমশঃ দুই বোনের গলা বেশ চড়ে উঠলে ক্লেয়ার সেই কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেলো।

কনির গলায় শোনা গেলো: 'ওকে কেন বলবো না বুঝতে পারছি না। ওর চোদ্দ বছর বয়স হয়েছে—ওর বোঝবার বয়স হয়েছে—'

'এতে মন খারাপ হবে ক্লেয়ারের। আমি এসবের মানে বুঝছি না, কনি।'

'সত্য তো ও একদিন জানবেই। মন কেন খারাপ হবে বুঝতে পারি না। অলিভার আর আমি তো অসামাজিক কিছু করি নি।'

'বাজে কথা। এটা তোর আর অলিভারের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছিস, কণি।'

কথাটা যাই হোক হিল্ডামাসী মেনে নিতে পারছেন না। আড়ি পাতা উচিত নয়, কিন্তু কথাটা কি আমাকে জানতেই হবে।

'যাই হোক, তখন যা উচিত মনে হয়েছে তাই করেছি। ক্লিফোর্ড যে আমাকে চাইতো না তা নয়। বাড়ি ছেড়ে আমার জন্য কিছুই আমার মনে হয় নি।'

'ক্লিফোর্ড তোকে ভালোবাসতো কণি—তোর সন্তানের সঙ্গে সে তোকে ফিরিয়ে নিতেও চেয়েছিলো।'

'সে একজন উত্তরাধিকারী চাইছিলো—সে আমার সন্তানকে তার উত্তরাধিকারী করে তার উপর আমার মতই প্রভুত্ব করতে চেয়েছিলো।'

'হ্যাঁ—তবে অলিভারের সন্তানকে—তার গেমকীপারের সন্তানকে। সত্যিই, কণি, তুই তখন সবাইকে স্তম্ভিত করেছিলি। লোকে হয়তো এখন সেই

কলঙ্কের কথাটা ভুলে গেছে। তবুও ক্লেয়ার যে অবৈধ সন্তান সেটা তাকে জানিয়ে কি হবে বুঝি না।'

অবৈধ? তার মানে বাবা মার বিয়ের আগেই আমার জন্ম হয়। কি ভয়ানক! কি বিচ্ছিরি। গির্জায় আমাকে নেওয়ার আগে আমাকে কথাটা বলা উচিত ছিল। বিশপ তাহলে নিশ্চয়ই আমায় নিতেন না। কিন্তু কেন—কেন? ওরা ভালোবেসে থাকলে অপেক্ষা করলো না কেন?

'মেয়ে তোর, কণি। যা ভালো বুঝিস তাই করবি। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় যৌন ব্যাপার বাচ্চারা যত কম জানে ততই মঙ্গল। প্রতিদিনই তো খবরের কাগজে এই সব খবর ছাপা হয়। ক্লেয়ারের বয়সী মেয়েরা মা হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি হচ্ছে এতেই বোঝা যায়। এ সবই আমেরিকার আমদানী—আমি ঘেন্না করি। আমাদের সময়ে···।'

'আমাদের সময়েও আমরাও তাই ছিলাম, হিল্ডা। জার্মানীর কথা মনে আছে? বিয়ের সময় আমরা কেউই নিষ্পাপ ছিলাম না—আমাদের বাবা মা আমাদের কোন কথা জানতে না দিলেও নিজেরাই আমরা সব জেনেছি। ক্লেয়ারের এ রকম হোক আমি চাই না, আমি তাকে সব জানাতে চাই যাতে সে সঠিক পুরুষকে বেছে নিতে পারে।'

'সে যে অবৈধ তাহ জানিয়ে?'

'বোকার মত কথা বলিস না, হিল্ডা। আমি ওকে ব্যাগবি হলে যা হয়েছিল তার সব বলবো—ও তাতে সব কাহিনী শুনতে পারবে। আমার আর অলিভারের মধ্যে যা ঘটেছে সব। ক্লিফোর্ডের কাছে আমি কত অসুখী ছিলাম, অলিভার কিভাবে আমায় ভালোবেসে আমার জীবনটাই বদলে দেয়—পবিত্র দেহজ প্রেমের মূল্য কি সেই আমায় জানিয়েছে।'

হিল্ডা মাসী গজ গজ করছেন—তিনি একজনকে 'পবিত্র' বলতে পারছেন না। কি করেই বা হবে? গির্জায় বলা হয় যে মানব মানবী বিবাহ করে সন্তানের সৃষ্টি করবে। ব্যাভিচার হলো পাপ। বাবা আর মা দশ বিধানের একটি ভঙ্গ করেছেন। এ খুনের চেয়েও খারাপ। 'তুমি হত্যা করিবে না।' তা সত্ত্বেও মা এ নিয়ে অহঙ্কার করেন—কণা মাত্রও লজ্জা তার নেই। মা অপরাধী। বাবা আর মা কেউই গির্জায় যান না। হিল্ডামাসী আর অন্য অনেকেই জানেন আমার পাপের ফলেই জন্ম—এ ভগবানের সেই শাস্তি।

আমি বুঝতে পারছি অন্যদের চেয়ে আলাদা কেন—অন্য মেয়েদের মত কেন হতে পারি না। ওরা সবাই ভাবে প্রেম স্বর্গীয়, কিন্তু আমি কোন দিনই ভালোবাসতে পারবো না—না কখনও না। আমি নার্স হব—ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মত। হয়তো একদিন বাবা মা'র পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবো। দোষ তো আমার নয়। ওহ্ আমি ওদের ঘেন্না করি—স্কুলে কেউ জানতে পারলে আমি লজ্জায় মরে যাবো। কেউ হয়তো জেনেও ফেলেছে।

'ওকে একদিন জানতে হবে···ওর জন্মের সার্টিফিকেট···।'

'এফিডেফিট করে ওর নাম তো মেলর্সে বদলে নিয়েছিল। ওর নাম ক্লেয়ার মেলর্স। ও অলিভারের মেয়ে।'

কথাগুলো কানে ভেসে আসছিলো তখনও।

হয়তো আমি তা নই। আমার জন্মের সময় মা ওই লোকটির বিবাহিতা স্ত্রীই ছিলো। উঃ তার মেয়ে হলেই ভালো হত—মা'র যদি বাবার সঙ্গে দেখা না হত তাহলেই ভালো হত—না, না তা নয়—বাবাকে আমার ভালো লাগে, শুধু—।

'কিন্তু ও তো সেভাবে না দেখতেও পারে, কণি। আমরা সবাই জানি অলিভার আর তোর মধ্যে একটা কামনা কাজ করে চলেছিল। কথাটা শুনতে খারাপ লাগে, তবে কাজটা বড্ড খারাপ হয়েছে।'

মা হাসছেন। কি করে হাসি আসে জানি না। নিজেকে নিয়ে মা'র খুব অহঙ্কার। মাঝে মাঝে ভাবি হিল্ডামাসী আমার মা হলে ভালো হত। পিপের সঙ্গে বদল হলেই বেশ হত। কথাটা জানলে পিপও মাকে পছন্দ করত কিনা জানি না।

আবার হিল্ডামাসীর গলা শোনা গেল:

'একটা কথা আমি পরিষ্কার করতে চাই, কণি, একথা কোন ভাবেই যেন পিপের কানে না যায়। ওকে নিয়ে এমনিই অনেক ঝামেলায় আছি—আমি চাই না সে তোর পুরনো কলঙ্কের কথা জানুক।'

'তুই চিরকাল আমার সমালোচনা করেছিস, হিল্ডা। তোর পরামর্শ মানলে অলিভারের সঙ্গে আমার পরিচয়ই হতো না, সেটা দারুণ খারাপই হত। আজ আমি কত সুখী।'

'তা বটে।'

'তার চেয়েও বেশি, হিল্ডা। অলিভারের সঙ্গে আমার ভালোবাসা এখনও অটুট।'

'ভালোবাসা? দেহজ কামনা বল। তোরা শরীর সর্বস্ব। তোর বোঝা উচিত সে সময় পার হয়ে এসেছিস, তোর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে।

'পার হয়ে এসেছি? তুই জানিস না পুরুষের ভালোবাসা কাকে বলে—পরস্পরকে শরীর মন দিয়ে ভালোবাসা আর নিজেকে নিবেদন কত স্বর্গীয়। পরস্পরের কাছে আমাদের আকর্ষণ কতখানি তোকে বোঝাতে পারবো না।'

'তোরা দুজনে অতি কামনায় জর্জরিত।'

'ভুল ধারণা তোর। আমরা স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান মানুষ-মানুষী। তুইই কেমন অদ্ভুত—আরও হাজার হাজার মেয়েমানুষের মত।'

'তুই চিরকাল আত্মসন্তুষ্ট, কনি। একটু সামলে থাকিস এই আর কি। আমার মনে হয় তুই ক্লেয়ারের মত মেয়ের উপযুক্ত নয়। একটা অনুরোধ, এ ধরণের ব্যাপার ওর সামনে যত কম প্রকাশ হয় ততই ভালো। এটা ওর পক্ষে ভালো না। আমি লক্ষ্য করেছি। ওকে তোর চেয়ে আমি ভালো বুঝি।'

ওঃ হিল্ডা মাসী তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অন্তত: তুমি সব বুঝেছো। হে ভগবান, মা যেন আমাকে 'আমি' অবৈধ সন্তান কথাটা না জানান। মা কথা বলতে চাইলে আমি মরে যাব। মা ঘরে এলে আমি ঘুমের ভান করে থাকবো—আলো নিভিয়ে রাখবো। ভগবান তুমি চাইলে আমি নান হব—শুধু মা যেন আমাকে না বলেন বাবার সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি।

অবশ্য কথাটা ওকে বলা হল। কনি বারবার কথাটা ওকে বলতে চেয়ে ভেবেছিলেন হিল্ডা ভুল করেছে ক্লেয়ার কথাটা খারাপ ভাবে নেবে না। কিন্তু হিল্ডাই ঠিক বলেছিলেন।

আজকে কথাটা ভাবতে গিয়ে ক্লেয়ারের মনে হলো মা কত ভুল করেছিলেন। একটা উঠতি বয়সের মেয়ের কাছে একথা কতখানি খারাপ লাগতে পারে মা'র ধারণাই ছিল না। আজ ছ' বছর পরে ক্লেয়ারের মনে পড়ছে কতখানি আঘাত

পেয়ে ও মাথা গুঁজে বসেছিল। মা যে স্যার ক্লিফোর্ডের পশুপালকের সঙ্গে পালিয়ে আসেন সে কথা ও শোনে। ওর বাবার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য অনেক সমস্যা দেখা দেয়, তারপর কত মাস পরে স্যার ক্লিফোর্ড মাকে মুক্তি দেন যাতে তাঁর বিয়ে হতে পারে। ততদিনে ওর জন্ম হয়েছে।

ক্লেয়ারের মনে পড়ল কনি বলছিলেন: 'এ নিয়ে ভাবিস না, ক্লেয়ার। আমরা আজ কত সুখী। তোর জন্মের সার্টিফিকেটে মেলর্স নামটাই আছে।'

ক্লেয়ার একটা কথারও জবাব দেয়নি। কোন অসম্মানকর কথাও উচ্চারণ করেনি। ও একটু বিহ্বল আর লজ্জিত হয়েছিল। এ লজ্জা ওকে ছেড়ে যায়নি পরদিন গির্জার অনুষ্ঠানে গিয়েও। এরপর বাবা মার প্রতি সেই ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর ছিলো না।

তারপর অনেকবার বাবা মা'র মুখে ও র‍্যাগবি হলের কথা শুনেছে। কথাটা উঠলেই আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ক্লেয়ার।

প্রতি বছর বাবা মা তাদের বিবাহবার্ষিকী পালন করার ব্যবস্থা করেছেন আর প্রত্যেকবারই ক্লেয়ার তা এড়িয়ে গেছে। সে ওদের প্রশংসা করতে পারেনি। আজ যুদ্ধের উন্মাদনার মধ্যে ও যখন একজন সেবাব্রতী নার্স তখনও সেদিনের সেই ভীতিটা আজও রয়ে গেছে।

পিপের জায়গায় আজ বাড়ি যেতে হচ্ছে বলে ওর তাই অনুশোচনা জাগলো।

॥ আট ॥

অলিভার মেলর্স বড় শোবার ঘরে ঢুকতেই তার চোখে পড়লো কনি সবেমাত্র মারলিনের সহায়তায় বিছানা পাতা শেষ করেছে। সোয়ানিংডন খামার কেনার পর এই ঘরখানাতেই কনিকে নিয়ে তার আনন্দে সময় কেটেছে।

গতকাল বিকেলে মেলর্স কনিকে নিয়ে বিবাহবার্ষিকী পালন করতে বাইরে বেরোবেন ভেবেছিলেন, ক্লেয়ারের মাসতুতো বোন তখনও আসেনি। কিন্তু ওঁর একটা দামী ষাঁড় অসুস্থ হয়ে পড়ায় আর যাওয়া হয়নি।

পিপের বদলে ওঁর মেয়ে আসায় খুশিই হন মেলর্স—। মেলর্স কিছু না বললেও ভাবছিলেন ক্লেয়ার সারা সন্ধ্যেটা চুপচাপ কাটায় কেন? কেমন গম্ভীর ছিলো সে। অলিভার মেলর্স মেয়ের এরকম মনোভাবের কথা ভালোই জানেন। তিনি নিজেও ছেলে বয়সে এরকম ছিলেন না কি? পরে ব্যাপারটা আরও খারাপ দাঁড়ায় বার্থার সঙ্গে বিয়ে হলে। একেবারে নরক।

রবিবারের সূর্যালোকিত সকালটায় চমৎকার লাগছিল মেলর্সের—খামার-বাড়িটা সত্যিই আরামদায়ক। কনি বাড়িটা চমৎকার সাজিয়ে তুলেছে, নানা রঙের পর্দা আর রঙে এ বাড়ি ঝলমল করছে। ওক কাঠের তৈরি আলমারির তাকে কনির চমৎকার একটা ছবি দাঁড় করানো আছে। একুশ বছর ধরে তার ভালোবাসা এই কনিকে জড়িয়েই রয়েছে।

কনির ড্রেসিং টেবিলের উপর শোভা পাচ্ছে ডবল ফ্রেমে আঁটা আরও দুটো ছবি। একটা ওর স্বামীর আর অন্যটা ওঁর মেয়ে নাদুস-নুদুস চেহারার ক্লেয়ার।

কনি বিরাট খাটের উপর বসেছিলেন। খাটটা অলিভারের নিজের হাতে ওরই জন্য পালিশ করা। অলিভার মেলর্স স্ত্রীর দিকে শান্ত প্রেমের দৃষ্টিতে তাকালেন, এমন দৃষ্টি তিনি একমাত্র স্ত্রী ছাড়া কারও দিকে দিতে অভ্যস্ত নন। টুইডের স্কার্ট আর নীল সোয়েটারেই তার কনিকে ভালো লাগে। শ্বেত শুভ্র কণ্ঠ কনিকে রমনী শ্রেষ্ঠা বলে মেলর্সের মনে হয়।

'গাড়ি এসে গেছে, ডার্লিং,' মেলর্স বললেন।

'হেসে উঠে পড়লেন কনি, মাথার থোকা থোকা চুল দুপাশে ছড়িয়ে পড়লো ওর।

'উফ্! বড্ড মোটা হয়ে গেছি,' কনি বললেন। 'ক্লেয়ার তো আমায় রুটি আর মিষ্টি খেতে বারণ করে।'

'কিন্তু আমার তোমাকে এই রকমই ভালো লাগে।'

'গত রাতটা আমার কি ভালোই না লেগেছে,' কনি নরম গলায় বললেন। 'আমাদের আঠারোতম বিবাহবার্ষিকী আর দুজনের একসঙ্গে থাকার বিশ বছর।'

'কিন্তু সেই ছোট্ট কুঁড়েতেই বেশি ভালো লেগেছে।'

'তোমার সঙ্গই আমার স্বর্গ সুখ', চাপা স্বরে বললেন কনি। 'কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি আমরা যেভাবে কাটাই আমাদের বয়সীরা কি তাই কাটায়?'

'অন্যরা কি ভাবে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই', অলিভার উত্তর দিলেন।

'কোনদিনই তা করোনি, সোনা। চিরকালই শুধু আমরা দুজন।'

'আমরা দুজন দুজনের কাছে যা, তাতে সেখানে আর কারও স্থান নেই। মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের মেয়ে এসে বড় বাধার সৃষ্টি করে।'

'তোমার নিজের মেয়ে!' কনি অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো। 'বেচারা ক্লেয়ার। আমার মনে হচ্ছে সেদিন ওখানে গিয়েই ওর মনটা নাড়া

খেয়েছে। আমরা যা ভেবেছি রবিনের সঙ্গে ছাড়াছাড়িটা ওর মনে ঢের বেশি লেগেছে।'

'আমার সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় ওর অসুখী হওয়ার কারণ ও মনের মত কাউকে পায়নি তাই। আমাদের বোঝা উচিত। ওকে মনোমত সঙ্গী খুঁজে পেতে দাও। ব্যাগসি হলে তোমার মিঃ চ্যাটারলির সঙ্গে যেমন আমারও তেমন বার্থার সঙ্গে। ওর সেরকম না হয়।'

'সেকথা সত্যি।'

'তাছাড়া আমার আরও মনে হয় আমাদের বিবাহবার্ষিকীটাও ও স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে না।'

কনিকে একটু বিহ্বল মনে হল।

'ও যদি আমরা যা করেছি সেই ব্যাপারটাকে ওই ভাবে না দেখতো।'

দরজার দিকে এগোলেন মেলর্স।

'মেয়েকে নিয়ে বড্ড বেশি ভাবো তুমি। ওকে সময় দাও। ভাবলে অন্য কিছু হবে না।'

'তাহলেও আমাকে ভাবতে হবে। হিল্ডা ওকে আরও ঝামেলায় ফেলছে। হিল্ডা আমাদের স্বার্থপর বলে ভাবে।'

'ওসব এখন থাক। চলো, তোমাকে বাইরের বাতাসে ঘুরিয়ে আনবো।'

কনি মাথায় একটা স্কার্ফ জড়িয়ে নিয়ে বললো, 'ক্লেয়ার এখনও ঘুমোচ্ছে। ও উঠলে মিসেস জেঙ্কিনস্ ওর প্রাতরাশ ঠিক করে দেবে।'

ক্লেয়ার প্রায় সাড়ে দশটায় ঘুম থেকে উঠলো। নিচে নেমে আসতে মিসেস জেঙ্কিনস্ চা করে দিলো। ক্লেয়ার হাই তুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে সারা বাড়িটা ঘুরে বেড়ালো। গত রাত্তিরে যা ভেবেছে সেই রকমই ঘটেছে, তেমন নিরানন্দের ব্যাপার না হলেও একটু অস্বস্তিই লেগেছে ওর, কারণ বাবা মার আনন্দের ভাগ ও নিতে পারেনি। বাবা মার অদ্ভুত ব্যবহার ওর ভালো লাগে না। বুঝতে পারে না তারা দুজন দুজনকে নিয়ে এমন মশগুল থাকে কিভাবে—অন্যদের কথা একদম না ভেবে।

বাবা যে মাকে নিয়ে ব্রাইটনে বেড়াতে গেছে সেটা ভালো লাগলো। ও জানে কনি সেটা খুব উপভোগ করবেন। আজকের দিনটাও বেশ ঝলমলে। আকাশটাও যেন অস্বাভাবিক রকম নীল। টেবিলের উপর ফুলদানিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এক গুচ্ছ ড্যাফোডিল। বাবা ফুলগুলো মা'র জন্য তুলে এনেছেন। ক্লেয়ারের মনটা বেশ নাড়া খেয়েছে এতে। খুবই সরল বাবা। তবুও থেকে

থেকে বাবা মার হাত ধরলেও কেমন গুটিয়ে যায়। চা পানের পর ক্লেয়ার একটা কালো স্ল্যাকস পরে বাইরের বাগানে এসে দাঁড়াল। পাখির দল কিচমিচ করে ডাকছে। সব কেমন আনন্দে উচ্ছল।

আবহাওয়াটা এমনই মনকে নাড়া দিতে চায়। ক্লেয়ার আপন মনেই বললো, 'আজ আমি নিজেকে নিয়ে হারিয়ে যাবো।'

হঠাৎ ওর কলিন আর ইভিলিনের কথা মনে হলো। আপন মনেই হাসি এলো ওর। আজ এই সূর্য করোজ্জ্বল দিনে দুজনে নিশ্চয় প্রেমের উত্তাপে জ্বরজ্বর। আচমকাই ওর আর্নেষ্ট ডসনের কবিতার একটা পংক্তি মনে পড়লো : 'সারাদিন সারারাত তারই বাহুডোরে…।'

ইভিলিনের বোধ হয় তাই ঘটেছে। এরকম তো ওরও হতে পারতো! না : এ কথা আর ভাববে না ক্লেয়ার। ও পায়ে পায়ে গেটের কাছে এগোলো। বাবা কোনদিনই দরজায় তালা দেন না। আশ্চর্য ব্যাপার কোনদিন চুরি ডাকাতিও হয়নি।

হঠাৎই ওদের ল্যাব্রেডর কুকুর জেম কাদা মাখামাখি অবস্থায় ক্লেয়ারের উপর ঝাঁপিয়ে এলো।

ক্লেয়ার আদর করতে করতে বললো, 'উঃ দুষ্টু, নাম শিগগির, আমার পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে যে।'

জেম তখনই বেশ জোরে জোরে ডেকে উঠল, যেন ও সাবধান করতে চাইছিল। তখনই একজনকে বাইরের গলি পার হয়ে আসতে দেখে তাকালো ক্লেয়ার। একটা মেয়ে, তবে স্থানীয় কেউ নয়। মেয়েটার চেহারাটা কেমন বেরূপ, পেটটাও ফোলা। মাথায় টুপি নেই, লম্বাটে মুখ। ক্লেয়ারের মনে হল বয়স ত্রিশের নিচেই হয়তো হবে। মেয়েটার হাতে আমেরিকান সৈনিকের ব্যবহার করা একটা খাকি রঙের ব্যাগ, গলায় একটা উলের স্কার্ফ।

একটা ব্যাপার অবশ্য পরিষ্কার, মেয়েটি যেই হোক সে অন্তসত্ত্বা। তবে সবকিছু সত্ত্বেও মেয়েটির চোখ দুটো ভারি সুন্দর—একদম গাঢ় নীল। একটু গ্রাম্য ভাব থাকলেও সেখানে যেন কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা প্রকট।

মেয়েটি ক্লেয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল।

'এটা কি সোয়ানিংডন খামার?'

'হ্যাঁ।'

'মিঃ মেলর্সের খামার বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'দয়া করে তার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারবো ?'

তাহলে ও বাবার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে ভাবলো ক্লেয়ারের। এ অবস্থায় এখন বেশ কষ্ট হচ্ছে ওর। মেয়েটা কে ? খামারে কাজ করতে এসেছে ? উত্তর 'না' কারণ বাচ্চা হতে চলেছে এমন কেউ কাজ করতে আসে না। মেয়েটা অনেকটা জিপসি মেয়ের মত। গলার স্বরও কর্কশ।

'মিঃ মেলর্স সকালেই বাইরে গেছেন—.' ক্লেয়ার বলতে গেল।

মাঝ পথেই ও থেমে গেলো কারণ মেয়েটি ব্যাগটা ফেলে দিয়ে প্রায় টলে গেলো, মুখখানাও কেমন নীলচে-সাদা হয়ে এলো। মনে হচ্ছিলো প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবে।

শিক্ষিত নার্স ক্লেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে মেয়েটিকে এক হাতে ধরে ব্যাগটা তুলে ঘরের দিকে চললো।

'আপনি বরং ভিতরে আসুন, বসে এক কাপ চা খেলেই ভালো লাগবে,' ক্লেয়ার বললো।

মেয়েটি সায় দিলো, ওর বোধ হয় কথা বলারও শক্তি ছিলো না। ক্লেয়ার তাই ওকে ধরে একটা সোফায় বসিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে থাকা মার্লিনকে ডাকলো।

'মার্লিন দু কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এসো', বলেই ও একটা বোতল থেকে ক'ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে মেয়েটিকে খেতে দিলো। ওটা পান করার পরেই তার চোখ মুখে রঙ ফিরে এলো, মুখেও হাসি ফুটলো। ওর চোখ দুটো আবার সুন্দর লাগলো ক্লেয়ারের। চোখের আকার, নীলাভ রঙ সবকিছু দেখে কারও কথা যেন মনে পড়তে চাইছিল ক্লেয়ারের, তবে মনে পড়লো না।

'এখন ভালো বোধ করছেন ?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি, ধন্যবাদ।'

'আপনি মিঃ মেলার্সের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা করতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

ক্লেয়ার বেশ ভদ্রভাবে কথা বললেও মেয়েটির সস্তা দামের পোশাক ইত্যাদি লক্ষ্য করে ভাবলো মেয়েটা কে হতে পারে ?

'আমি অনেক দূর থেকে এসেছি', মেয়েটি বললো। 'আমার হয়তো চিঠি দিয়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে ঠিক করি বলে পারিনি।'

'কোথা থেকে আসছেন জানতে পারি ?'

'পিটারবরোর কাছ থেকে—ট্রেনগুলো বিচ্ছিরি।'

ক্লেয়ার ভ্রূ তুললো, 'এত দূর? নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত আপনি?'

'সত্যিই তাই। বাচ্চার জন্যই—!'

ক্লেয়ার একটু বিতৃষ্ণা বোধ করলো। ও একটা সিগারেট বাড়িয়ে ধরতেই মেয়েটি তা নিয়ে ধরালো। ইতিমধ্যে মার্লিন চা নিয়ে এসে সোফার উপর বসা মেয়েটিকে দেখে বলতে গেলো মিস ক্লেয়ার কাকে খাতির করছেন।

মেয়েটি এবার বললো, 'কতদিন বোধহয় পেট ভরে খাইনি।'

ক্লেয়ার রান্নাঘরে গিয়ে কিছু পাঁউরুটিতে মাখন মাখিয়ে নিয়ে এল। মেয়েটি প্রায় গোগ্রাসে সব খেয়ে ফেললো।

ক্লেয়ার আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলো মেয়েটা সত্যিই কে হতে পারে? বাবাকে ও চিনলো কিভাবে? এ সবের মানে কি?

'কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবো –', ক্লেয়ার বলতে গেলো।

কিন্তু অন্য দিক থেকে সে সুযোগ এলো না। বরং সোফায় এলিয়ে পড়ে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়লো। ক্লেয়ার একটু অপেক্ষার পর আরও এক কাপ চা এগিয়ে ধরলো।

'সব কথা আমাকে খুলে বলুন'।

মেয়েটির কোন তাড়া দেখা গেলো না, সে নিজের নামও জানালো না। বেশ কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার পর সে নিজের কাহিনী বলতে শুরু করলো। সে একটা বিমান তৈরির কারখানায় কাজ করছিল। ও দুনিয়ায় একদম একা, একটা বিশ্রী ঘরে থাকতো। ওর সঙ্গে এক আমেরিকান বিমান কর্মীর আলাপ হয়। সে ওকে দরাজ হাতে কলার, নাইলনের মোজা, চকোলেট, সিগারেট এসবই দিতো। দুজনে ওরা এরপর রাতও কাটায়।

'আমি অভাগিনী', বিমর্ষ ভঙ্গীতে মেয়েটি বলল। 'ও আমায় বিয়ে করবে কথা দিয়েছিল, কিন্তু অন্য এক জায়গায় বদলি হয়ে গেল। আমার চিঠিরও জবাব দেয়নি। আমাকে একদম পথে বসিয়ে গেছে।'

ক্লেয়ার আনমনে জানালার বাইরে তাকালো। মেয়েটা প্রবঞ্চিতা। এরকম বোকামি কি ভাবে করলো ও? ক্লেয়ার ওর একঘেয়ে কণ্ঠস্বর শুনে চললো আবার।

'ওর এক বন্ধু এবার এলো। আমার আগের বন্ধুই তাকে পাঠায় ভাবতে পারেন। সেও কিছুদিন আমাকে নিয়ে কাটানোর পর যখনই আসল ব্যাপার টের পেলো; সেও পালালো। তারপর থেকে আমার আর কোন পথই খোলা

রইল না। কারখানা আমাকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিলো। তারপর থেকে প্রায় না খেয়ে আছি।'

ক্লেয়ার ওর দিকে তাকালো। ও একটা নিদারুণ ধাক্কা খেলো। কি কুৎসিত···এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে···শুধু টাকা···আর খাদ্যের জন্য! এতো রাস্তার মেয়ের কাজ। মেয়েটা নষ্টা সন্দেহ নেই। বাবার কাছে ও কি পাবে বলে আশা করে এসেছে? মেয়েটি ততক্ষণে দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করেছিল।

'নিজেকে আমার দারুণ খারাপ লাগছে···মিঃ মেলার্সের কাছে এমনভাবে আসতে। আমার কোন পোশাক নেই। সব বিক্রি করে গাড়ি ভাড়া জোগাড় করতে হয়েছে। অনেক কষ্ট পেয়েছি ঠিকানা জোগাড় করতেও।'

ক্লেয়ারের ওর কণ্ঠস্বর সহ্য হচ্ছিল না। কিছুতেই পুরুষের থেকে পুরুষে ফেরা মেয়েটাকে আর সহ্যও করতে পারলো না।

শেষ পর্যন্ত ক্লেয়ার সোজা মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ালো।

'কান্না থামান। আমি জানতে চাই আপনি কে, আর এখানে কেন এসেছেন?'

'তার আগে যদি জানতাম আপনি কে', অশ্রুজন বললো কান্নাঝরা গলায়।

'আমি ক্লেয়ার মেলার্স—এটা আমার বাড়ি।'

কান্না থামিয়ে মেয়েটি লালচে চোখে তাকালো। আচমকা সে দারুণ জোরে হাসতে শুরু করলো, হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ল সে। হাসির শব্দে ক্লেয়ারের স্নায়ু টান টান হয়ে উঠল।

ও তীব্র স্বরে বলে উঠলো, 'চুপ করুন, এক্ষুণি।'

'তাহলে এটা আপনার বাড়ি আর আপনি হলেন আর এক মেয়ে, অ্যাঁ? ভারি মজার কথা।'

'এতে মজার কি আছে বুঝি না', ক্লেয়ার রাগতঃ কণ্ঠে বললো।

'মজার কথা এইজন্য যে বলতে গেলে আপনি আর আমি এক রকম বোন, সৎ বোন বলতে পারেন।'

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ক্লেয়ার। যেন বজ্রাঘাত হয়েছে ওর দেহে। ও একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

অতি কষ্টে ও শেষ পর্যন্ত মুখ খুললো, 'আপনি পাগল। কি বলতে চান আপনি?'

'আমার নাম কনি মেলর্স। আমি এখন নাম বদলে গ্লোরিয়া হয়েছি।

গ্লোরিয়াই ভালো লাগে', মেয়েটি জবাব দিলো। 'আমার কথা কেউ বলেনি ?'

ক্লেয়ারের প্রায় বাকরোধ হয়ে গেছিলো।

মেয়েটি আবার বললো, 'আপনি হয়তো জানেন না আপনার বাবা আপনার মাকে বিয়ে করার আগে আমার মাকেই বিয়ে করেছিলেন। আমিই প্রথম মেয়ে, বুঝেছেন ? আপনার মার কথা আমার মনে আছে—লেডি চ্যাটারলি। আমার মনে পড়ছে র‍্যাগবিতে ঠাকুমার সঙ্গে থাকতাম। আমার যখন ন' বছর বয়স তখন বাবা লেডি চ্যাটারলির সঙ্গে চলে যায়। আমার মনে আছে ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর মা আমায় নিয়ে যায়। মা বেশ ভালো ছিলো—তবে আমায় খালি মারতো আর বলতো আমি বাবার মত।'

ততক্ষণে ক্লেয়ার এতটা স্তম্ভিত হয়ে গেছিলো যে একটা চেয়ারে সশব্দে বসে পড়ল। ওর বুকটা ধুকপুক করছিলো, সারা দেহ ঘর্মাক্ত। ওর মনে পড়ল মা একবার বলেছিলেন ওর বাবা আগে বিয়ে করেছিলেন, তার একটা মেয়েও ছিল। ও যতো দূর জানে তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিলো না। আর আজ সেই মেয়ে নোংরা, কদর্য পোশাকে এখানে হাজির—সে আমেরিকান সেনাদেরও আবার হাত ফেরত।

'এই কদর্য মেয়েটা আবার আমার সৎবোন।' ভেবে শিউরে উঠল ক্লেয়ার। ওর সন্তানও আমার আত্মীয় হবে, বোনপো বা বোনঝি। বাবাও দাদু হবে। হে ভগবান, মা শুনে কি বলবেন ? ওঃ ভগবান।

'আপনাকে খুশি মনে হচ্ছে না।' সোফা থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। অবশ্য আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আপনারা বড়লোক, আমাকে এখানে চাইবেন না জানি। আমাকে কেউ চায়নি। মাও মারা গেছে, আমার আর কেউ নেই বাবা ছাড়া। র‍্যাগবিতে তাকে যারা চিনতো তাদের কাছে অতি কষ্টে বাবার ঠিকানা পেয়েছি। আমি মরিয়া হয়েই এসেছি।'

চোখ বন্ধ করল ক্লেয়ার। ওর নিজেরও হাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছিল। বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এই নোংরা মেয়েটার মার মত কনি নাম। এটা সত্যিই আশ্চর্য।

'হে ভগবান,' ভাবলো ক্লেয়ার,' এই হতভাগিনীকে বোধ হয় যারা ওর সঙ্গে শুতে চেয়েছে তারা ছাড়া আর কেউ চায়নি। একটু পরিচ্ছন্ন হলে বোধ হয় ওকে ততটা খারাপ লাগবে না।'

'কিছু বলছেন না কেন ?' গ্লোরিয়া বলে উঠলো। 'এখানে বোনকে দেখে কি আঘাত পেয়েছেন ?'

ক্লেয়ার তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো।

'আপনাকে বোন বলে আমি জানি না।'

'না মানলেও আমি তাই থাকবো।' গ্লোরিয়া বড় গলায় বললো। 'বাবাকে আমায় সাহায্য করতেই হবে। আমার এই সন্তান তার নাতি বা নাতনী হবে।'

ক্লেয়ার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মার্চ মাসের এই চমৎকার সোনালী সকালটা আজ ওর কাছে চরম এক তিক্ততা বহন করে এনেছে। বাবা আর মা বাড়ি ফিরে এসে চরম একটা আঘাত পাবে।

সোফার কাছ থেকে আবার সেই গলা ভেসে এলো। ক্লেয়ার কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না ওই মেয়েটা ওর আত্মীয়। ও আবার গ্লোরিয়ার গলা শুনলো।

'কোনভাবে আপনাকে আঘাত দিয়ে থাকলে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আমার বড় অসুস্থ লাগছে।'

ক্লেয়ার নিজেকে গুছিয়ে নিলো। ওর মধ্যের সেই নার্স সত্তা আবার ফিরে আসতেই খনপূর্বের সেই তিক্ততা ভুলে কাজে লেগে গেল। গ্লোরিয়াকে নতুন পোশাক পরিয়ে ও শুশ্রূষা করে একটা বিছানায় শুইয়ে দিল। সে এবার ঘুমিয়ে পড়লো। এরপর একটার সময় ও তাকে জাগিয়ে দিল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই বাবা ফিরবেন।

গ্লোরিয়াকে বেশ অসুস্থ লাগছিলো। সে যখন আবার মাপ চাইলো ক্লেয়ার তীব্রস্বরে জানালো সে এসব কথা আর শুনতে চায় না।

ক্লেয়ার এবার বললো, 'উঠে বসতে পারবেন ?'

'হ্যাঁ, এখন সুস্থ লাগছে।'

বেচারি! ভাবলো ক্লেয়ার। ওর বাবার অন্য এক মেয়ে এভাবে এখানে আসতে পারে ও আদৌ ভাবেনি। ওকে পাউডার আর অন্য প্রসাধনীর সাহায্যে কিছুটা ভদ্রস্থ করে তুললো। 'বয়স নিশ্চয়ই ত্রিশের কাছে হবে' ভাবলো ক্লেয়ার। ওর নীল চোখ যে বাবার মতই সেটা এবার বুঝলো ক্লেয়ার।

গ্লোরিয়া নিজেকে আয়নায় দেখে বললো, 'হ্যা, এবার আমায় ভদ্রস্থ লাগছে!'

'হ্যাঁ তো লাগছে। এবার নিচে চলুন। বাবার আসার সময় হয়ে গেছে।'

'আপনি খুব দয়া দেখিয়েছেন—,' গ্লোরিয়া বলতে গেল।

'আমি আগেই বলেছি ধন্যবাদ জানাবেন না,' বাধা দিল ক্লেয়ার।

'তবুও আমায় বলতে হবে', জেদের বশেই বলল গ্লোরিয়া।

আমার যা করার তা করেছি, তবে ওর সঙ্গে আর দেখা হোক চাই না। ভাবলো ক্লেয়ার। এখানে থেকে ওর কথা আমি আর শুনতেও চাই না। মা যখন বাবাকে বিয়ে করেছে এ ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। এখন সবকিছু আমার উপর এসে পড়েছে। এরপর থেকে ওরা আর আত্মমগ্ন থাকতে পারবে না।

কিছুটা সুস্থ গ্লোরিয়াকে রবিবারের একখানা খবরের কাগজ পড়তে দিয়ে ক্লেয়ার দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

'আর একটু খাবার পেলে ভালো লাগবে', ও এবার বললো। মিসেস জেঙ্কিনসকে একটা ডিম সেদ্ধ পাঠিয়ে দিতে বলছি।'

ঘরের বাইরে চলে এলো ক্লেয়ার। বাবা মা ফিরে আসার পর পারিবারিক ঘটনা প্রবাহ ও দেখতে চায় না—বিশেষতঃ বাবা তার পূর্বতন মেয়েকে বসে থাকতে দেখবেন সেটায় ও সাক্ষী হতে চায় না। ও চায়না মা যখন তার লজ্জা আর স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে কঠিন এই বাস্তবের মুখোমুখি হবে সেটা দেখতে। তিনি বাবাকে নিয়ে যে রোমান্টিক জগতে বাস করছেন সেটা আজ এক রূঢ় আঘাতে চূর্ণ হতে চলেছে।

।। নয় ।।

কনি স্বামীর হাত ধরে বসার ঘরে ঢুকলো। সাগরের হাওয়ায় তার চুল এলোমেলো দেখা গেল। চোখে তার সুখের আবেশ। সোফার উপর অচেনা মেয়েটিকে দেখে একটু থমকে গেলেন কনি। তবে গ্লোরিয়াই অবস্থাটার মোকাবিলা করলো।

'আপনাকে ঠিক চিনেছি!' সে কনিকে বললো। 'আপনি লেডি চ্যাটারলি। তুমি বদলাও নি, বাবা। আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তোমার মেয়ে, কনি—এখন গ্লোরিয়া।'

অলিভার মেলর্স প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন এই মেয়েটি তার প্রথম বিয়ের সন্তান। তিনি ওকে শেষবার দেখেন ওর ন বছর বয়সের সময়। ও বার্থার সন্তান। অলিভার একবার মেয়ে আর তারপরেই কনির

দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালেন। দুজনের কাছে ব্যাপারটা প্রচণ্ড আঘাতের মতই।

কনির চোখেও একটু আবেদন দেখা গেলো স্বামীর দিকে তাকাতেই। তিনি ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। মেয়েটি কনি—বা গ্লোরিয়া যেই হোক, অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। মেয়েটার অবস্থা দেখে তার উদ্বেগ আরও বেড়ে উঠলো। ও অন্তঃসত্ত্বা আর অলিভারেরই মেয়ে।

কতটা অশোয়াস্তির কারণ ও সেটা না বুঝেই নীরবতা ভঙ্গ করল গ্লোরিয়া।

'আমাকে চিনতে পারছেন না, লেডি চ্যাটারলি?—বাবা যখন আমার বিড়ালকে গুলি করেছিলেন আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আমাকে ছ'পেনিও দিয়েছিলেন আপনি।'

'আমি এখন লেডি চ্যাটারলি নই- আমি মিসেস মেলর্স!' কনি তীব্রস্বরে বললেন। তিনি এতক্ষণে মেয়েটাকে চিনতে পারলেন।

'এভাবে এসে পড়ার জন্য দুঃখিত', গ্লোরিয়া বলে চললো ওর বাবাকে লক্ষ্য করে। 'তুমিই একমাত্র সাহায্য করতে পারো ভেবেই এসেছি। আমার সন্তান হতে চলেছে, কারও কাছেই আর যাওয়ার নেই।' উদ্বিগ্ন মনে হল ওকে।

অলিভার মেলর্স পাইপ ধরাতে গেলে এই প্রথম যেন হাতটা একটু কেঁপে গেল। অপরিচ্ছন্ন মেয়েটাকে আত্মীয়া মনে করতে ওঁর ইচ্ছে হলো না, তা সত্ত্বেও তিনি সেটা অস্বীকারও করতে পারলেন না। মেয়েটা যে ওঁরই রক্ত মাংসে গড়া। ওর উপস্থিতি আচমকা এতদিন পরে যেন বার্থার প্রেতকেই এনে হাজির করেছে. সেই ঘ্যানর ঘ্যানর করা হিংসুক বার্থা!

পুরনো স্মৃতি যেন আচমকা ফিরে আসলো। প্রায় বিশ বছর। বার্থার জন্য তিনি যথেষ্ট করেছিলেন। মনে পড়েছে ওর ঠাকুমার মৃত্যুর পর বার্থা কনিকে নিয়ে যায়। সে কিছু টাকাও চেয়েছিল. আর তিনি পঞ্চাশ পাউণ্ড পাঠিয়ে দেন। ভেবেছিলেন বার্থা আরও টাকা চাইবে, কিন্তু সে চায়নি। তিনি তাই আশা করেছিলেন মেয়েটা ভালোই আছে।

অলিভার মেলর্স এবার বলে উঠলেন, 'কি ঘটেছে আমাকে বল।'

ক্লেয়ারকে বলা কাহিনীই গ্লোরিয়া আবার শোনালো। কাহিনী শেষ হলে নিজেকে কিছুটা অপরাধী মনে হল অলিভার মেলর্সের। বার্থার মত মায়ের কাছে ওর কিছুই চাওয়ার ছিল না। তিনি খোঁজ খবর রাখলে হয়তো আজ ওর এ দশা হত না। শুধু বার্থারই দোষ নেই, এতে তার দোষও কম নয়।

ভালোবাসা যেখানে নেই সেখানে দয়া জেগে উঠলো। নিজের মেয়ে না হলেও এ অবস্থায় অন্য যে কোন মেয়েকেই তিনি সহায়তা করতে প্রস্তুত। প্রকৃতির জীবের মত সে আজ সন্তান প্রসব করতে যাচ্ছে, ওর সাহায্য চাই।

'আমাকে কিভাবে খুঁজে পেলি, কনি?'

'আমাকে কনি বলে ডেকো না, বাবা। মা আমার নাম বদলে গ্লোরিয়া রেখেছে। এটা আরও ভালো তাই না?'

গ্লোরিয়া! কনি কেঁপে উঠলেন। এ হলো অলিভারের মেয়ে—ক্লেয়ারের সৎ বোন! না, না, এ অসম্ভব। এই প্রথম কোন কথা জোগালো না কনির মুখে। অলিভার কি ভাবছে? ও কি করবে এবার? তাছাড়া ক্লেয়ারই বা গেল কোথায়? ও কি জেনেছে? কি ভাবছে সে?

বহু বছর পরে এই প্রথম কনির মধ্যে ওর সেই পুরনো আভিজাত্যের কথাটা জাগলো—ওর প্রথম দিকের পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষা আর সম্মানের কথা। অলিভারের প্রতি নিজের গভীর প্রেম ওকে সবকিছু ভুলতে সাহায্য করেছিল, তাতেই সে নতুন জীবন গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই অপরিচ্ছন্ন মেয়েটাকে দেখে ওর মন তিক্ত হয়ে উঠেছে। নিজের জীবন আর বাড়িতে এই অনধিকার প্রবেশ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। হঠাৎই ওঁর ভয় হলো অলিভারকে নিয়ে গড়ে তোলা এই জগৎটা বুঝি ভেঙে পড়তে চলেছে। এই প্রথম কনি ক্লেয়ারের চোখ দিয়ে সবকিছু দেখতে পেলেন। কতখানি আঘাত পেয়েছে ক্লেয়ার।

কনির চোখে পড়লো গ্লোরিয়া ক্লেয়ারের কিছু পুরনো কিছু জামা কাপড় পরে আছে—নিশ্চয়ই ক্লেয়ার তা দিয়েছে। তাই যদি হয় গ্লোরিয়া যখন এসেছে তখন কি রকম লেগেছিল? গ্লোরিয়া নিশ্চয়ই সব কথা ওকে বলেছে···এরকম একজন অতিথিকে এড়িয়ে চলার জন্যে ক্লেয়ার বাইরে চলে গেছে।

উত্তেজিত হয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন কনি।

'ক্লেয়ার? ক্লেয়ার, এক মিনিট একটু আয়তো।'

রান্নাঘর থেকে এল ক্লেয়ার। মিসেস জেঙ্কিনসের রান্না দেখে ওর মন একটু শান্ত।

মার সঙ্গে ওর দেখা হলো হলঘরে। মার মুখখানা লক্ষ্য করে ও বেশ দুঃখিত হলো। ব্যাপারটা কনিকে যে বেশ নাড়া দিয়েছে বুঝলো। ও মার চওড়া কাঁধে হাত রেখে তাকে জড়িয়ে ধরলো। বহু বছরের মধ্যে এমনটা ঘটেনি।

'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে, তাই না? ওই অসহ্য মেয়েটা! ও যদি আর একটু···যাক গে, যখন ও আসে তখন যদি দেখতে।'

'সেটা বুঝতে পারছি। ওকে যে পোশাক বদলে দিয়েছিস বলে ভালো লাগছে। তোর বাবারও না হলে খারাপ লাগতো।'

'বাবা ওর সম্বন্ধে কি করবে?'

'জানি না। অপেক্ষা করে দেখি।'

'ওকে কি এখানে থাকতে হবে?'

কনি একটু অস্বস্তি বোধ করলেন।

'আর কোথায় যাবে বুঝছি না, ক্লেয়ার। তোর বাবা ছাড়া ওর আর কোন আত্মীয় নেই, কাউকে তো দেখাশোনা করতে হবে।'

ক্লেয়ারের গলা শুকিয়ে এল। ঢোক গিলতেই একটা ভার যেন ওর বুকটা চেপে ধরলো। এটা সত্যি যে এই অবস্থায় মেয়েটার সাহায্যে আর সহানুভূতি দরকার। এমন অবস্থায় পৃথিবীতে একা হওয়া ভয়ানক। শুধু যদি দায়িত্বটা বাবার না হতো।

'অবিবাহিত মায়েদের জন্য অনেক আশ্রম আছে—ও সেরকম কোথাও যাচ্ছে না কেন?'

কথাটা বলেই একটু লজ্জিত হল ক্লেয়ার। তাই ওর মার কথায় ও আশ্চর্য হলো না।

কনি বললেন, 'মেয়েটা একা থাকার কথায় দারুণ ভয় পেয়েছে। ও থাকলে খুব আপত্তি হবে তোর?'

'খোলাখুলি বললে বলবো হ্যাঁ!' ক্লেয়ার বললো। 'তবে বুঝতে পারছি বাবা ওকে থাকতে দিতে চান। এ ছাড়া পথও নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কনি। 'বুঝতে পারছি তোর খুব খারাপ লাগছে। তবে ওকে নিশ্চয় তাড়িয়ে দিতে বলবি না।'

ক্লেয়ারও দীর্ঘশ্বাস ফেললো। গ্লোরিয়ার জন্য যে ওর সামান্যতম সহানুভূতি আছে সেটা ও প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নয়। ও যদি কদর্য মেয়েটার জন্য প্রচণ্ড রাগ দেখিয়ে বলতো হয় ও যাবে—না হয় ক্লেয়ারই চলে যাবে তাহলে বাবা মা নতুন ঝঞ্ঝাটে পড়তো। তাতে হয়তো তারা গ্লোরিয়াকে রাখতেন যেহেতু প্রয়োজন তারই বেশি। বেশ শ্লেষের সঙ্গে ক্লেয়ার ভাবলো কথাটা।

ও আরও একটু কঠিন হলে জীবন কত সহজ হতে পারতো ভাবলো ক্লেয়ার। নিজেদের সুখের জন্য বহু মেয়েকেই এরকম হতে দেখা যায়, তারা

অপরের মনোভাব তোয়াক্কা করে না। ওর চরিত্র এরকম হলে অবস্থাটা প্রথমেই সামলে নিতে পারতো। গ্লোরিয়াকে বলতে পারতো ওর বাবা এখানে থাকেন না, তাছাড়া ও ফেরার টাকাও দিয়ে দিতে পারতো। তার বদলে ও তার পোশাক পাল্টে বাবা যাতে চমক না খান তারই ব্যবস্থা করেছে।

'ক্লেয়ার, তোর বাবা যদি গ্লোরিয়াকে রাখতে চায় তুই আপত্তি করবি না তো?' কনি বললেন।

ক্লান্ত ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকালো ক্লেয়ার।

'আমার আপত্তির অধিকার নেই, মা। ও আমার মত তার মেয়ে। আমি কোনদিন যে গ্লোরিয়াকে পছন্দ করতে পারবো সেটা বলার মত আমি ভণ্ড নই। যা কিছু ঘেন্না করি সবই ওর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। আবার ওর জন্য দুঃখও হয়। স্বভাবতই ওকে এখানে চাই না—অতএব দয়া করে ওর ভালো দিকগুলো দেখাতে চেষ্টা কোরো না, বা সৎ বোন বলে মেনে নেবার কথাও বোলো না। ওর সঙ্গে যত কম দেখা হয় ততই ভালো। ওর সন্তানের জন্য আমার সহানুভূতি আছে—আমরা দুজনেই তো অবৈধ সন্তান, তাই না?'

কনিকে এতই আহত লাগলো কথাটায় যে বলার জন্য আপশোষ হলো ক্লেয়ারের। যাকে দুঃখ দিতে চায়নি ও, মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে এসেছে।

অলিভার ঘরে ঢুকতে দুজনেই এবার স্বস্তি পেলো।

'কনি—অর্থাৎ গ্লোরিয়া কিছুতেই আশ্রমে যেতে রাজি নয়', তিনি বললেন। 'ওর মনোভাবটা বুঝতে পারি। আমাদের সময় এরকম কোথাও থাকা যে কতটা কষ্টকর ছিল, তোকে বোঝাতে পারবো না, ক্লেয়ার।'

কনি অলিভারের মনের অবস্থা অনুভব করতে পারলেন। মেয়েটার জন্যও তার একই অনুকম্পা জাগলো। ক্লেয়ারের জন্মের সময় ওঁর নিজের কষ্ট হয়নি। স্কটল্যাণ্ডে নিজেকে দেখার মত অর্থ ওর নিজের ছিল, তাছাড়া ছিলো বাবারও সাহায্যে। এই মেয়েটার অলিভার ছাড়া আর কেউ নেই।

অলিভার প্রেমের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। আর তখনই ক্লেয়ার দরজার কাছে এগিয়ে গেলো।

'আমি ঘরে চললাম, মা। আমায় গোছাতে হবে। একটু পরেই আমাকে দুপুরের বাস ধরতে হবে। সকালেই বলব ভেবেছিলাম।'

কনি প্রতিবাদ করে উঠলেন। অলিভার বাধা দিতে চাইলেন।

'ও যা চায় তাই করতে দাও', তিনি শান্তভাবে বললেন। 'হিল্ডাই ওকে দেখবে। এই ঝামেলা ছেড়ে ওর দূরে থাকাই ভালো। এবার গ্লোরিয়ার

ব্যাপার—টিডলার্স কটেজটা খালি রয়েছে—ওখানে ও থাকলে কি রকম হবে, কনি ?'

টিডলার্স কটেজ খামারবাড়ির একটা অংশ। মাত্র সিকি মাইল তফাতে। অলিভার কদিন আগেই একটু সারিয়েছেন বাড়িটা। সামনেই টিডলার্স হ্রদ, সেখানে ছেলেরা মাছ ধরে। মাঝে মাঝে হাঁসও চরে বেড়াতে দেখা যায়।

অলিভার আবার বললেন, 'ওখানে থাকলে মিলেস মিসেস পিটার ওর দেখাশোনা করতে পারবেন। গ্লোরিয়াও নিজের জন্য আলাদা জায়গা চায়।'

কনিও ভাবলেন সেটাই ভালো। মিসেস পিটার এর আগে ধাত্রীর কাজও করেছেন। তবে সে ঘটনাটা নিয়ে কথা বললে অসুবিধা হতে পারে—অলিভারের এক মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে এসেছিল, অথচ স্বামীর পাত্তা নেই।

কনির মধ্যে আগেকার চারিত্রিক দৃঢ়তা আর সামাজিক সম্মানবোধ জেগে উঠলো। তবুও তার কথায় তা ফুটলো না। মনে মনে তিনি কোনভাবেই বার্থার সন্তানকে এত কাছে চাননি।

কনি এবার বললেন, 'সেটাই ভালো হবে, কিছু টুকিটাকি জিনিস ওখানে পাঠিয়ে দেব।'

অলিভারের চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফুটে উঠলো।

কনি এবার গ্লোরিয়ার কাছে এগিয়ে গেলেন।

'কান্না থামাও, গ্লোরিয়া। এস পরিকল্পনা ছকে ফেলা যাক। এখানে দু-এক রাত থাকতে হবে। কাল কটেজের ব্যবস্থা করতে হবে।'

গ্লোরিয়া জলজলে চোখে তাকালো।

'আপনাকে কত যে ধন্যবাদ জানাবো, লেডি চ্যাটার—', কথাটা বলতে গিয়ে সামলে নিলো গ্লোরিয়া। 'মানে, মিসেস মেলর্স।'

কনি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলেন। কথাটায় প্রায় লাল হয়ে উঠেছিলেন কনি।

আচমকা তার মনে পড়ে গেল কতকাল আগেই যেন লেডি চ্যাটার্লি হয়ে র‍্যাগবি হলে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে বাস করেছেন তিনি। সে যেন কতকাল আগের কথা। গোপনে অলিভারের সঙ্গে সেই প্রেম পর্ব আর ভালোবাসার জীবন কাটানো!

অলিভার চুপচাপ থাকলেও এক নাগাড়ে কথা বলে চলেছিলেন কনি। সবই গ্লোরিয়ার জন্য, কি কি করা হবে তাই নিয়ে। তাকে নিজের পরিচয়

দিতে হবে মিসেস কুটস বলে—ওটা তার মায়ের নাম। তাহলে সবাইকে বলা যাবে ওর স্বামী মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধে রয়েছে।

'আমি এসব ভণ্ডামি আর মিথ্যে বলতে চাই না, তবে গ্রামের মানুষের মন তত বড় নয়, তাই তারা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে সত্যি কথা জানলে।'

'আমি আপনাদের কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না,' উত্তরে গ্লোরিয়া বললো এতক্ষণে বেশ একটু উৎফুল্ল হয়ে সে, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না জেনে। বিশেষ করে আমি আপনার মেয়ের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করতে চাই না। সে আমার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করেছে।'

'আমার মেয়ে এখানে থাকে না—সে আজ বিকেলে শহরে চলে যাচ্ছে,' কনি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন। তিনি ক্লেয়ার সম্বন্ধে বেশি কিছু বললেন না।

খাওয়ার পর অলিভার গ্লোরিয়াকে টিডমার্স কটেজটা দেখাতে নিয়ে গেলে কনি ক্লেয়ারের ঘরে ঢুকলেন। সে গোছগাছ করছিলো।

'আমি বুঝতে পারছি, ক্লেয়ার, তুই বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিস, তবে মেয়েটা তত খারাপ নয়। একটু সহ্য করতে শেখ···।'

'কি সহ্য করব?' ক্লেয়ার ঠাণ্ডা স্বরে বললো। 'আমি আগেই বলেছি ওকে কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। গ্লোরিয়ার সঙ্গে দেহোপজীবিনীর কোন তফাৎ নেই—ও স্বীকার করেছে ওই আমেরিকানরাই ওকে রেখেছিল, এটা অসহ্য।'

'কিন্তু ক্লেয়ার, ওকে হয়তো ওই দিকে কেউ ঠেলে দেয়। বুঝতে পারছিস না কেউ ওকে ভালোবাসেনি, ও বেঁচে আছে কি মরে আছে কেউ মাথা ঘামায়নি। ওর কোন অভিভাবক ছিল না, একমাত্র ওর সেই মা, সেই ভয়ঙ্কর মহিলা ছাড়া।'

'দয়া করে চুপ করবে মা। ওর কথা আমি মেনে নিয়েছি। ওকে এখানে থাকতে হবে তাও জানি, তবে আমি কিছুতেই ওকে আত্মীয় বলে মানতে পারবো না।'

'ক্লেয়ার, ক্লেয়ার, তুই যদি শুধু জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারতিস তাহলে নিজেকে এমন করে গুটিয়ে রাখতে হতো না।'

'কেউ যদি ভালোভাবে, ভদ্রভাবে নিজের মত বাঁচতে চায় তাকেই একথা বলা হয়। আমার মনে হয় বাবা আর তোমার আমার চেয়ে গ্লোরিয়া সম্পর্কেই ভালো অনুভূতি আছে।'

'এটা অবাস্তব কথা, সোনা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কনি।

দেখ মা!' ক্লেয়ার বললো। 'এসব বিশ্লেষণ থামাও। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না—সেই পুরনো ব্যাপারে ফিরতে চাই না। তোমার আর বাবার চোখে আমি দুনিয়া দেখি না।'

চোখ জলে ভরে এল ক্লেয়ারের। ওর বাবা বাগানের পথ দিয়ে দ্রুত ঘরে এলেন।

'ক্লেয়ার, তোর মা কোথায়?' তিনি বললেন।

'মা এখানে!'

'মাকে নিচে আসতে বল। গ্লোরিয়া একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে ভালো করে খাওয়া হয়নি বলেই।'

ক্লেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর ব্যক্তিগত সব দুঃখ ভুলে গেল। ওর নার্সের শিক্ষা এজন্য দায়ী। মার সঙ্গে ও দ্রুত নেমে এসে গ্লোরিয়াকে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে দেখল।

'ডঃ কোলকে একবার ডাকা দরকার বাবা।' ও বললো।

'অতোটা খারাপ ভাবছিস?'

'হ্যাঁ, একজন ডাক্তার আনাই ভালো। ওকে ঘরে এসে শোওয়ানো দরকার।'

কনি ছুটে গিয়ে টেলিফোনে ডঃ কোলকে খবর দিলেন। তিনি ক'মাইল দূরে থাকেন।

গ্লোরিয়াকে ধরাধরি করে একটা বাড়তি ঘরে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওর পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এলো। দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ওর।

'কোন ব্যথা অনুভব করছো?'

'না, শুধু খারাপ লাগছিলো বাবার সঙ্গে হাঁটার সময়।'

ক্লেয়ারের ভ্রূ কুঁচকে উঠল, তবু মেয়েটার জন্য ওর দুঃখ হলো। বেচারি বড়ই দুর্বল আর রোগা।

'তুমি আমার জন্য ঢের করেছো…,' গ্লোরিয়া ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো। 'তোমার কথা কোনদিন ভুলব না।'

'যেকোন নার্সই এটা করে!' ক্লেয়ার ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো ব্যক্তিগত ভাব গায়ে না মেখে।

ডঃ কোল আসা পর্যন্ত ও ওখানেই রইল। আর প্রয়োজন নেই বুঝেই ও বেরিয়ে এল। বাইরে আসার ঠিক আগে ওর বাবা ওর দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন।

'তোর অত্যন্ত আঘাত লেগেছে জানি ক্লেয়ার, আমি দুঃখিত।'

'ঠিক আছে!' জবাব দিলো ক্লেয়ার। 'তবু দয়া করে মাকে জানিও ওকে আমি বোন হিসেবে গ্রহণ করতে পারবো না বা ঘনিষ্ঠও হতে পারবো না, তবে ভদ্র ব্যবহার করব।'

'তাই হবে, আমি সবই বুঝেছি।' মেলর্স শান্তভাবে বললেন।

কিন্তু কনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ক্লেয়ারের সঙ্গে বাসের স্টপ পর্যন্ত যেতে চাইলেন।

'তুই মেয়েটার জন্যে অনেক করেছিস।' তিনি বললেন। 'আমি জানি তোর মন নরম আর নার্স হিসেবেও তুই চমৎকার। ডঃ কোল বলছিলেন তুই চমৎকার কাজ করেছিস। শুধু একটু সহ্য করতে পারিস না।'

'সব সময় ওই সহ্য করার কথা।' ক্লেয়ার রাগত স্বরে বললো। 'তুমি কি ভাবো আমি দুহাত বাড়িয়ে গ্লোরিয়াকে জড়িয়ে ধরবো? আমি যা চাই না ও তার সবই।'

'না, তুই কোনদিনই বুঝবি না। তোর মধ্যে একটু গোলমাল আছে। আমার মনে হয় তুই তোর বাবা আর আমাকে অপছন্দ করিস। তোকে ছোটবেলা থেকে আমরা এত ভালোবেসেছি, আর তুই আমাদের মধ্যে একটা প্রাচীর গড়েছিস।'

'সে প্রাচীর গড়েছো তোমরাই।'

'সেটা কেমন করে? স্কুল ছাড়ার পর থেকে তোকে নিজের মত চলতে দিয়েছি—তোর বাবা বা আমি কোন রকম অযথা বাধা দিই নি। তোকে এত ভালো বেসেছি, ক্লেয়ার। তুই আমাদের ভালবাসার ফসল। আমরা এমন কি করেছি যাতে তুই আমাদের উপর এমন রাগ করেছিস?'

ক্লেয়ার একটু জোরে পা চালালো, যেন তাতেই ওর মন শান্ত হবে। কনি অতি কষ্টে ওর সঙ্গে চললেন।

'গ্লোরিয়ার এই উপস্থিতি আমার জন্মের আগে কি ঘটেছে তারই স্মৃতি জাগাতে চাইছে।' ক্লেয়ার জবাব দিলো। 'তুমি হয়তো কোনকালেই বোঝনি মা, যে তোমাদের ভালোবাসার সন্তানকে হয়তো অনবরত তোমাদের বাসনার স্মৃতি রোমন্থন করে চলতে হবে।'

'ক্লেয়ার! ওঃ ক্লেয়ার, এমন কথাবার্তায় কোন লাভ নেই। তোর বাবা আর আমার মধ্যে যা আছে তা হলো ভালোবাসা।'

'আমি অস্বীকার করি না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো—সেটাই উচিত। আমার সব সময় যা খারাপ লেগেছে তা হলো, তোমরা আমার মত এক শিশুর সামনে খোলাখুলি কামনা প্রকাশ করে এসেছো।'

'উঃ কি খারাপ লাগছে কথাগুলো।' কনির চোখ জলে ভরে এলো। 'আমরা ঠিক এর উল্টোটাই ভেবেছিলাম। আমরা বুঝতে পারিনি···।'

'আমি তা জানি,' ক্লেয়ার তিক্ত কণ্ঠে বললো। 'তোমরা কখনই এসব আমার চোখ দিয়ে দেখোনি। কোনদিনই তাই ভাবোনি এসবে আমার আপত্তি হতে পারে—। তোমরা সব সময় নিজেদের সঠিক মনে করেছো। শোবার ঘরে যা করা উচিত তা বাইরে প্রকাশ না করলেই পারতে।'

'আমরা যা করেছি তা ভালোবাসা—।'

'ভালোবাসা? বল, লালসা। বইয়ে পড়েছি অনেক স্ত্রীলোকের স্বভাব এই রকম, তবে তোমাদের আর একটু সামলে চলাই উচিত ছিলো। বাবাও জানেন না ভদ্র আচরণ কিভাবে করা দরকার।'

'ক্লেয়ার! তোর বাবা ক্লিফোর্ড চ্যাটারলির চেয়ে শত গুণ বেশি পুরুষ। প্রত্যেকটি দিক থেকেই সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। একটু ভদ্র ব্যবহার তোর কাছে আশা করি।'

'আমার এরকম হওয়ার জন্য তোমরাই দায়ী! তোমরা আমাকে সেরা স্কুলে পাঠিয়েছিলে যাতে ভালো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারি। সেখানে আমার সেরা বান্ধবী ছিল সিনথিয়া, মনে নেই? আর জেমস গোয়ালেনের কথা মনে পড়ে? ওরকম চমৎকার শিক্ষিত মানুষ চোখে পড়ে না তোমরাই বলেছিলে। কিন্তু সিনথিয়াকে কোনদিন আমাদের বাড়িতে আনতে পারিনি তোমাদের জন্যেই—তোমরা যেভাবে নিজেদের জগত নিয়ে মেতে থাকতে। মাঝে মাঝে ভাবি সামান্য চাষীর মেয়ের মত বেড়ে উঠলেও কত ভাল হত।'

ততক্ষণে ওরা বাস স্টপে পৌঁছে গিয়েছিল। ক্লেয়ার ঘুরে তাকাতেই দেখল ওর মার দু গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমেছে। হঠাৎ মনটা ব্যথাতুর হয়ে গেলো ক্লেয়ারের। এতক্ষণে ওর মনের সব তিক্ততা ও বের করে দিয়েছে—তবু ওর কষ্ট হতে লাগলো মা'কে কাঁদিয়েছে বলে। এইসব কঠিন কথা বলা উচিত হয়নি মনে হল ক্লেয়ারের, কিন্তু ও প্রায় নিজেকে হারিয়ে বসেছিল।

ওর খুব অনুতাপ হলো এবার। মার প্রতি ওর অদ্ভুত একটা ভালোবাসাতে ও দুহাতে জড়িয়ে ধরল কনিকে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মা,' ও অসহায় ভঙ্গীতে বলল।

কনি কোন কথা বলতে না পেরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে মেয়েকে ধরলেন।

ক্লেয়ার মাকে চুমু খেয়ে ব্যাগটা তুলে নিল, বাসটা এসে যাওয়ায় ও হাঁফ ছাড়ল।

'বিদায়, মা। যা বলেছি সব ভুলে যেতে চেষ্টা কোরো!'

কনি আবার খামারে ফিরে এলেন। গেটের কাছে পাইপ মুখে কনির অপেক্ষায় ছিলেন মেলর্স। স্ত্রীর অশ্রুভেজা মুখ লক্ষ্য করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

'বেচারি, কনি—মেয়ের সঙ্গে আবার ঝগড়া হল?'

কনি মাথা নুইয়ে সায় দিলেন।

'ও ভয়ঙ্কর সব কথা বলেছে। ওঃ অলিভার, আমরা ওকে ভালোবাসার বিষয় শেখাতে চেয়েছি, তাই ও আমাদের বিরুদ্ধে।'

'হয়তো আমরা ভুল করেছি, হয়তো করিনি। বলা শক্ত,' মেলর্স স্ত্রীর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললেন। 'ও এখনও নাবিলিকা, নিজেকে পূর্ণবয়স্কাই শুধু ভাবে। তুমি যেমন ছিলে ঠিক সেই রকম, কনি।'

'আমার মত।'

'হ্যাঁ। আমি প্রথম যখন তোমাকে দেখি তখন আমাদের ওই মেয়ের মতই বিভ্রান্ত ছিলে তুমি। তুমি একভাবে গড়ে উঠেছিলে, অন্য জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার ধারণা ছিল না। আমাদের দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত তুমি ভয় পেয়েছো। ক্লেয়ারও এই রকম ভীতা—অনেকটা বন্য। হয়তো একদিন ও কাউকে খুঁজে পাবে যে ওকে শান্ত করবে। আমরাই হয়তো তাকে ভয় পাইয়েছি, কে জানে। এ নিয়ে ভেবো না, সোনা। গ্লোরিয়া ঘুমিয়েছে! আমি এক কাপ চা করে দিই, এসো।'

মনে আঘাত লাগলেও কিছুটা শান্ত হয়ে কনি ভিতরে গেলেন। আঘাতটা ক্লেয়ারের কথা ভেবেই।

অপূর্ব অলিভার। ভাবলেন কনি। ওর মন এমন দয়ায় ভরা। যখন মন চঞ্চল হয় অলিভারই ওকে সান্ত্বনায় ভরিয়ে তোলে অলৌকিকভাবে। এই মুহূর্তে কেউ যদি কনিকে প্রশ্ন করে ক্লিফোর্ড চ্যাটারলিকে ছেড়ে এসে ও সুখী কিনা, তাহলে বলবেন, 'নিশ্চয়ই সুখী…সুখী…সুখী।'

কিন্তু ক্লেয়ারকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই।

ক্লেয়ারের কথা মনে হতেই কনির মনে পড়ল তিনি নিজেও অতীতে অনেকবার ভেবেছেন সঠিক নির্বাচন করতে পেরেছেন কিনা। মাঝে মাঝে দুর্বলতা তাকেও চেপে ধরেছে উদার প্রেমিকা হয়েও। মনে পড়েছে তিনি স্যার ম্যালকম রীডের মেয়ে আর একজন ব্যারনেটের পূর্বতন স্ত্রী।

স্যার ক্লিফোর্ডের কাছ থেকে ওঁর নিজের আর অলিভারের স্ত্রীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ আদায় করার দিনগুলো সহজ ছিল না। টাকার প্রতি ওঁর টান না থাকলেও এই খামার কিনে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে দু'জনকে।

নিজের আগের দুনিয়ার কথা ভাববার সময় ছিলো না কনির। পুরনো বন্ধুরা ওকে ত্যাগ করায় গ্রাহ্য করে নি কনি। ওঁর পাশে দাঁড়ায় ওঁর বোন হিল্ডা। তারপর ক্লেয়ারের আগমন ওর জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলে। অলিভারের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাননি কনি—গ্রাহ্য করেন নি কলঙ্ক। বলতে গেলে তাদের এই গ্রামীন মানুষদের সঙ্গে এক ধরণের নির্বাসনই মেনে নিতে হয়। ক্লেয়ার যতদিন ছোট ছিল এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় নি, কিন্তু ক্লেয়ার বোর্ডিং স্কুলে যাওয়ার পরেই এটা ওর মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। তখনই কনির সুখে সামান্য চিড় ধরে।

কনিই ক্লেয়ারকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে নিজের মত শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। অলিভারের ইচ্ছে ছিল সাধারণ মানুষের মত বেড়ে উঠুক ক্লেয়ার।

তাহলে কি আগাগোড়াই ভুল করে এসেছেন কনি? অলিভার সান্ত্বনা জানালেও মন চঞ্চল হয়ে উঠলো ওঁর। একমাত্র মেয়ের বিরুদ্ধতা ওর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

॥ দশ ॥

গ্লোরিয়ার চিন্তা মন থেকে দূর করা সহজ হল না ক্লেয়ারের কাছে। হিল্ডা মাসী বা পিপের কাছে ও কথাটা বলেনি। মার সঙ্গে ও একটা বিষয়ে একমত, একথা যত কম লোককে বলা যায় ততই ভালো। মা তার বোনকে কখনই ব্যাপারটা জানাতে চায় না।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল লণ্ডনে ফেরার পর থেকে ক্লেয়ার অনবরত স্যার ক্লিফোর্ড চ্যাটারলির কথা ভাবছিলো। তার কথা বেশি জানতো না ও,

একমাত্র মার কাছে যেটুকু শুনেছিল। গ্লোরিয়া আসার পরেই ওর সঙ্গে বাবার যেটুকু ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল তা যেন ছিন্ন হয়ে গেছে। একটা বিরাট ব্যবধান আবার গড়ে উঠেছে। ক্লেয়ার ভাবলো কখনই ও আর সোয়ানিংডনে যাবে না, সেখানে গিয়ে ওই সৎ বোনের সঙ্গে ও কোনভাবেই জড়িয়ে পড়তে চায় না। বাবা মা আর গ্লোরিয়ার সঙ্গে ওর যত কম দেখা হয় ততই ভালো।

বরাবরের মতই ক্লেয়ার ওর সব দুঃখ, চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যেই রেখে দিতে চাইলো—ওর অনুভূতি কেউ টের পেলো না হাসপাতালে। নিজের কর্তব্য ও সঠিকভাবে পালন করে চলল। রাতের শিফটেও ও নিখুঁত ভাবে কাজ করে গেল। হাসপাতালে বেশ কিছু নতুন রোগী এসেছিল তাই কাজের শেষ ছিল না।

নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ভাবনার অবকাশ ছিল না ক্লেয়ারের। আচমকা ফ্লু দেখা দেওয়ায় বেশ পরিশ্রম হলো ওর। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে অন্যসব সিষ্টারের সঙ্গে ও কাজ করে চলল। একজন মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। একজন তরুণ অফিসারের জীবন বাঁচাতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হল ওদের।

একদিন কাজের অবকাশে দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল ক্লেয়ার। ওর সারা শরীর কাঁপছিল। রাত প্রায় চারটে—আবার দু ঘণ্টা পরেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরতে হবে, রোগীদের ওষুধ খাওয়াতে হবে।

হাসপাতালের নানা ঘটনার তুলনায় সোয়ানিংডন খামারকে তুচ্ছই মনে হয় ক্লেয়ারের। বাবা মা'র দুঃখজনক অতীত বা ওর সৎ বোনের ব্যাপারে কি আসে যায়? বরং আটলান্টিকের যুদ্ধ ঢের জরুরী। মিত্র পক্ষ জোরালো লড়াই শুরু করেছে।

নিজের ওয়ার্ডে ফিরে গেল ক্লেয়ার। আর তখনই তীব্র আর্তনাদ করে উঠল সাইরেন। আবার বিমান আক্রমণ শুরু হয়েছে, সত্যিই শান্তি নেই। শয্যা থেকে শয্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল ক্লেয়ার, কেউ বুঝতে পারলো না ও কতটা ক্লান্ত। যুদ্ধের কাজে নিজেকে মনে প্রাণে সঁপে দিয়েছিল ও।

মাকে চিঠি লেখার কর্তব্য ও মেনে চলেছিল—বা ফোন করারও। জানিয়েছিল দারুণ ব্যস্ত থাকায় বাড়ি যেতে পারছে না।

মার একমাত্র চিন্তা ছিল বাবা বাতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। একবারের জন্যই কনি বেশ ভীরুতার মধ্য দিয়েই গ্লোরিয়ার কথা জানাতে চাইলেন।

'সে কটেজে ভালোই আছে। ডাঃ কোল বলেছেন এই সপ্তাহের শেষেই বাচ্চা হতে পারে।'

কোন রকমে নিজেকে সামলে ক্লেয়ার লিখলো, 'আশা করি কিছু খারাপ হবে না। যা ঘটে জানিও।'

'এখানে আসবি তো, ক্লেয়ার?' ওর মা জানতে চাইলেন।

ক্লেয়ার মন ঠিক করে উত্তর দিলো, 'নিশ্চয়ই।'

ইতিমধ্যে সিষ্টার ইভান্সও ক্লেয়ার মেলর্সের কোন ত্রুটি ধরতে পারলেন না। অফুরন্ত শক্তি দিয়ে যেন ও সেবা করে চলেছিলো।

ওর বান্ধবী এলিজাবেথ পেন্ডারেল একদিন চা খেতে খেতে বলল, 'কিরে—যুদ্ধটা কি একাই জয় করবি নাকি?'

এলিজাবেথকে সবাই লিজ বলে ডাকে। ও ক্লেয়ারের চেয়ে এক বছরের বড়। বেশ সুন্দরী, তবে একটু গোলগাল। পুরুষরা ওকে বেশ পছন্দ করে ওর ফোলা ফোলা গাল দুটো দেখে। ও বেশ মজাও করতে পারে। ও সকলকে আনন্দ দেয় সিষ্টার ইভান্সকে নকল করে।

লিজ আর ক্লেয়ারকে পরস্পরকে খুব পছন্দ করে। তবে লিজ দেখেছে ও সুন্দরী ক্লেয়ারের তেমন কাছের হতে পারে না। লিজ কিছুটা খোলামেলা—ও ওর মনোভাব সকলকে জানিয়ে ফেলে। ও জানে ক্লেয়ার ঠিক এর উল্টো। একসময় ও ক্লেয়ারের ওই শীতল ভঙ্গী পছন্দ করতে পারেনি। এরপর একদিন অকারণ হাসি বন্ধ করে লাল চোখ নিয়ে কাজ করতে আসার পর ক্লেয়ার লিজকে কি হয়েছে জানতে চায়। লিজ সব কথা ক্লেয়ারকে বলে ফেলেছিলো। ও যে ছেলেটিকে বিয়ে করতে চলেছিল সে আচমকা মারা গেছে যুদ্ধে। এর পর থেকেই ক্লেয়ার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়ে পড়ে। নিজের বেদনা ভোলাতে ও নানা ভাবে চেষ্টাও করে। ক্লেয়ারের বিয়ে ভেঙে যাওয়াটা ও কিছুতেই বুঝতে পারেনি। ক্লেয়ার ওকে বলেওনি। লিজ তাই কখন রবিনের কথা তোলে না।

তবে আজ ও বন্ধুকে অতিরিক্ত কাজ করার বিরুদ্ধে সাবধান করে দিলো।

'কি হয়েছে রে, ক্লেয়ার? সবাই ভাববে তুই কিছু যেন প্রমাণ করতে চাইছিস।'

'হয়তো তাই, লিজ।'

'আমায় সব কথা বল। তুই শুধু নিজের কাজই করিস না, অন্যের কাজও করিস চেয়ে নিয়ে।'

হাসলো ক্লেয়ার। 'হয়তো তোর কথাই ঠিক, আমি যুদ্ধটা একাই জয় করতে চাই।'

'আমি সব সামলে কাজ করতে চাই,' লিজ বললো, 'নিজেকে তোর শেষ করার কারণ দেখছি না।'

'আমি তা করছি না।'

'তোকে আমি বুঝতে পারি না, তবু খুবই ভালোবাসি তোকে,' লিজ বলল। 'ইচ্ছে হয় দুজন একদিনে ছুটি নিতে। আমি তোকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমার ভাই ফ্রান্সিসের সঙ্গে আলাপ করাতে চাই। ওর সখ ছবি আঁকা, তোর ছবি আঁকতে ওর দারুণ ভালো লাগবে।'

এলিজাবেথ পেভরেল বেশ বড় লোকের মেয়ে। ওদের ভার্বিসায়ারে বিশাল জমিদারী আছে। লিজের বাবা স্যার নীল পেভরেল একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন আর ওর মা লেডি ক্যাথলিন একজন আইরিশ জমিদারের মেয়ে। ওর ভাই ফ্রান্সিস একদিন জমিদারীর মালিক হবে। স্বাস্থ্য খারাপ থাকায় সে যুদ্ধে যোগ দিতে পারেনি, তাই অফিসেই যুদ্ধের কাজ করে, আর ছবি আঁকে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎই ক্লেয়ারের মনে হলো ওরা কাছাকাছি থাকে তাই চ্যাটারলিদের কথা হয়তো জানতে পারে। ওরা রবিন আর তার পরিবারের সবাইকে চেনে।

গ্লোরিয়া সোয়ানিংডনে আসার পর থেকে ওকে চ্যাটারলির চিন্তাটা যেন তাড়া করে ফিরছিল।

ও হঠাৎ লিজের কথায় বাধা দিলো।

'লিজ, র‍্যাগবি নামটা শুনেছিস?'

একটু অবাক হয়ে তাকালো লিজ।

'র‍্যাগবি? ও হ্যাঁ। আমাদের লং এশুনের বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল দূরে র‍্যাগবি। ওটা হল চ্যাটারলির জমিদারী।'

ক্লেয়ার এবার বেশ সতর্ক হয়ে উঠল। ওর আরও প্রশ্ন করার আগ্রহ জেগে উঠলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে ও ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে লিজের হাসিভরা মুখের দিকে তাকালো।

'তিনি কি জীবিত—মানে, স্যার ক্লিফোর্ড?'

'নিশ্চয়ই। কেন? ওঁকে কোনদিন দেখেছিস?'

'না', ক্লেয়ার সোজা জবাব দিল। 'তবে ওঁর কথা শুনেছি। তুই দেখেছিস কিনা ভাবছিলাম।'

'দু-একবার', লিজ বললো। 'তিনি অদ্ভুত হলেও বেশ চমৎকার মানুষ।

প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হবে। গতবার যখন বাড়ি যাই বাবাকে বলতে শুনেছি উনি এখনও বেশ শক্ত সমর্থ। গত যুদ্ধের সময় আহত হয়েছিলেন স্যার ক্লিফোর্ড। প্রায়ই তাকে সোফারের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যায়। তারা তাঁকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে যায়। যুদ্ধের আগে তিনি তার বাগানে সুন্দর চ্যারিটি পার্টি দিতেন। তার চমৎকার একটা বাগান আছে, ওটা নিয়ে তার বেশ গর্বও আছে। এখন র‍্যাগবিতে অফিসারদের আরোগ্য নিকেতন গড়ে তোলা হয়েছে।'

গভীর আগ্রহে ক্লেয়ার শুনে যাচ্ছিলো। এটা মার কাছে জানাবার মত খবর হবে। বহু প্রাচীন ভবন এইভাবে হাসপাতাল হয়ে উঠছে। লিজকে আর প্রশ্ন করতে হলো না, ও নিজে থেকেই র‍্যাগবি আর স্যার ক্লিফোর্ডের সম্বন্ধে বলে চললো। ও বললো ক্লিফোর্ডের দুধ সাদা চুল, লালচে মুখ আর নীলাভ চোখের কথা। এখনও তাকে সুন্দর লাগে, বেশ সুন্দর পোশাক পরেন সব সময়। সব সময় তাকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায় কোলের উপর একটা কম্বল নিয়ে। লিজ মনে করে তার ওই পক্ষাঘাত হওয়া অত্যন্ত দুঃখের। এখনও তার মস্তিষ্ক চমৎকার কাজ করে।

'তার সঙ্গে বাবার বেশ ভাব', লিজ বলে। 'দুজনেরই ইতিহাস ভালো লাগে। ফ্রান্সিসও মাঝে মাঝে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। র‍্যাগবির কিছু শিল্প সম্পর্কে ফ্রান্সিস প্রায় পাগল। স্যার ক্লিফোর্ডের চমৎকার একটা রেনোয়া আছে। হাসপাতালটা চালায় রেড ক্রশ। তবে স্যার ক্লিফোর্ড সব ব্যাপার দেখেন। তিনি র‍্যাগবির অন্য অংশে থাকেন। তার মনের জোর খুব। তুই তাকে চিনলি কি করে, ক্লেয়ার?'

'আমি চিনি না', ক্লেয়ার দ্রুত জবাব দিলো। 'শুধু শুনেছি।'

'ঠিক আছে যখন লং এগুনে থাকতে আসবি, তখন তোকে আলাপ করিয়ে দেব।'

'বেশ ভালো লাগবে', ক্লেয়ার বললো। আচমকা ওর শরীরে একটা কাঁপন লাগলো। এবার ওর অনুশোচনা হল কারণ লিজ ক্লিফোর্ডের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছিল।

'বাবা মা বলেন তাঁর জন্য ওঁদের দুঃখ হয়···ক'বছর আগে যখন তিনি স্ত্রীকে হারান। আমি তখন বাচ্চা ছিলাম—লেডি চ্যাটারলি ওঁকে ছেড়ে চলে যান।'

ক্লেয়ার কোন কথা বলল না। ওর গলায় যেন কিছু আটকে গেছে।

লিজ বকবক করে চললো: 'তার নাম ছিল কন্সটান্স—মা বলেন মহিলা

অসম্ভব রকম সুন্দরী, একটু যৌন আবেদনময়ী আর তিনি স্যার ক্লিফোর্ডের গেমকীপারের সঙ্গে পালিয়ে যান। মার দারুণ খারাপ লেগেছিল। জানিস, ক্লেয়ার, মাঝে মাঝে যখন স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে দেখা হয় তখন ভাবি তিনি বিষাদের মূর্তি হলেও লেডি চ্যাটারলির মত একজন অল্পবয়স্কা মেয়ের পক্ষে ওই পক্ষাঘাত সম্পন্ন পুরুষকে মেনে নেওয়া কষ্টকরই ছিলো। তার তো ত্রিশ বছরও বয়স ছিলো না। এ রকম এক স্বামীর প্রতি বিশ্বস্তা থাকতে গেলে তাকে তো শহীদ হতে হতো।'

ক্লেয়ার এবার সত্যিই অসুস্থ আর ভীত হয়ে পড়লো। মা'র সম্পর্কে ও লিজকে আর বেশি কিছু বলতে দিতে পারে না, সেটা পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক। কোন মেয়েই তার মার সমালোচনা শুনতে চায় না।

ক্লেয়ায় হাঁফ ছাড়লো যখন একজন সিষ্টার এসে জানালো ওদের ওয়ার্ডে খাওয়ার সময় হয়েছে।

ক্লেয়ারের সঙ্গে আবার লিজের দেখা হলে মনে হলো সে চ্যাটারলির কথা ভুলে গেছে। ও তাই কথাটা তুলল না। তবু রাতে ঘুম এলো না ক্লেয়ারের। স্যার ক্লিফোর্ড সম্পর্কে লিজ যা যা বলেছে সবই ও আবার ভাবতে লাগলো। ক্রমেই ও বাবার থেকে দূরে সরে গেলো। তিনি একজন অসহায় মানুষের স্ত্রীকে অপহরণ করেছেন। ও মনে মনে ভাবলো, গেমকীপারের মেয়ে না হয়ে স্যার ক্লিফোর্ডের মেয়ে হলে কত অন্য রকম হত।

মিস আলবিস জোর সঙ্গে আলাপ এবং তার বাড়িতে রাত্রিবাসের কথা মনে পড়ল ক্লেয়ারের। বেশ বেলায় ঘুম ভাঙলে জো জানালো দেরীতে ঘুম ভাঙায় এখন আর কথা বলার সময় নেই। প্রাতরাশটা যেন ক্লেয়ার নিজেই করে নেয়। সবই রান্নাঘরে আছে।

'উঃ জাগিয়ে দিয়েছো, বাঁচলাম', ক্লেয়ার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল। 'হাসপাতালে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

জোর মুখখানা আজ বেশ কঠিন মনে হচ্ছে আজ সকালে, ভাবলো ক্লেয়ার।

জো বললো, 'আজ রাতে আবার আসবে তো?'

'খুব সম্ভবতঃ না,' ক্লেয়ার বললো। 'একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'কোন ছেলে বন্ধু বুঝি?' জোর গলায় একটু শ্লেষ।

'না,' ক্লেয়ার উত্তর দিলো। 'আমার ভি. এ. ডি. বন্ধু লিজ। আমরা সিনেমায় যাব।'

'তারপরে আসতে পারবে না?'

'না, জো। হিল্ডা মাসীও এসে যাবেন।'

'তাহলে কবে আসবে?'

বেচারি জো, ভাবলো ক্লেয়ার। ও বড্ড একা।

'আবার একদিন এসে তোমার বিছানাটা দখল করব। কেমন? শিগ্‌গিরই বিরক্ত হয়ে উঠবে তাহলে।'

জো অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো ক্লেয়ারের দিকে। তারপরে সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজার বাইরে থেকে তার গলা শোনা গেল।

'যখন খুশি এসো। তাড়াতাড়ি হলেই ভালো। বিদায়।'

'বিদায়, জো,' ক্লেয়ার উত্তর দিলো।

সত্যিই আশ্চর্য মেয়ে, ভাবলো ক্লেয়ার। ওর সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে।

ক্লেয়ার এবার রান্নাঘরে গিয়ে এককাপ কফি বানাতে যেতেই বসার ঘরে কার গলা শুনতে পেল। ও সেখানে একটা মেয়েকে বিমানবাহিনীর পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। মেয়েটির হাতে একটা ব্যাগ। ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো।

'আপনি— ,' ক্লেয়ার বলতে গেল।

'আপনি কে?' কর্কশ গলায় মেয়েটি বলে উঠলো।

'ক্লেয়ার মেলর্স।'

মেয়েটা দুর্বিনত ভঙ্গীতে ক্লেয়ারের আপাদমস্তক দেখে নিলো।

'একজন নার্স দেখছি।'

'হ্যাঁ। কোণের ওই হাসপাতালে আমি কাজ করি,' ঠাণ্ডা স্বরে বললো ক্লেয়ার। মেয়েটিকে আদপেই ভালো লাগলো না ওর। মেয়েটার চোখ বেশ বড় বড় আর ঠোঁট রসসিক্ত। হয়তো জোর কোন পুরনো বান্ধবী।

ক্লেয়ার কেন এখানে আছে ব্যাখ্যা করতে যেতেই মেয়েটি একটা প্রশ্ন করল।

'জো কোথায়?'

'এই মাত্র কাজে গেছে।'

'আপনি এখানে রাত কাটিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তাতে আপনার আপত্তি আছে?' ক্লেয়ার বিরক্ত হয়ে বললো। মেয়েটির জবাবে ও বেশ অবাক হলো।

'হ্যাঁ, দারুন আপত্তি আছে।'

একটু বিমূঢ় ভাবেই তাকালো ক্লেয়ার। কি অসভ্য মেয়ে! ওর বুকটা ধুকপুক করতে লাগলো। অবাক হলো জোর এমন বন্ধু আছে দেখে।

'আমার নিজের পরিচয় বোধ হয় দেওয়া উচিত। আমি ফ্লাইট অফিসার মণিকা স্টার্ণহ্যাম,' মেয়েটি বললো।

'জো আমার চিঠি পায়নি?'

'মিস অ্যালবিসের কোন চিঠিপত্রের বিষয় আমি জানি না। সে আপনার নামও বলে নি।'

'মিস অ্যালবিস,' নামটা উচ্চারণ করে মণিকা স্টার্ণহ্যাম হেসে উঠলো পকেটে হাত রেখে। তারপর সে ঘরে পায়চারি করতে শুরু করল। 'তাকে আপনি নিশ্চয়ই জো বলে ডাকেন?'

'হয়তো ডাকি, কিন্তু—।'

'কতদিন ধরে এখানে আছেন?'

'আমি এখানে থাকি না। বোমার জন্য গত রাত্তিরেই শুধু ছিলাম।'

'ওহো বোমার ভয়ে এখানে ছিলেন! জো বেশ সুন্দর অভিনয় করেছে আপনাকে রক্ষা করার ভূমিকায়। আপনার মত সুন্দর জিনিসকে রক্ষা করতেই হয়।'

'দেখুন', প্রায় আগুন হয়ে বললো ক্লেয়ার, 'আমি জানি না এখানে এসে আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন কেন, এসব আমি পছন্দ করি না। আপনার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ, না হলে অচেনা কারও সঙ্গে এভাবে কথা বলতেন না।'

'ঠিক আছে—ঠিক আছে—আমি বলছি আপনার সম্পর্কে কি ভাবছি,' মেয়েটি বললো। 'আমার মনে হয় আপনি একটা কুকুরী বলেই জোর সঙ্গে আছেন, আপনি ভালোই জানেন জোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি···আর সে আমার কতখানি।'

'আপনি কিসব বলছেন বুঝতেই পারছি না। আমি কিছুই জানি না।'

'বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় জো আপনাকে সব কথাই বলেছে। না বলে থাকলে আমিই তা বলছি। ওই মেয়েটা মরে গেলে···' মণিকা টেবিলের ছবিটা ইঙ্গিত করল। 'ও মারা যেতে যেতে জো অতি মাত্রায় মদ খাওয়া শুরু করে, তখন আমি ওর সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করি। পরে সামান্য কারণে ও একদিন আমাকে চলে যেতে বলে। তবুও ওকে রোজ চিঠি লিখেছি। আমি ওকে ভালোবাসি, তাই কিছুতেই ওকে ছেড়ে দেব না।

ও মিথ্যে কথা বলেছে যে এখানে আর কেউই থাকে না। আপনাকেই তো দেখতে পাচ্ছি। তবে অতো সহজে আমাকে সরিয়ে দিতে দেব না।'

মণিকা এক নাগাড়ে দ্রুত বক বক করে চললেও সব কানে ঢুকলো না ক্লেয়ারের। ও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলো না। মনে হচ্ছে জো যেন পুরুষ, তাই ওকে দেখে তার বান্ধবী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

'আমি জোকে ভালোবাসি···আমি ছেড়ে দেব না···।'

ঠিক তখনই সত্যি ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গেল ক্লেয়ারের কাছে। জো কি ধরনের মেয়ে ও বুঝে নিলো। ক্লেয়ারের প্রতি ওর আগ্রহ, সেই আদর যত্ন···এর সবটাই শুধু বন্ধুত্ব থেকে নয় বরং বিকৃতি থেকে।

আজ এই মণিকা নামে মেয়েটি এসে না পড়লে ক্লেয়ার হয়তো আবার আসতো আর অত্যন্ত বিসদৃশ কোন অবস্থায় পড়তো।

ক্লেয়ারের মনে পড়লো জো কিভাবে লম্বা আঙুল দিয়ে ওর হাত ধরেছিল। ওর হাসি পেলো, এরকম অবস্থার সামনে ও কখনই পড়েনি। পুরুষের প্রতি ওর মনোভাব যাই হোক না কেন, জো অ্যালবিসের মত মেয়ের সঙ্গে ও সান্ত্বনা কখনই পাওয়ার আশা করে না। কথাটায় আবার চমকে গেল ক্লেয়ার। এর চেয়ে কাম বিনেলী ঢের সহনীয়।

প্রাতরাশের জন্য আর দাঁড়ালো না ক্লেয়ার। পোশাক পরে ব্যাগটা তুলে নিয়ে আর একটা কথাও না বলে দ্রুত ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

গতরাতের বোমার শব্দে বহু জানালার কাচ ভেঙে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। মে মাসের সূর্যের আলোয় প্রাণভরে শ্বাস টানলো ক্লেয়ার। ও মনে মনে ঠিক করে ফেললো জোর মুখোমুখি হবে না। তবুও মন যখন শান্ত হলো, জোর জন্য দুঃখ হল ওর। ওকে এত ভালো লেগেছিলো।

সত্যিই মানুষের জীবনে কত ঘটনাই ঘটে। গতরাতের সেই ঘটনা আর আজ সকালের কুৎসিত ঘটনা ক্লেয়ারের সমস্যা না মিটিয়ে আরও যেন জটিল করে তুললো।

॥ বারো ॥

এরপর শুধু দূর থেকেই জো অ্যালবিসকে দেখতে পেয়েছে ক্লেয়ার। তবে জোর ফ্ল্যাট ছেড়ে আসার পরদিন ও একটা চিঠি পায় জোর কাছ থেকে : তাতে লেখা ছিল :

'শুনেছি মণিকা ফ্ল্যাটে এসে খারাপ ব্যবহার করেছে। মনে হয় আমাদের বন্ধুত্ব এখানেই শেষ। আমি কত যে অসুখী বোঝাতে পারবো না। দেখা করতে ইচ্ছে হলে আমার ঠিকানা তো জানাই।'

ক্লেয়ার চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছিল। সেদিনের কথাটা ও ভুলতে পারে নি। তবে জোর জন্য দুঃখ হয়।

হাসপাতালে নানা কাজে ডুবে থেকেও নিজের একান্ত একাকীত্ব ভুলতে পারলো না ক্লেয়ার। রবিনের সঙ্গে ভালোবাসার স্মৃতি ও ভুলতে পারছিলো না। ও বুঝলো যে কোন মেয়ের কাছেই ভালোবাসা অত্যন্ত জরুরী।

কেমন যেন বিষাদময়ী হয়ে উঠলো ও। হয়তো একদিন বোমার আঘাতে ও মরে যাবে, ভালোবাসার প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করা হবে না। হতাশার মধ্যে দিয়েই মনে হল একদিন সঠিক কোন পুরুষের দেখা পাবে, আর জীবনের সব তিক্ততা মুছে যাবে।

কলিন ট্যালবটের স্ত্রীর মত মেয়েদের ও ঈর্ষা করতে শুরু করল। ওদের জীবন কত সুন্দর। যাকে পছন্দ করতো এমন পুরুষকেই ইভিলিন বিয়ে করেছে। তাদের কাছ থেকে ক্লেয়ার একটামাত্র চিঠি পেয়েছিল, তারা মধুচন্দ্রিমায় যাওয়ার পর। পরদিনই ও ইভিলিনের কাছ থেকে একটা বড় চিঠি পেলো। ইভিলিন লিখেছিল ওকে শেটল্যাণ্ড দ্বীপে বদলি করা হয়েছে তাই স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ঘটেছে। কলিন সুস্থ হয়ে উঠেছে। অনেক ধরাধরি করে কলিন আবার যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। সে এখন সিসিলিতে—মিত্রপক্ষ সেখানে নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে।

ইভিলিন লিখেছিল :

'ও যায় আমি চাইনি, কিন্তু আমি তো জানি ও কতটা আগ্রহী। আশা করি তোমার খবর ভালোই। কলিন আর আমি খালি তোমার কথা আলোচনা করি।'

ক্লেয়ার চিঠির জবাবে ওদের শুভ কামনা জানিয়েছে। পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে হচ্ছে বলে ও সমবেদনা জানাতে ভোলেনি।

মে মাসের শেষ নাগাদ এক শনিবারে পিপের জন্মদিনের উৎসবের আগে পর্যন্ত প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চলল ক্লেয়ার। পিপ বাইশ বছরে পা রাখবে ওই দিন। সৌন্দর্য ফেটে পড়ছে পিপের, ওকে ষোল বছরের বেশি মনেই হয় না। হিল্ডা মাসী যা ভেবেছিলেন রাতটা অবশ্য পিপের পক্ষে তেমন সুখকর হলো

না। পিপ প্রেমে পড়েছিল শেষ পর্যন্ত—একেবারে উদ্দাম প্রেমে। কথাটা পিপ ক্লেয়ারকে বলেছে—বিমান বাহিনীর দপ্তরের এক বিবাহিত ভদ্রলোকের প্রেমে পড়েছিল পিপ। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে পিপ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

হিল্ডা মাসী স্থাভয়ে পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বারোজন। সবাই খাওয়া দাওয়া আর নাচে মত্ত। সন্ধ্যাটা পিপের কাছে মাটি হয়ে গেল, কারণ সেই এয়ার ভাইস মার্শালকে আমন্ত্রণ করা যায়নি। ক্লেয়ার লক্ষ্য করছিল পিপ একের পর একের সঙ্গে ক্রমাগত নেচে চলেছে। অনেক ধরনের মানুষ আজ এসেছে। পিপ খুশি মনে ছিলো না। ওকে দেখে বেশ দুঃখিত হল ক্লেয়ার—হয়তো আরও বেশি স্নেহপ্রবণ হয়ে গেল ও: এই পার্টিতে ক্লেয়ারই একমাত্র জানে পিপ সারারাত কেঁদেছে কারণ ওর প্রেমিক কোন ভাবেই ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেনি।

পিপ ওকে বলেছিলো, 'ওর সঙ্গে সপ্তাহ শেষটা কোথাও কাটিয়ে আসতে বলেছে। ও বিবাহিত বলে যতোটা কাছাকাছি হওয়া যায় সেটাই আমি চাই।'

ক্লেয়ার প্রতিবাদ করেছিল।

'কক্ষণও যাস না, পিপ। এ কাজ করিস না। সারা জীবন অনুতাপ করতে হবে।'

পিপ কান্না হাসির মধ্য দিয়ে অনুযোগ করেছিল যে ক্লেয়ার একেবারে সেকেলে বুড়ি।

ক্লেয়ারের বুকে যেন ছুরি বিঁধেছিল।

'হয়তো কথাটা ঠিক, তবে তুই যা করতে যাচ্ছিস তা সম্পূর্ণ ভুল—শুধু নৈতিক দিক থেকে নয়, এতে শুধু দুঃখই পাবি। লোকটা বিবাহিত, তাই আপাত আনন্দ পেলেও পরে বিপদ ঘটবে…।'

অনিবার্যভাবে ক্লেয়ারের মানস পটে গ্লোরিয়ার ছবি ফুটে উঠেছিল। ওর সেই একাকীত্বের ছবি।

'ওঃ আমি সত্যিই হতভাগিনী', কান্নায় ভেঙে পড়েছিল পিপ।

'কিন্তু এতে যে আরও অসুখী হবি, পিপ', ওর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল ক্লেয়ার। শেষ পর্যন্ত পিপ কথা দিয়েছিল ও না যেতে চেষ্টা করবে।

আজ রাতে স্থাভয়ে পিপকে দেখে কষ্ট হল ক্লেয়ারের। হালকা গোলাপি

পোশাকে চমৎকার লাগছে পিপকে। তবু কোথায় যেন একটা বিষাদের সুর।

ক্ষণস্থায়ী জীবন আর বিপদের কথা মনে হল ক্লেয়ারের। ও নিজে এখন নিমন্ত্রিত এক ফরাসী অফিসার জ্যাক মুজি'র সঙ্গে নাচছিল। অত্যন্ত সুপুরুষ এক তরুণ। গায়ের রঙ জলপাইয়ের মত, গাঢ় চোখ। বেশ আমুদে তরুণটি। মেয়েদের মনোরঞ্জনে সে অত্যন্ত পারদর্শী বলে মনে হলো। ক্লান্ত হাসির সঙ্গে ক্লেয়ারের মনে হলো অদ্ভুত একটা মাদকতা আছে জ্যাকের মধ্যে। চমৎকার ইংরাজী বলতে পারে জ্যাক। বর্তমানে ও ছুটিতে রয়েছে। এক ইংরেজ বন্ধুর বাড়িতে, বন্ধু নৌবাহিনীতে যুদ্ধে ব্যস্ত।

কথায় কথায় জ্যাক বলল দু চোখে প্রশংসার বন্যা বইয়ে, 'তুমি ভীষণ সুন্দর ক্লেয়ার, তা জানো? এ দেশে যত সুন্দরী দেখেছি তাদের সবার সেরা। লাল চুল আমার অসম্ভব প্রিয়। তোমার লাল চুলের কোন তুলনা নেই। অপূর্ব!'

'আমাকে ফুলিয়ে দিচ্ছো, জ্যাক', হাসলো ক্লেয়ার। জ্যাককে পছন্দ না করে পারা যায় না। ওর মধ্যে অদ্ভুত একটা ভালো লাগানোর পরশ আছে। ও নাচেও চমৎকার। ক্লেয়ারের ওর সঙ্গ দারুণ লেগেছে।

হিল্ডা মাসীও ওকে লক্ষ্য করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ক্লেয়ার যে সন্ধ্যেটা উপভোগ করছে তাতেই তিনি খুশি।

'তোমাকে যখন প্রথম দেখি তখন অক্সফোর্ডে কেনা রসেটির একটা ছবির কথাই আমার মনে পড়ছিল। এক তন্বী, হাতে একগুচ্ছ লিলিফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে।'

'আমার হাতে লিলি ফুল নেই কিন্তু', হাসল ক্লেয়ার।

'তা নেই, ডার্লিং, তবু তুমি তুমিই', জ্যাকও হাসলো। 'সব চুল তোমার পিঠে ছড়িয়ে পড়ছে, দারুন লাগছে।'

জ্যাকের সান্নিধ্যে দারুণ আনন্দ পাচ্ছিলো ক্লেয়ার। ওর মনে হলো সফেন কোন সমুদ্রে স্নান করতে করতে হঠাৎ সূর্যের দেখা পেয়েছে ও। নতুন সাদা একটা পোশাক পরেছিল ক্লেয়ার। পিপ ওর চুলে একটা ক্যামেলিয়া এঁটে দিয়েছিল।

তরুণ ফরাসী অফিসারও ভাবছিল ক্লেয়ারের কথা। সত্যিই আশ্চর্য মেয়ে। নিমেষে বোধহয় ওর প্রেমে পড়া যায়। মানব চরিত্রের ছাত্র হওয়ায়, বিশেষ করে মেয়েদের, ওর বুঝতে দেরী হলো না এ মেয়ে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা।

গালে গাল লাগিয়ে নেচে চলতে গিয়ে ও বুঝেছে মেয়েটি বোধহয় ওকে পছন্দ করেছে। ওর বুকের স্পন্দন ও অনুভব করেছে। মাঝে মাঝে নিজের হাতে ক্লেয়ারের আঙুলের আন্তরিক স্পর্শও টের পেতে দেরী হয়নি। তবুও ওকে আকর্ষণ করে একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইতেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে ক্লেয়ার, যেন সে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

ব্যাপারটা বুঝলো না জ্যাক। ওর নিজের ভালোবাসার জীবন খুবই সরল। একের পর এক মেয়ে এসেছে জীবনে, কিন্তু কারও সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠতা ওর হয়নি। কাউকেই ও বিয়ে করতে চায়নি। কিন্তু ক্লেয়ার একেবারে আলাদা। জ্যাক দারুণ আগ্রহী হয়ে উঠল, বিশেষ করে ক্লেয়ারের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা না থাকায় ও ধাঁধাঁয় পড়ে গেলো।

'পার্টি শেষ হলে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব, ক্লেয়ার', জ্যাক বলল।

অন্য সময় স্বাভাবিকভাবেই ক্লেয়ার ভাবতো, 'সেই এক ব্যাপার। ওরা সবাই এক।' কিন্তু এক্ষেত্রে ক্লেয়ার দারুণ উত্তেজনা বোধ করল জ্যাকের সঙ্গে কিছুক্ষণ একা থাকতে পারবে ভেবে।

রাত একটার সময় পার্টি ভেঙে গেলে জ্যাক ট্যাক্সিতে বাড়ি নিয়ে চলল ক্লেয়ারকে। ভাড়া মিটিয়ে নির্জন দরজার সামনে জ্যাক ক্লেয়ারকে দু হাতে কাছে টেনে চুমু খেলো। এর বেশি এগুলো না জ্যাক।

'তোমার ঘুম পেয়েছে, ডার্লিং!' নম্র স্বরে বলল ও। 'কাল সন্ধ্যায় একসঙ্গে আমরা কাটাবো, কেমন?'

দারুণ আবেগের ফলেই রাজি হয়ে গেল ক্লেয়ার। পরের সারাদিন ও সন্ধ্যার অপেক্ষাতে রইল।

সত্যিই সন্ধ্যেটা উপভোগ করলো ক্লেয়ার। প্রথমে একটা ছোট্ট সিনেমা হলে মজার একটা ফরাসী ছবি দেখল ওরা। তারপর রেঁস্তোরায় সুন্দর খাওয়াও। জ্যাক আবার ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছে দিল ক্লেয়ারকে। বিদায়বেলা চুম্বনও করল জ্যাক। জ্যাককে ক্রমেই বেশি করে ভালো লাগতে লাগলো ক্লেয়ারের। একটু একটু করে মেলামেশাও বাড়তে লাগলো। জ্যাকের জন্য অপেক্ষায় বসে থাকতো ক্লেয়ার। নিজেকে নতুন মানুষ ভাবতে চাইলো ক্লেয়ার। সত্যিকার পুরুষ জ্যাক। জো অ্যালবিসের ব্যাপারটা মন তিক্ত করে তুলেছিল ওর, জ্যাকের সান্নিধ্যেই সেটা কেটে গেছে। তাই জ্যাক যখন চেলসীতে ওর বাড়িতে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো, এক কথায় রাজি হয়ে গেল ক্লেয়ার। মে মাসের সুন্দর এক রাতে জ্যাক ক্লেয়ারকে গাড়ি চালিয়ে ওর

চেলসীর ছোট্ট বাড়িতে নিয়ে গেল। দারুণ ভালো লাগলো বাড়িটা ক্লেয়ারের। ছোট্ট বসার ঘরের বাইরে তুটো বারান্দা, ঘর ঠাসা বই, একপাশে চুল্লী, জানালায় সুন্দর পর্দা টাঙানো।

জ্যাক ক্লেয়ারকে কোটটা খোলায় সাহায্য করার ফাঁকে ওর ঘাড়ে আলতো করে ঠোঁট ঠেকালো। সারা শরীর কেঁপে উঠলো ক্লেয়ারের ওই স্পর্শে। জ্যাক অবশ্য আর এগোলো না। ও শিল্পী, তাই কিভাবে ভালোবাসতে হয় ও জানে, এতে তাড়া নেই। কফি খাওয়ার পর জ্যাক পিয়ানো বাজিয়ে শোনালো ক্লেয়ারকে।

পিছন ফিরে এরপর তাকাতেই জ্যাক দেখল ক্লেয়ার চোখ বুজে সোফায় হেলান দিয়ে রয়েছে।

'ঘুমিয়ে পড়েছো?' নরম গলায় প্রশ্ন করল জ্যাক।

চোখ খুলে হাসলো ক্লেয়ার।

'না। তোমার বাজনা মন দিয়ে শুনলাম। কি মিষ্টি হাত। আগে কখনও এত ভালো লাগেনি।'

জ্যাক পাশে বসে ওর একটা হাত তুলে নিয়ে আলতো ঠোঁট বুলিয়ে নিলো।

'আমার ছোট্ট লিলি সোনা—তোমার সব কথা বল। ভালোবাসতে ভয় পাও কেন?'

জ্যাক লক্ষ্য করলো তু চোখে আঁধার নেমেছে ক্লেয়ারের।

আশ্চর্যের কথা ক্লেয়ার অকপটে সব কথা জ্যাককে শুনিয়ে দিলো। রবিনের কথা শুনিয়ে বললো কিভাবে তার দোষেই সব নষ্ট হয়ে গেছে। জ্যাক বললো ওর বাবা মা হয়তো বেশি এগোনো সম্বন্ধে সাবধান করেছেন ওকে, তাই এরকম হয়েছে। ক্লেয়ার হেসে বলল ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে। যৌন ব্যাপারে অতিমাত্রায় খোলাখুলিভাবই সব গোলমাল করে দিয়েছে।

'আমি যে ভীত তা নয়, জ্যাক। আসলে আমি পরিপূর্ণভাবে প্রেম করতে চাই না।'

ক্লেয়ারের হাত নিয়ে খেলা করতে করতে জ্যাক বলে উঠলো, 'তুমি একদম সাচ্চা ইংরেজ মেয়ে। ভালোই বলেছো 'পরিপূর্ণভাবে প্রেম করতে চাও না।' হয়তো জানো, প্রিয়া, ফ্রান্সে আমরা ভালোবাসাকে একদম শিল্পকলা করে তুলেছি। ইংরেজ পুরুষরা ভাবে পুরুষরাই কেবল কামনার উদ্বেল আনন্দ উপভোগ করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি পুরুষের মত মেয়েরাও এতে সমান অংশ না নিলে কারও পক্ষে আনন্দ পাওয়া সম্ভব হয় না।'

সায় জানালো ক্লেয়ার। জ্যাকের সঙ্গে এমন বিষয়ে আলোচনা করতে ওর আপত্তি হলো না। ও চমৎকার ভাবে সব উপলব্ধি করতে পারে। ক্লেয়ার এবার গম্ভীর হয়ে একটা প্রশ্ন করলো।

'কোন মেয়ে যদি তা না চায় তখন কি হবে?'

ক্লেয়ারের হাত ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা কফির কাপ তুলে নিলো জ্যাক।

'বলতে চাও কোন মেয়ের মধ্যে কামনার শক্তি থাকে না? এটা সত্যি বলে আমার মনে হয় না। আমার ধারণা কামনার স্পর্শ সকলের মধ্যেই আছে। কারও মধ্যে বৃষদৃশভাবে এর স্পর্শ থাকায় হয়তো কোন গোলমাল দেখা দেয়। আমি বিশ্বাস করি না কামনা বাসনাহীন কোন স্ত্রী বা পুরুষ থাকতে পারে।'

'কিন্তু এর ব্যাখ্যা দিতে পারো? আমি চুমু ভালোবাসি—কিন্তু তার বাইরে—।'

'চুমু হলো সবসময় মুখবন্ধ, প্রিয়া—।'

'আমার কাছে তা অনেক বেশি', নিচু গলায় বললো ক্লেয়ার, 'আর তবুও—।'

'হ্যাঁ, তুমি জানো ভালোবাসার আরও কিছু আছে', কথাটা বলেই জ্যাক আবার চুম্বন করলো ক্লেয়ারকে। 'তোমার মধ্যে একটা স্বর্গীয় গন্ধ আছে। আমি তোমাকে লিলি ফুল বলেছি, সত্যিই তুমি ফুলের মত। না ফোটা ফুল, প্রিয়া। এ ফুল যদি আমার হত…।'

ক্লেয়ার বুঝলো জ্যাক কি বলতে চাইছে। জ্যাকের চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে হঠাৎ ক্লেয়ার যেন আত্মসমর্পণ করতে চাইলো। ও বোধহয় আশ্বস্ত হতে পারতো যদি ও বুঝিয়ে দিতে পারতো ও অস্বাভাবিক বা শীতল নয়। ও জ্যাককে বোঝাতে চাইছিলো ও ভালোবাসতে জানে।

'জ্যাক, জ্যাক', ও কাঁপা গলায় বলে উঠলো। ওর বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে উঠলো।

জ্যাক ওকে দু হাতে কাছে টেনে চুলের বাঁধন আলগা করে দিলো। তারপরেই ও ক্লেয়ারকে দীর্ঘ সময় ধরে চুম্বন করলো।

ক্লেয়ার আবেগে এলিয়ে পড়লো জ্যাকের শরীরে। জ্যাক চাপা স্বরে বললো, 'তোমাকে এমন করে চাই, আমার ছোট্ট ফুল।'

'আমিও চাই তুমি আমায় চাও', ফিসফিস করে বলে উঠলো ক্লেয়ার।

জ্যাক একটু সরিয়ে নিলো নিজেকে।

'তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত, ডার্লিং? তোমার শরীর আর মন দুইই? আমার অবাক লাগছে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার শরীরও', হাঁফাতে হাঁফাতে বলল ক্লেয়ার।

'তুমি নিশ্চিত? তোমার জন্য আমার ভয় লাগছে।' জ্যাক ওর বুকে হাত রেখে আবার বলল, 'তোমার বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তুমি পাখির মতই ভয় পেয়েছো।'

'ও, জ্যাক…।'

কিন্তু জ্যাক ওর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'না, ডার্লিং, তোমার প্রতি ভালোবাসা দেখালে তা হবে চরম বিপর্যয়।'

দারুণ কাঁপতে লাগলো ক্লেয়ার, দু হাতে জ্যাককে জড়িয়ে ওর কাঁধে মুখ চেপে ধরল।

ও কি ঠিক বলল? একি পাগলামি? ক্ষণিকের উন্মাদনায় ওকি ভবিষ্যতে অনুশোচনা করতে চাইবে? তবুও জ্যাকের মত এমনভাবে কে ওকে ভালোবাসা শেখাতে পারবে?

'কিন্তু আমি জানি, আমি তোমায় চাই। নিশ্চয় চাই।' জ্যাকও চুম্বন করলো।

'কারণ তুমি আমার এ চুম্বন পছন্দ করেছো। হ্যাঁ চুম্বনেও শিল্প আছে। হ্যাঁ, এসো তোমাকে তার প্রমাণ দিতে চাই।'

জ্যাক ওকে জড়িয়ে ধরে আবেগ চুম্বন এঁকে দিতেই ক্লেয়ারও আবেগ ভরে তা ফিরিয়ে দিল।

জ্যাক অনুভব করলো ক্লেয়ার শক্ত হয়ে ওর উপর দেহ এলিয়ে দিয়েছে। আবেগে মথিত হয়ে ও থরথর করে কাঁপছিল। কামনার একটা শিহরণ বোধহয় ক্লেয়ারের শরীরে বয়ে যাচ্ছিল।

'কোন মেয়ে যেভাবে পুরুষকে চায় এবার বোধহয় তুমি আমাকে সেইভাবেই চাইছো', জ্যাক নরম গলায় বললো।

হ্যাঁ তাই চাই, বিজয়িনীর মতই ভাবলো ক্লেয়ার। এই উত্তেজনা যদি চিরস্থায়ী হতে পারতো। সঠিক ভাবেই বুঝেছে জ্যাক…ও আমার…আমার…।

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লেয়ার কামনার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠলো। দ্রুত অভিজ্ঞ-ভাবেই জ্যাক ক্লেয়ারের পোশাকের বাঁধন খুলে বিছানায় নামিয়ে দিলো, তারপর সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ও যখন ফিরে এলো জ্যাকের দেহে শুধু একটা ড্রেসিং গাউন দেখা গেল।

ক্লেয়ার যে মুহূর্তে মুখ তুলে তাকালো ঠিক তখনই ওর সেই পুরনো ভয় ওর সমস্ত কামনাকে স্তব্ধ করে চেপে বসলো। হতাশা আর চরম তিক্ততা ওকে চেপে ধরলো। দ্রুত হাতে পোশাকটা টেনে নিয়ে যেন ওর সৌন্দর্য আড়াল করলো। জ্যাক নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে। ওর লাল দুটো গাল ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। ওর হাত মুঠো বন্দী। রবিনের কথা না জানলে ক্লেয়ারের অভিব্যক্তি আচমকা বদলে যাওয়ায় জ্যাক হয়তো ক্রুদ্ধ হত। ও বুঝলো ক্লেয়ারের কামনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ওর পাশে বসে পড়লো জ্যাক।

ক্লেয়ার ওর দীর্ঘ সুন্দর হাত দিয়ে দুচোখ ঢেকে রেখেছিল। জ্যাক আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে ওর দিকে তাকাতে বাধ্য করলো।

'তুমি ভাবছিলে আমিও অন্য সকলের মত—একটা দানব, তোমার উপর অত্যাচার করিতে চাইছিলাম। সত্যিই তুমি আমাকে চাওনি?' জ্যাক শান্ত গলায় বললো।

কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্লেয়ার। জ্যাক নিজের কাঁধে ওকে মাথা রেখে কাঁদতে দিলো।

'আমি দুঃখিত', ভাঙা গলায় বলল ক্লেয়ার। 'আমি ক্ষমার অযোগ্য, তুমি এমন মিষ্টি ব্যবহার করেছো। জ্যাক, জ্যাক আমায় ঘেন্না করছো না কেন? আমি অত্যন্ত লজ্জিত।'

জ্যাক ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

'প্রিয়া, তুমি আর আমি কেউ এটা বুঝিনি। মন খারাপ কোরো না, নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে। আমাকে দেখে এর আগে কোন মেয়ে বিরক্ত হয়নি বা ভয় পায়নি, কিন্তু তোমার তাই হয়েছে', হাসলো জ্যাক। 'এর কারণটা বলবে?'

ক্লেয়ার কান্না ভরা মুখ তুলে তাকালো।

'কোন কারণ নেই। আমার মনে হয় আমি একটু অদ্ভুত।'

'বিশ্বাস করি না, ক্লেয়ার। কিসে এমন ভয় পাও?'

'আমি ভয় পাইনি। আমি শুধু···কেমন যেন অসহ্য।'

'যেহেতু তোমার বাবা মা তাদের ভালোবাসা তোমার কাছে আড়াল করেন না?'

'না, শুধু তাই না। আমার তেরো বছর বয়সের সময় একটা ঘটনার কথা। কাউকেই আজ পর্যন্ত বলিনি। তুমি বুঝবে বলেই বলছি।'

॥ তেরো ॥

'সাসেক্স আমাদের খামারের এক তৃণ শুকোবার মাঠে গ্রীষ্মকালে আমি ঘুরছিলাম, আমার কানে এলো একটা মেয়ে আর পুরুষের হাসি। কাউকেই দেখতে পেলাম না। তখন ভাবলাম শুকনো ঘাসের উল্টোদিকে কেউ আছে। হয়তো কেউ চড়ুইভাতি করতে এসেছে। ছেলেমানুষী মন নিয়েই কাছে যেতে একটু গোঙানির মত কিছু শুনতে পেয়েই ভয় লাগলো। ভাবলাম কেউ বোধহয় কাউকে খুন করছে।'

'তারপর ?'

'এরপর আমি আরও একটু এগোলাম নিঃশব্দে। দেখতে পেলাম একটা মেয়ে শুয়ে রয়েছে—তাকে চিনতাম নাম কিটি, বছর পনেরো বয়স, খামারেরই মেয়ে। কিটি একদম নগ্ন। ওর সঙ্গে একজন শ্রমিক ছিলো। জীবনে ওই প্রথম কোন পুরুষকে কোন মেয়ের প্রতি প্রেম নিবেদন করতে দেখি। প্রথমে ওরা আমায় দেখতে পায়নি। আমি একটু এগিয়ে কিটিকে সাহায্য করবো ভাবছিলাম, আর তখনই কিটি লোকটাকে চুমু খেয়ে হেসে উঠলো। লোকটাও তখন আমাকে দেখে ফেললো। পাগলের মতই আমি ছুট লাগালাম কাঁদতে কাঁদতে। বাড়িতে ফিরে নিশ্চিন্ত হলাম এরপর।'

'কাউকেই বলোনি ?'

'হাঁ, মাকে বলেছিলাম। অত দেরী করে কেন ফিরলাম মা জানতে চাইলেন, কাঁদছিলামই বা কেন ; মা প্রথমে ভেবেছিলেন কেউ আমায় আক্রমণ করেছিল, তারপর যখন সব শুনলেন তিনি হেসে উঠলেন। মা আমায় বললেন পুরুষ আর মেয়ে এই রকমই করে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এ হলো সুন্দর ! তিনি আমায় এসব ভুলে যেতে বললেন, বললেন আরও বড় হলে সব বুঝবো।'

ক্লেয়ার উঠে দাঁড়ালো। ওকে বেশ শান্ত মনে হলো।

জ্যাক একটা সিগারেট দিতে ক্লেয়ার সেটা নিয়ে বললো :

'মা যদি বলতেন কিটি ভুল করেছে তাহলে হয়তো ভুলে যেতাম। ওদের দেখে ফেলেছি বলে ওদের চোখের সেই অপরাধী দৃষ্টি আমি ভুলতে পারিনি। কিটি চিৎকার করে আমাকে কিছু বলেছিল···কি বলেছিল শুনতে পাইনি। আমার কিশোরী মনে এটুকু বুঝেছিলাম দারুণ অন্যায় করেছে ওরা। পরে ছেলেটাকে দেখেছি, সে আমাকে এড়িয়ে চলতো।'

এক মুহূর্ত থামলো ক্লেয়ার। জ্যাক ওকে বাধা দিলো না।

'বাবা মাকেও কয়েকবার দেখেছি তাদের শোবার ঘরে। দুজনের মধ্যে সেই একই হাবভাব লক্ষ্য করেছিলাম। সেই একই ভালোবাসার খেলা।'

'তুমি বড়ই ছেলেমানুষ!' দুঃখিত গলায় বলল জ্যাক।

'তুমি বলছো কোনদিনই কাউকে ভালোবাসা দিতে পারবো না আমি?'

'না, তা নয়। হয়তো আমি যা পারিনি অন্য কেউ তাই পারবে।'

'কিন্তু···কিন্তু আমি তোমাকেই চেয়েছি, জ্যাক। তুমি যা পারোনি অন্য কেউই যে তা পারবে না।' ক্লেয়ার প্রায় চিৎকার করে উঠলো।

স্নেহের দৃষ্টিতে ক্লেয়ারের দিকে তাকিয়েছিলো জ্যাক। ও বুঝতে পেরেছিল ক্লেয়ারকে।

যখনই ও কাউকে ভালোবাসতে চায় তখনই তা বিকশিত হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে। তবে জ্যাক এই প্রথম কোন মেয়ের কাছে ব্যর্থ হল।

জ্যাক শান্তস্বরে বলল। 'তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব।'

বাড়ি ফেরার সময় একটা কথাও বলল না ক্লেয়ার। জ্যাক ওকে বিদায় চুম্বন জানানোর সময় ও বলে উঠলো, 'না, না—।'

জ্যাক ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোমায় যা যন্ত্রণা দেয় সেই কথাগুলো ভুলে যেতে চেষ্টা কোরো, আর অতীতকে ভুলে যেও।'

ক্লেয়ার নিজের ঘরে এসে পোশাক পরেই বিছানায় এলিয়ে পড়ে বালিশে মুখ ঢাকলো। ওর জ্যাককে এতো ভালো লেগেছিলো—তবুও সব ব্যর্থ হলো। হতাশায় ভেঙে পড়লো।

পরদিন হাসপাতালে ক্লেয়ার স্বাভাবিক হতে পারল না, কারো সঙ্গে কথাও বলতে চাইলো না। এমন কি বন্ধু লিজের সঙ্গেও! ও লিজকে একটু কড়া কথা বলায় সে অসন্তুষ্ট হলো।

'তোর কি হলো বুঝতে পারছি না, ক্লেয়ার।'

ক্লেয়ার কোন জবাব দিলো না। আজ সকালে ওর মনে হচ্ছিলো জীবনের যেন কোন মূল্যই নেই। এমন কি ও যাকে পছন্দ করে সেই টাবিকেও ও সহ্য করতে পারেনি।

'আমি ব্যস্ত!' টাবি কিছু বলতে ও জবাব দিলো।

'মেয়েটার হলো কি?' টাবি মনে মনে ভাবলো।

একটা যন্ত্রের মত কাজ করে চললো ক্লেয়ার। কিছুই খেলো না ও, এমন

কি চা'ও না। ছুটির সময় সত্যিই ও অসুস্থ বোধ করতে লাগলো। জ্যাকের সঙ্গে ওর ভালোবাসার ব্যর্থতাই যে ওকে অসহায় করেছে সেটা বুঝলো ও।

জ্যাকের সঙ্গে ওর ভালোবাসার ব্যর্থতা ওকে বুঝিয়ে দিলো যে এখানেও যখন পাবেনি আর কোন পুরুষকেই ও ভালোবাসতে পারবে না।

ও আবার একাকী বোধ করতে লাগলো—আগের চেয়েও একাকী।

'আমি ব্যক্তিগত কারণে লণ্ডন ছাড়তে চাই। তাছাড়াও রোজকার নার্স হিসেবেও কাজ করতে চাই না. আমি অন্য জায়গায় থাকতে চাই। তবে এখানে নয়।'

মেট্রন একটু অবাক হয়ে অল্পবয়স্কা ওই ভি. এ. ডি'র দিকে তাকালেন। ওর সম্পর্কে সবসময় তিনি ভালো রিপোর্টই পেতে অভ্যস্ত। মেট্রন বুঝলেন ক্লেয়ার একটু অসুস্থ।

'এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে. নার্স?'

'না, না, হাসপাতালে কিছু হয়নি', একটু লাল হয়ে বললো ক্লেয়ার চোখ নামিয়ে। 'ব্যক্তিগত কারণেই আমি এখানে থাকতে চাই না। সম্ভব হলে উত্তরে পাঠালে ভালো হয়।'

'ঠিক আছে কমাণ্ডাণ্টের সঙ্গে কথা বলব, নার্স', মেট্রন বললেন।

'ধন্যবাদ', ক্লেয়ার বললো।

ও অভ্যাস মত পাতাল রেলে চড়লো না। ও নাইটস ব্রিজের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। মুখখানা ওর পাথর হয়ে উঠেছিলো। নিজের কি হবে ও আর ভাবতে চাইলো না, ও শুধু পরিচিত সকলের কাছ থেকে পালাতে চাইছিলো। বাবা, মা, গ্লোরিয়া এমন কি হিল্ডা মাসীর কাছ থেকেও, তিনিও যেন একটু ওর ব্যবহারে আশ্চর্য হয়েছিলেন। ও আজ সবার কাছেই অদ্ভুত।

অদ্ভুত অদ্ভুত! কথাটা ও ঘৃণা করে। কেমন যেন পরাজিত মনে হচ্ছে নিজেকে। সম্পূর্ণ পরাস্ত আজ। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে সেই সব পুরুষের নাম যাদের ও প্রত্যাখ্যান করেছে—রবিন, হ্যামিলটন ক্রেগ, জ্যাক, আর কাস বিনেলী। ও বাবা আর মা, ওর সৎ বোন গ্লোরিয়া আর তার সন্তানকেও ভুলতে চায়…সবাই হারিয়ে যাক।

বাড়ি ফিরে দরজায় চাবি ঢোকাতে পারছিলো না ক্লেয়ার। ওর কেমন মনে হচ্ছিলো ও মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত। কোনরকমে ঘরে ঢোকার পরেই স্নানঘর থেকে পিপকে বেরিয়ে আসতে দেখলো।

পিপ কিছু একটা বলতে গিয়েই মাসতুতো বোনকে দেখে থমকে গেলো. ‘কি হয়েছে তোর, যেন ভূত দেখেছিস—।’

ও আর কিছু বলার আগেই হাসতে আরম্ভ করলো ক্লেয়ার। বোকার মত হাসির সঙ্গে আবোল তাবোল বকতে আরম্ভ করলো। পিপ মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝলো না।

ভয় পেয়ে পিপ ক্লেয়ারের সঙ্গে ওর শোবার ঘরে ঢুকলো। ‘ক্লেয়ার—কি হলো—’, ও আবার বলতে গেল।

কিন্তু ক্লেয়ার কিছুই না বলে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে হাসি কান্নায় ভেঙে পড়লো পাগলের মত।

দারুণ ভয় পেয়ে পিপ প্রায় ছুটে গিয়ে ওদের ডাক্তারকে ফোন করল।

হাসপাতালে নিজেকে বেশ সুখী মনে করলো ক্লেয়ার। ওর মনে হলো নিশ্চয়ই ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে ওকে। কিভাবে, কখন এখানে ও এসেছে কিছুই মনে করতে পারলো না ও।

ওর কোন অনুভূতিই যেন আর নেই—রবিন, জ্যাক, জো—বাবা, মা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, কোন কিছুতেই কিছু আসে যায় না ওর। ঘুম জড়ানো চোখে ও শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে। এটাই এখন ওর জগৎ।

ও ভাবলো এইভাবে একটা শূন্যতার মধ্যেই যদি চিরদিন থাকা যেত। পাশের শয্যায় একটা মৃত্যুও ওর মনে আলোড়ন তোলেনি।

এমন অবস্থা বেশিদিন অবশ্য রইলো না। যে নার্স ওর পরিচর্যা করতো সে ডাক্তারকে জানিয়ে দিলো ক্লেয়ার কিছুই খাচ্ছিলো না। ও বলেছে ওর খিদেই হয় না।

মহিলা ডাক্তার ক্লেয়ারকে ভালো করে পরীক্ষা করার জন্য আলাদা কামরায় নিয়ে এলেন।

নিজের রোগ সম্পর্কে ক্লেয়ারের কোন মাথাব্যথা ছিলো না ডাক্তার চিন্তিত হলেও। ক্লেয়ারের নিজের ধারণা এটা নিছক স্নায়ুর রোগ।

মহিলা ডাক্তার ক্লেয়ারকে পরীক্ষা করে বললেন, ‘তুমি কি ভালো হয়ে উঠতে চাও না? তুমি তো একজন নার্স, ক্লেয়ার? তোমার প্রয়োজন অনেক, অপরের জন্যই তা দরকার, বুঝেছো?’

‘আমি কি যথেষ্ট করিনি? অতিরিক্ত কাজ করার জন্যই এরকম হয়েছে আমার।’

'কিছুটা তাই, সবটা নয়, ক্লেয়ার। তোমার মোটামুটি স্বাস্থ্য ভালোই। তুমি জানো না একজন মানুষ কতদিন রাতে না ঘুমিয়ে কাজ করতে পারে। এবার বলো কেন এমনভাবে নিজেকে এড়িয়ে যেতে চাও।'

ক্লেয়ারের মুখ কঠিন হয়ে গেলো।

ও উত্তর দিলো, 'আমি কখনও তা চাইনি। ইচ্ছে করে রোগের কথা বলে হাসপাতালে আসিনি। আপনার কথায় মনে হচ্ছে আমি ইচ্ছে করে কাজ এড়াতে চেয়েছি।'

'তা নয়। ভেবে দেখ, ক্লেয়ার। বৃহস্পতিবার আবার এসো, আলোচনা করব।'

কিছুই ভাববার ইচ্ছে ছিলো না ক্লেয়ারের। ও বিছানায় ফিরে আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো।

পরে ডাক্তার যখন আবার এলেন, তিনি ওকে কাঁদতে লক্ষ্য করলেন।

'এতে কোন লাভ নেই, ক্লেয়ার। কান্নার কিছু হয়নি তোমার। তোমার প্রিয় কাউকে তো হারাওনি। এবার কান্না রেখে তোমার সব কথা আমায় বলো। তোমার বাড়ি, বাবা, মা, সকলের কথা। তোমার ভাই বা বোন আছে—?'

বারবার একই কথা বলায় কেমন অসহায় বোধ করতে লাগলো ক্লেয়ার। শেষ পর্যন্ত মহিলা ডাক্তার একে একে প্রশ্ন করে ওর জীবনের অনেক কথা জেনে নিলেন। এক সময় গ্লোরিয়ার কথাও বলে ফেললো ক্লেয়ার। ডাক্তার সহজে ছাড়লেন না। তিনি জানতে চাইলেন ক্লেয়ার ওর সৎ বোনকে অপছন্দ করে কেন? ওর বাবা ওর মাকে বিয়ের আগে কি করেছেন তা নিয়ে ওর মাথা ব্যথা কেন? বহু মেয়েরই সৎ ভাই বা বোন থাকে। অনেকের কোন আত্মীয়ও থাকে না।

এই প্রথম একটু রাগতঃ মনে হলো ক্লেয়ারকে।

'তা থাকতে পারে', ও বলে উঠলো। 'আপনি বুঝবেন না, ডাক্তার, আমার মত বাবা মাকে নিয়ে কেউ কতখানি একা হতে পারে। তারা সব মেনে নিতে পারেন—এমন কি গ্লোরিয়াকেও। কিন্তু আমি আলাদা—তাদের গণ্ডীর বাইরে। আমি একা। তাদের ধারণা তারা আমায় ভালোবাসেন—আসলে তা একেবারেই উল্টো। তারা আমায় আমার মত হতে দিতে চান না। তারা ভাবেন মানুষের সম্পর্কের মধ্য দিয়েই সুখ আসে।'

'তাই হয় না কি?' নরম গলায় বললেন ডাক্তার। 'তুমিই বলেছো, বড়

একা মনে হয় নিজেকে? সত্যিকার সুখ আসে আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে। আর নিবেদন করতে গেলে ভালোবাসতে হবে। নিশ্চয়ই এমন কেউ আছে যাকে ভালোবাস?'

'আমি ভালোবাসতে পারি না—না—না,' ক্লেয়ার আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো।

ওর প্রথমে মনে হয়েছিল চুলে পাক ধরা এই ডাক্তারকে ও ঘেন্না করে, কিন্তু একটু একটু করে লোকে বিশ্বাস করে নিজের সব কথাই বলে ফেললো। ও অবাক হলো ডাক্তার কোন কিছুকেই তেমন গুরুত্ব দিতে চাইলেন না বলে। ডাক্তার জানালেন সঠিক পুরুষের দেখা না পাওয়াতেই ও ভালোবাসতে পারে নি। জো অ্যালবিনকে ঘৃণা করার মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে কতোটা স্বাভাবিক ও। ওর জীবনের আবেগের দিকটা ভুলে ভি. এ. ডি-র কাজেই মন দিতে হবে, শিল্প, সাহিত্য, গান, যা ভালো লাগে তাতেই সময় দেবে। একাকীত্ব দূর করবার অনেক পথ আছে। ওর বয়স এখনও অল্প, তাই ও ভালোবাসতে পারবে।

বিহ্বল চোখে তাকালো ক্লেয়ার।

'আপনি কেমন করে বুঝলেন?'

হাসলেন ডাক্তার। 'আমি বুঝতে পারছি, কথাটা তুমি ঘৃণা করো, তবুও আমি ঠিক জানি প্রকৃতির নিয়মেই তুমি চলবে। হ্যাঁ—প্রকৃতি। একদিন এমন একজন পুরুষকে খুঁজে পাবে যাকে তোমার সব কিছুই দিতে চাইবে—তোমার সময়, তোমার কাজ, তোমার সমস্ত মন। আর এটা হলেই তোমার দেহও তাকে দিতে চাইবে। হ্যাঁ, আমি জানি তাই ঘটবে। তবে তাকে তুমি চেষ্টা করেও খুঁজে পাবে না—যার সঙ্গেই দেখা হবে সেই পুরুষের মধ্যে এটা পাবে না যে তোমায় ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। এতে শুধু হতাশা আসবে। তোমায় অপেক্ষা করতে হবে, ক্লেয়ার। ভালোবাসা আচমকা আসে। একেবারে আকাশ থেকে, আমি কথা দিচ্ছি, ক্লেয়ার। এর জন্যেই অপেক্ষায় থেকো।'

হয়তো ডাক্তারের কথাই ঠিক, ভাবলো ক্লেয়ার। একটা প্রশান্তি ঘিরে এল ওর মনে।

'আমি জোর করে ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হতে চেয়েছি—মা যা ভাবেন তাই ভাবতে চেয়েছি—আমার বাবাও তাই। এ আমার ত্যাগ করতে হবে। যতক্ষণ না ভালোবাসা আমার কাছে আসে আমি অপেক্ষা করব। ঠিক ডাক্তার যেমন বলেছেন।

এরপর থেকেই ক্লেয়ারের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে শুরু করলো। অনুভূতি আবার ফিরে আসায় নিজের জন্য লজ্জিত হল ক্লেয়ার। ও আবার কাজে যোগ দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

ডাক্তারের সঙ্গে এবার কথা বলার সময় আবার হাসলো ক্লেয়ার—আবার আগের মতই হয়ে উঠলো। ওর সঙ্গে এবার সকলকে দেখা করতে দেয়া হলো। মাকে দেখে ও বেশ খুশি হয়ে উঠলো। কনি দুশ্চিন্তায় প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন।

ক্লেয়ার মনে মনে ভাবলো, 'সব দোষ আমারই! মাকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়েছি।'

মাকে প্রতিদান দেবার জন্যই ও গ্লোরিয়ার কথা জানতে চাইলো।

'এই অসুখের জন্য লজ্জা পেয়ো না, ক্লেয়ার', হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার সময় ডাক্তার বললেন। 'তোমার মত আবেগ প্রবণ মেয়েদের এ রকম সহজেই হতে পারে। এটা তোমার কোন দোষ নয়, এই ভাবে তুমি গড়ে উঠেছো। তবে আর এরকম হতে হতে দিও না। কোন রকম দুশ্চিন্তা করবে না। কখনও অসহ্য লাগলে আবার আমার কাছে চলে এসো, কেমন?'

হাসলো ক্লেয়ার। 'নিশ্চয়ই আসবো, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি এতো ভালো—আমার জন্য অনেক করেছেন, আমি কৃতজ্ঞ।'

॥ চোদ্দ ॥

'কেমন আছিস, খুকু' অলিভার মেলর্স বললেন। 'তোকে দেখে ভালো লাগছে। নিশ্চয়ই ভালো আছিস।'

'হ্যাঁ, ভালোই আছি, ধন্যবাদ বাবা।' ক্লেয়ার বললো।

জুন মাসের শেষ দিন। খুব ভালো আবহাওয়া না থাকলেও ঝিরেঝিরে বৃষ্টিতে খারাপ লাগছিল না। গত সন্ধ্যায় বেশ ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে।

মিঃ মেলর্স মেয়ের জন্য ব্রাইটন স্টেশনে গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। কনিও খুশি, কারণ মেলর্স সহজে খামার ছেড়ে বেরোতে চায় না।

'তোর মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত, না হলে আসতো', মিঃ মেলর্স আবার বললেন।

'গ্লোরিয়া কেমন আছে?' নম্র স্বরে জানতে চাইলো ক্লেয়ার।

'ওঃ বেশ ভালো, ধন্যবাদ!'

কথাটাতে একটু আশ্বস্ত বোধ করলেন মেলর্স, যেহেতু ইচ্ছে না হলে

ক্লেয়ারকে গ্লোরিয়ার সান্নিধ্যে আসতে হবে না। কনি মা আর শিশুকে দেখাশোনা করতে এ বাড়িতে নিয়ে এলেও গতকালই ওরা আবার কটেজে ফিরে গেছে।

'বাচ্চাটা?' ক্লেয়ার প্রশ্ন করলো।

এবার মেলর্সের চোখে মুখে বেশ একটু তৃপ্তির ছায়া জেগে উঠলো। ক্লেয়ার খুব খুশি যে হলো না তাতে সন্দেহ নেই।

'ইয়ে—হ্যাঁ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।'

'বোধ হয় দুমাস বয়স হলো, তাই না?'

'ঠিক তাই।'

'সব ভালোয় ভালোয় মিটেছে, খুশি হলাম,' ক্লেয়ার একই রকম নম্রস্বরে বললো।

'সপ্তাহের শেষে ওর নামকরণ হবে। ভাবছিলাম তখন থাকবি কিনা,' অলিভার মেলর্সের গলায় একটু যেন আবেদনের ভাবই ছিলো। তবে ক্লেয়ার গ্রাহ্য করল না।

'আমি থাকতে পারবো না, বাবা। আমি ডার্বিশায়ারের লং এগুনে এক বান্ধবীর কাছে থাকতে যাচ্ছি। আমি পরশু যাব। যাওয়ার আগে তোমাদের কাছে দুদিন থাকবো বলে এসেছি।'

ভ্রূটা সামান্য কুঁচকে গেল মেলর্সের। লং এগুন যে ওকলের কাছাকাছি তার জানা ছিলো। পেভরেলদেরও চেনেন মেলর্স। ক্লিফোর্ড চ্যাটারলির গেমকীপার থাকার সময় নীল পেভরেলকে স্যার ক্লিফোর্ডের বাগানে পাখি শিকার করতে দেখেছেন। ক্লেয়ার কিভাবে ওদের সঙ্গে পরিচিত হলো জানার ইচ্ছে থাকলেও কোন পাল্টা প্রশ্ন করলেন না মেলর্স। তবে ওর মা'ই বোধ হয় ব্যাপারটা মেনে নিতে পারবে। সোয়ালিংডনে যাওয়ার সময় ডাইভটা পার হওয়ার সময়েও আর বিশেষ কথাবার্তা কেউ বলল না।

মেলর্স স্বভাবতই কিছুটা প্রকৃতি প্রেমিক— তাই সহজেই বাস্তবকে ভুলে প্রকৃতির সৌন্দর্যে ডুবে যেতে তার দেরী হয় না। প্রকৃতিও আজ সবুজে সবুজ হয়ে উঠেছে। উপত্যকার মুখে চোখে পড়ছে সেই শোভা পাহাড় দুটো। সাসেক্সের এই অঞ্চল মেলর্সের একান্ত প্রিয়। এর সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গেছেন মেলর্স। ওর কাছে বিশ্বের সেরা জায়গা হলো সোয়ালিংডন আর সেরা মহিলা ওরই স্ত্রী কনি। অত্যন্ত দুঃখের কথা ওদেরই সন্তান ক্লেয়ার একেবারেই আলাদা ধাতুতে তৈরি।

ক্লেয়ারের ওই অসুখে খুব চিন্তায় পড়েছিলেন মেলর্স। তবে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে পড়ে কনির কাছে। একেবারে গোড়া ধরে যেন তাকে এটা নাড়া দিয়ে। মেলর্স তার দয়ার্দ মন নিয়ে যতখানি সাহায্য স্ত্রীকে এ সময় করা যায় ততটাই করেছেন। তার জানা ছিল ক্লেয়ারের অসুস্থতায় ভয় পায়নি কনি, সে নিজেকে এর জন্য দায়ী বলেই ভেবেছে।

'আমরা ক্লেয়ারের কাছে এতো খোলামেলা ভাবে সব প্রকাশ করেই ভুল করেছি,' কনি বারবার কথাটা বলতে চেয়েছিলেন। 'ভগবান জানেন, ভুলটা শুধরে নিতে পারব কিনা, বড্ড দেরী হয়ে গেছে।' হিল্ডাও এখানে এসে ওদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করেছেন। মেলর্সকে কখনই তিনি সহ্য করতে পারেন নি। হিল্ডা ক্লেয়ারের অসুস্থতার জন্য ওদেরই দায়ী করেছেন।

হিল্ডা তার সেই সোজা ভঙ্গীতে বলেছিলেন, 'ডাক্তার বলেছেন যৌন জীবন সম্পর্কে একটা ভুল ধারণার জন্যই ওর এই মনের রোগ—তোমাদের দুজনকেই তাই ধন্যবাদ দিই।'

ক্লেয়ারকে লণ্ডনের এক হাসপাতালে একমাস থাকতে হয়। প্রথমে ওর প্রচণ্ড জ্বর হয়। পরদিন ওকে নানাভাবে পরীক্ষা করেও কোন শারীরিক রোগের চিহ্ন দেখা যায় নি। শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা বোঝেন ও কোন ধরনের স্নায়বিক রোগের শিকার।

কাউকে ওর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি প্রথমে দু সপ্তাহ—এমন কি ওর মাকেও না। তারপর কনিকে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তারটি কনিকে সাবধান করে দিয়েছিলেন মনে আঘাত লাগে এমন কিছু ক্লেয়ারকে যেন না বলা হয়।

অলিভার মেলর্সের মনে পড়ছিল ক্লেয়ারকে দেখে কনি যখন প্রথম দিন ফিরে আসে। এমন দুঃখিত তাকে আগে কখনও দেখেন নি মেলর্স। ক্লেয়ার গ্লোরিয়ার কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল। কনি মেলর্সকে বলেছিলেন ক্লেয়ারকে দেখতে গিয়ে মনে হচ্ছিলো যেন সম্পূর্ণ অচেনা কেউ ও। ফুল আর খাবারের জন্য ও ধন্যবাদ দিলেও মনে হচ্ছিলো দুজনের মাঝখানে যেন একটা কাচের আড়ালই রয়ে গেছে।

বেচারি কনি, অলিভার ভেবেছিলেন। কোন রকমেই তাকে সান্ত্বনা জানাতে পারেন নি অলিভার। তাসত্ত্বেও নাতির জন্ম দুজনের মনে কিছুটা আনন্দ সঞ্চার করতে পেরেছিল। আশ্চর্য ব্যাপার হলো রক্তাল্পতায় ভুগলেও গ্লোরিয়া সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক শিশুর জন্ম দেয়। ওর মধ্যে অনেকটাই যেন অলিভারের ছায়া, সেই রকম চোখ আর চুল।

ক্লেয়ার হাসপাতালে থাকাকালীন বার কয়েক তাকে দেখতে গিয়েছিলেন কনি, আর প্রতিবারেই মনমরা হয়ে ফিরে আসেন কান্নাভরা চোখে। একটু একটু করে এরপর ক্লেয়ার সুস্থ হয়ে উঠেছিল, তবে একমাস ওর পক্ষে নার্সের কাজে যোগ দেওয়া হবে না। কনি এরপর জানার অপেক্ষায় ছিলেন ভালো হয়ে ক্লেয়ার কোথায় ছুটি কাটাবে।

অলিভার মেলর্স অনেকটাই বাস্তবের মানুষ। মানসিক রোগ সম্পর্কে তার ধৈর্য প্রায় নেই বললেই চলে। মেয়ের অসুস্থতার ব্যাপারটা তিনি তাই প্রায় বুঝতেই পারেননি। শেষবার দেখে আসার পর কনি যখন জানান ডাক্তার বলেছেন চিন্তার কারণ নেই, তখন নিশ্চিন্ত হন অলিভার মেলর্স। প্রত্যেকেই বলেছে ক্লেয়ার অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, আর অতি চমৎকার নার্স।

ডাক্তার কনিকে বলেছিলেন, 'আপনার ভাবনার কোন কারণ নেই, মিসেস মেলর্স। খুব সম্ভব আপনার মেয়ের মনে চাপা একটা দুঃখ রয়েছে, সেটাকে নাড়াচাড়া না করাই ভালো। আমি বুঝেছি ওর মনে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে একটা অসুখী-ভাবনা আছে। সঠিক কোন পুরুষের দেখা পেলে তাকে বিয়ে করতে পারলে সম্ভবত সব ঠিক হয়ে যেত।'

কনি বাড়ি এসে অলিভারকে কথাগুলো বলার পর সেটা সমর্থন করলেন তিনি।

'ঠিক তাই—আমি বরাবরই তাই ভেবেছি।'

কনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওঃ তাই যদি হত। শুধু ও যদি অতীত নিয়ে এত মাথা না ঘামাতো। জানো, ডাক্তার জানতে চাইছিলেন আমাফ আর কিটি কে? জ্বরের ঘোরে ক্লেয়ার নামদুটো বলেছিলো।'

'ওরা আবার কে?' মেলর্স জানতে চেয়েছিলেন।

'আমাফ হল শুয়োরগুলো যে দেখত সে আর কিটি গোয়ালার মেয়ে।'

'ওদের কথা ক্লেয়ার বলছিল কেন?'

কনি সবটা জানাতে অলিভারের চোখ বড় হয়ে উঠলো।

'মেয়েটাকে একদম বুঝতে পারি না। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এ নিয়ে ভয় পাওয়ার কি ছিল বুঝি না।'

'আমিও তাই ভাবতাম,' নিচু গলায় কনি জানিয়েছিলেন। 'কিন্তু ক্লেয়ারের যা হয়েছে তাতে মনে হয় বোধহয় ভুলই করেছি।'

বাড়ির কাছে আসার পর ক্লেয়ার চেনা পথ ধরে এগোতে সব বেশ ভালোই

লাগলো ওর। কেমন শান্ত, সুন্দর। শুধু নিজের আবেগের পরদার আড়ালেই ও থেকে গিয়েছিল।

ও যে খুবই অসুস্থ হয়েছিল তা জানতো ক্লেয়ার, তবে মানসিক রোগের ডাক্তারটি ওর মনের ভারসাম্য অনেকটা তার কথায় ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন। ক্লেয়ারের মনে হচ্ছিল বেশ কিছুকাল ও যেন নির্বাসনে ছিলো। ও মনে মনে ঠিক করেছিল মুখবন্ধ কোন সুড়ঙ্গে আর কোনকালেই ও প্রবেশ করবে না।

প্রত্যেকেই সুন্দর ব্যবহার করেছে ওর সঙ্গে। বিশেষ করে ডাক্তারের ব্যবহার অনবদ্য। এমন কি মেট্রন ইভানসও দেখা করে প্রমাণ করেছেন তিনিও মানুষ।

'তোমার অভাব বেশ বোধ করি, নার্স,' ইভানস ওকে বলেন। 'তোমার জায়গায় এক মূর্খকে পেয়েছি। দুবার না বললে কোন কথাই সে বোঝে না। তোমায় তো একবারের বেশি বলতে হয়নি।'

ইভানস আর ক্লেয়ারের মধ্যে তাই বন্ধুত্ব গড়ে উঠতেও দেরী হয়নি।'

দরজার সামনে এগিয়ে এলেন কনি। বেশ কষ্ট করেই ভালো পোশাক পরার চেষ্টা করেছেন কনি, মুখখানায় পাউডারও লাগিয়েছেন। মার মুখের ভীরু হাসি ক্লেয়ারের বুকে গিয়ে বিঁধল। ও মাকে দুহাতে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো যা বহু বছর ও করেনি।

'ওঃ মা,' ফিসফিস করে বলে উঠল ক্লেয়ার।

শিশুসুলভ আদরের ডাক শুনে কনি প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইছিলেন। ক্লেয়ারকে আদর করেই তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলেন।

'তোকে আবার বাড়িতে পেয়ে দারুণ ভালো লাগছে,' কনি বললেন।

পরের আধঘণ্টা তিনজন খাওয়ায় ব্যস্ত রইলো। সুন্দর রান্না করেছিলেন কনি। মাংসের রোস্ট আর চেরীর পায়েস। যুদ্ধের জন্য এসব আজকাল মেলে না বড় একটা।

খাওয়ার পর ক্লেয়ার নিজের ঘরে গেলে কনি রান্নাঘরে স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

'মনে হচ্ছে ও ঠিক হয়ে যাবে।'

'কোন তাড়া দিও না, কনি,' মেলর্স বললেন।

বেশ ভালো লাগছিল ক্লেয়ারেরও। বাবা মার কাছে ও একসময় স্থানীয় ঘটনার বিষয়ও জানতে চাইলো। একটা ব্যাপারেই ওর মন খচখচ করছিল, আর তা হলো গ্লোরিয়া আর তার ছেলে। তাদের সঙ্গে দেখা হোক ও আদৌ

চাইছিল না। গ্লোরিয়ার ছেলেকে ও স্পর্শ করতে চায় না। ওর আবার নাম রাখা হয়েছে জনি। ওর শুধু অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল ওর একটা সৎবোন আছে, আর ওর বাবা মা দাদু দিদিমা হয়েছে বলে।

বাবা কাজে যাওয়ার পরেই ক্লেয়ার কনিকে জানালো ছুটিটা ও কোথায় কাটাবে।

'আমার বন্ধু লিজ পেভরেল লং এগুনে ওদের বাড়িতে কটা দিন কাটাতে বলেছে। সুন্দর জায়গা। স্যার নীল আর লেডি পেভরেলও আমাকে সুন্দর চিঠি লিখে যেতে বলেছেন।'

'লং এগুন!' বলেই কনি চেয়ারে বসে পড়লেন ধপাস করে। 'জায়গাটা তো র‍্যাগবি—মানে আমার আগের বাড়ি থেকে মাত্র পাঁচ মাইল হবে।'

'হ্যাঁ, জানি,' ক্লেয়ার মার দিকে না তাকিয়ে বললো।

'ওখানে যাবি কেন?'

'কেন যেতে বাধা কি? লিজ আমায় এত ভালোবাসে, অনেক করে যেতে বলেছে। বেশ হাওয়া বদলানোও হবে।'

'শুধু ইচ্ছের বশেই নেমন্তন্নটা নিয়েছিস। মানে যেহেতু তুই জানতিস লিজের বাড়ির কাছেই র‍্যাগবি?'

'কিছুটা তাই,' ক্লেয়ার স্বীকার করলো।

মা আর মেয়ে এবার সরাসরি পরস্পরের চোখের দিকে তাকালো। কনির চোখ তখনও গোল হয়ে ছিলো। একটু যেন ভয় মেশানো।

'ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে হলো কেন?'

'কারণ যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিলো তাকে একবার আমি দেখতে চাই,' ক্লেয়ার সরলভাবেই স্বীকার করলো।

নিস্তব্ধতা নেমে এলো ঘরে। একটা মৌমাছি গুনগুন করে কানের পাশে উড়ছিল। শুধু শোনা যাচ্ছিল কনির শ্বাস প্রশ্বাস আর দেওয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ।

কনিই মুখ খুললেন, 'যাই হোক ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। তুই ভারি অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত কিনা জানি না, আমি স্যার ক্লিফোর্ডকে দেখতে চাই,' ক্লেয়ার জবাব দিলো। 'লং এগুনে গেলে লেডি পেভারেল আমায় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন র‍্যাগবিতে নিয়ে গিয়ে।'

'তোর কি মনে হচ্ছে না একটু অবিশ্বাসের কাজ করছিস?'

'কেন? আমার তো মনে হয় তোমার মন বেশ উঁচু তাই স্যার ক্লিফোর্ডকে আবার দেখতেও তোমার আপত্তি নেই।'

'সেটা হলেও আমি তা চাই না,' কনি বললেন। 'সেসব অতীত ইতিহাস। ক্লিফোর্ডকে আমি একুশ বছর আগে ছেড়ে এসেছি। আমার জীবন এখন তোর বাবার সঙ্গে জড়ানো। আমি আর ভাবতে চাই না কোনদিন লেডি-চ্যাটারলি ছিলাম।'

'যাই হোক আমি যখন ছোট ছিলাম তুমি আমায় বলেছিলে লেডি চ্যাটারলি থাকার সময় বাবা তোমার জীবনে কি দারুন ব্যাপার নিয়ে আসে। আমি মোটেই বুঝতে পারিনি বাবার সঙ্গে কেন তুমি পালিয়ে এসেছিলে। আর যার কাছ থেকে পালাও সেই লোকটি কি রকম।'

হতাশভাবে মাথা ঝাঁকালেন কনি।

'ওহ—ক্লেয়ার!'

উঠে দাঁড়ালো ক্লেয়ার। জানালার কাছে গিয়ে ও বাইরে তাকালো। গোলাপ গাছে থোকায় থোকায় ফুল ফুটে রয়েছে। সুন্দর দৃশ্য।

ক্লেয়ারের মনে হলো কেউ ওর গলা চেপে ধরতে চাইছে। ওর সেই একাকীত্ব আবার ওকে চেপে ধরবে—ও ওর বাবা মা আর প্রত্যেকের চেয়ে আলাদা।

ও মার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

'আমি বাবা বা তোমার কাছে অবিশ্বাসী নই। আমি শুধু স্যার ক্লিফোর্ডকে দেখতে চাই। কেন তা বলতে পারছি না। আমি নিজেই জানি না।'

পুরনো দিনের কথা মনে পড়লো কনির—এ কদিনের কথাই বিশেষ করে মনে পড়লো ওঁর। ক্লিফোর্ড তাকে বংশ পরিচয় নিয়ে কিছু বোঝাতে চাইছিলেন, এটা তার একটা বাতিক ছিলো। প্রত্যেক নামী মানুষের পূর্ব পরিচয় বের করতে তার নেশা লাগতো। বিশেষ করে এক পরিবার নিয়ে সেদিন আলোচনার সময় কনি অধৈর্য হয়ে বলেছিলেন তিনি বাইরে যেতে চান। মেজাজ নষ্ট হয়ে ক্লিফোর্ড বইটা ফেলে দিয়েছিলেন।

তিনি বলে উঠেছিলেন, 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় মাথার চেয়ে শরীরটাই তুমি বেশি কাজে লাগাতে চাও।'

তখন নিজস্ব ভঙ্গীতে হেসেছিলেন কনি, কারণ কখনই মেজাজ খারাপ করতেন না তিনি। এখন দুজনের মেজাজের তফাৎটুকু মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'ঠিক আছে, ডার্লিং, মনে হচ্ছে তুই ক্লিফোর্ডের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবি। অদ্ভুত লাগছে তোদের কোন সম্পর্ক না থাকলেও দুজনের বেশ মিল।

'তাই কি?' ক্লেয়ার বললো।

'তাই ভাবছি—ঠিক আছে তুই ওর সঙ্গে দেখা করতে পারিস। কি ঘটে আমার শুনতে আগ্রহ জাগছে। র‍্যাগবির কাছে তোর বন্ধু থাকে জানতাম না, কোনদিন লিজের নাম করিস নি তুই। পেভরেলদের নাম অবশ্য জানি, তাই ওরা তোকে ডেকেছে জেনে আশ্চর্য লাগছে।'

'ওরা আমি কে জানে না,' ক্লেয়ার ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিলো, 'তাই ওরা মেলর্সের সঙ্গে বাবা আর সেই কলঙ্কের বিষয় জড়াতে পারবে না।'

'কি বলছিস!'

'যাই হোক। এ নিয়ে ভেবো না, মা। কোন সমস্যা এলে ঠিক সামলাতে পারবো। লিজ তোমরা কে জানে না. ওর বাবা মা কেন জানতে চাইবে?'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুই স্যার ক্লিফোর্ডকে কিছু বলতে চাস?'

'চাইতে পারি।'

'তিনি তোর সঙ্গে দেখা নাও করতে পারেন?'

'মনে হয় তা করবেন না।'

আবার নীরবতা।

এবার চাপাস্বরে কনি বললেন, 'তোর বন্ধু লিজ কি বলেছে মিসেস বলটন এখনও ওখানে কাজ করেন কিনা? সেই ক্লিফোর্ডের দেখাশোনা করত। এখন বয়স প্রায় ষাট।'

'লিজ কিছু বলেনি। সে শুধু বলেছে এক পুরুষ চাকর স্যার ক্লিফোর্ডের দেখাশোনা করে।'

একটা অদ্ভুত শিহরণ সারা শরীরের বয়ে গেল কনি মেলর্সের। এই কথাবার্তা যেন একটা কদর্য ঝড়ের মতই ওঁর আর অলিভারের এখানকার শান্তির জীবন তছনছ করে দেবার পূর্বানুভূতি। ওঁর মনে হচ্ছে আবার র‍্যাগবিতে ফিরে গেছেন আর অলিভার ক্লিফোর্ডকে হুইলচেয়ারে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কেন—কেন ওরই মেয়ে এভাবে অতীতকে খুঁচিয়ে তুলতে চায়? কি ধরনের ঈর্ষা ঘেরা কল্পনা ওকে ক্লিফোর্ড চ্যাটারলির কাছে টেনে নিতে চাইছে?

'এই আমরা এসে গেছি—এটাই র‍্যাগবি হল,' লিজ বলে উঠলো।

ক্লেয়ার সোজা হয়ে বসলো। ওর গালদুটো লাল হয়ে উঠল। বুকটাও যেন ধুকপুক করছে। বুঝতেই পারছে না ওর মায়ের এক সময়ের বাড়ি বা ক্লিফোর্ড চ্যাটারলিকে দেখার জন্য এত উতলা ও কেন?

জুলাই মাসের বিকেল। সবুজ পার্কটা ভারি সুন্দর লাগছিল। পুরোনো আমলের গাছগুলো প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয়—যুদ্ধে এসবের পরিবর্তন ঘটেনি। ওর মার যখন অল্প বয়স তিনি এখানেই ছিলেন—ভাবলো ক্লেয়ার। এই গাছেরা অনেক গোপন কথাই জানে। ওরা বাবার সঙ্গে মার প্রেমের কাহিনীও জানে। পরস্পরকে কামনা উদ্বেল হয়ে এখানে ওরা হাঁটতে দেখে থাকবে। একদিকে ব্যাপারটা ক্লেয়ারের কাছে যেমন রোমান্টিক তেমনই আবার অসস্তিকর মনে হলো।

লিজ নানা কথা বকবক করে বলে গেলেও বন্ধুর মাথায় কি খেলে যাচ্ছে ও জানলো না। ও জানে না—এখানে অবশ্য কেউই জানে না।

ক্লেয়ার বুঝলো এই গ্রামের কেউ মেলর্স নামটা জানতে পারে আর ওর সঙ্গে ওর মার মিলনও তাদের চোখে পড়তে পারে। তবে না বলে দিলে মানুষ এত লক্ষ্য করে না। ক্লেয়ার এখনও মনস্থির করেনি স্যার ক্লিফোর্ডকে আত্মপরিচয় দেবে কিনা।

গ্রামাঞ্চলে এখানে এসে বেশ ভালো লাগছিল ক্লেয়ারের। বাগবি বা ওদেশের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

পেভরেলদের বাড়ি ও এখনও ভালো লাগলো ওর। বেশ প্রাচীন সবনের জমকালো বাড়ি—চারপাশে কয়েক একর জমিতে বাগান। মালীর অভাবে পরিচর্যা আজকাল দুরূহ হয়ে পড়ছে। দুজন মালী শুধু সামনের দিকে ফুলগাছের যত্ন করে।

র‍্যাগবিতেও একই অবস্থা। ক্লেয়ার আগাছায় ভরা বাগানের পথে হাঁটছিলো। একদিন এই বাগান নাকি অপূর্ব ছিল। ও মার কাছে শুনেছে মিডল্যাণ্ডে এমন বাগান আর ছিলো না।

'তোকে স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আলাপ করতে দিয়ে আমি চলে যাব', লিজ বললো।

'তোকে কি যেতেই হবে—,' ক্লেয়ারের হঠাৎ কেমন দুশ্চিন্তা হলো।

'হ্যাঁ রে আগেই যে বললাম। মার জন্য কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। পরে এসে তোকে নিয়ে যাব। আমার মনে হয় স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কথা বলে তোর ভালো লাগবে। ভারি আশ্চর্য মানুষ। অল্পবয়সীদের সঙ্গে তার আলাপ করতে ভালো লাগে, ফোনে বলছিলেন। উনি এত একা।'

'তাহলে ঠিক আছে,' ক্লেয়ার বললো।

ওরা গাড়ি থেকে নামতেই লিজ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'তোকে আজ দারুন সুন্দর দেখাচ্ছে, না বলে পারলাম না। সত্যিই তাই,' লিজ বললো।

'ধন্যবাদ—তোকেও কম সুন্দর লাগছে না, লিজ।'

ক্লেয়ার উত্তাপভরা প্রশংসা জানালো। ছুটি কাটানোর ব্যবস্থা করায় সত্যিই লিজের প্রতি ও কৃতজ্ঞ। ও তিনটে দিনই লং এগুনে কাটিয়েছে—বেশ আরামেই। যুদ্ধের দিন সত্বেও এখানকার খাওয়া দাওয়া ভালো। বিশেষ করে টাটকা ট্রাউট বা স্যামন মাছ কাছের নদীতে ধরা হয়। লেডি পেভরেল ক্লেয়ারকে খুব আদর যত্নও করছেন। খুবই ভালো লেগেছে তার ক্লেয়ারকে। স্যার নীল কথা কম বলেন, তবুও গৃহকর্তা হিসেবে চমৎকার। লিজের ভাই ফ্রান্সিস তো ক্লেয়ারের লাল চুল দেখে মোহিত হয়ে তখনই ওর ছবি আঁকতে বসে পড়ে। ছুটিটা ভালোই কাটছিলো ক্লেয়ারের। সোফনিংডনের জীবনধারার সঙ্গে অনেক তফাৎ একানকার। এখানকার ভদ্রতা-মাখা জীবনধারা বেশ আনন্দই দিচ্ছিল ওকে।

দাঁড়িয়ে সুন্দর প্রাসাদ দেখার সময় পেলো না ওরা। ব্যারোনেট স্যার ক্লিফোর্ড বৈদ্যুতিক হুইল চেয়ারে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলেন।

'হ্যাল্লো—র‍্যাগবি হলে স্বাগতম্,' মিষ্টি গলায় তিনি ওদের লক্ষ্য করে বললেন।

'কেমন আছেন, স্যার ক্লিফোর্ড? আমার বান্ধবীকে এখানে নিয়ে আসার অনুমতি দেবার জন্য ধন্যবাদ।' লিজ বললো।

স্যার ক্লিফোর্ড ক্লেয়ারের দিকে তাকালেন। ক্লেয়ারের বুকের মধ্যে সেই ধুকপুকি শুরু হয়ে গেলো। ও শুকনো গলায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। স্যার ক্লিফোর্ডের যে রকম বর্ণনা ও শুনেছিল উনি ঠিক সেই রকমই। যথেষ্ট বয়স হলেও এখনও বেশ সুপুরুষ। একজন খাঁটি ইংরেজের মতই, ভাবলো ক্লেয়ার। চমৎকার ভাবে আঁচড়ানো শ্বেতশুভ্র চুল, স্বাস্থ্যে ভরা চৌকো মুখ—প্রথম

বিশ্বযুদ্ধে যে আহত হয়েছিলেন বোঝাই যায় না। দুটো পা'ই তার পক্ষাঘাতে পঙ্গু হলেও স্বাস্থ্য চমৎকার। দেহে ধূসর ফ্লানেলের কোট, পায়ের উপর বিছিয়ে রাখা ছিল একখানা র‍্যাগ। চোখ দুটো নীলাভ, শীতল।

'ভেতরে এসো। এখনই চা এসে যাবে,' তিনি বললেন।

ঠিক তখনই লিজ একটু কেনাকাটা করবে বলে মাপ চাইলো। ও জানালো ক্লেয়ারকে কথা বলবার জন্য ও রেখে যাচ্ছে।

স্যার ক্লিফোর্ড মৃদু হেসে বললেন, 'ওর সঙ্গে কথা বলতে ভালোই লাগবে। কি নাম যেন ওর—?'

'আমাকে ক্লেয়ার বলেই ডাকবেন।'

'ধন্যবাদ। চলো ভিতরে যাই, ক্লেয়ার।'

ক্লেয়ার ভিতরে এসে যেখানে বসালো স্বভাবতই তা একটা লাইব্রেরী ঘর। ঘরে বড় বড় জানালা।

'র‍্যাগবি দেখার পক্ষে দিনটা ভালোই,' স্যার ক্লিফোর্ড বললেন।

'অপূর্ব জায়গা।'

'আমার খুবই প্রিয়,' স্যার ক্লিফোর্ড বললেন। আগ্রহ নিয়ে তাকালো ক্লেয়ার। দামী আর সুন্দর বইগুলো ভালো লাগলো ওর। ক্লেয়ারের নজর পড়লো চুল্লীর উপরের একটা তেলরঙা ছবির উপর। ঘোড়ার পিঠে অল্পবয়সী একটা ছেলে। স্যার ক্লিফোর্ড সেটা লক্ষ করে হাসলেন।

'ওটা আমি, যখন ঘোড়ায় চড়তে পারতাম…।'

'হ্যাঁ,' ক্লেয়ার সহানুভূতির স্বরে বললো।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ক্লেয়ারের মানুষটি সম্পর্কে ধারণা পাল্টে গেল। প্রথমে ও ভেবেছিলো স্যার ক্লিফোর্ড নিতান্ত ভদ্র, আত্মবিশ্বাসী এক মানুষ। পরে ও বুঝলো তিনি অনুভূতি সম্পন্ন একজন মানুষ। বারবার চশমা চোখে লাগানো আর নামানো আর বাঁ কাঁধ ঝাঁকানো ওঁর অভ্যাস। ক্লেয়ার বুঝতে পারলো না ওর মাকে ছেড়ে দেবার জন্য কতোখানি অসুখী ভদ্রলোক।

একজন চাকর ট্রলি ঠেলে চায়ের সরঞ্জাম রেখে চলে গেলে স্যার ক্লিফোর্ড ক্লেয়ারের দিকে তাকালেন।

'তুমি চা ঢালবে?'

ক্লেয়ার হেসে একটু এগিয়ে বসলো। ভারি জর্জিয়ান রূপোর চায়ের পটের ঢাকনিটা তুলতে গিয়ে কল্পনায় ক্লেয়ার দেখতে পেলো আর ভাবলো ওর মা

কতবার হয়তো এই চায়ের পট নাড়াচাড়া করেছে বৈকালিক চায়ের আসরে। ওর অদ্ভুত মনে হলো এখানে আজ হাজির হয়ে।

ক্লেয়ার দেখলো কথাবার্তায় চমৎকার পটু ভদ্রলোক। ও লক্ষ্য করলো স্যার ক্লিফোর্ড ওকে বেশ পছন্দ করেছেন। তার হাসিতে সেটা প্রমাণ হচ্ছিলো। তিনি নিজে না খেয়ে ক্লেয়ারকে বাড়িতে তৈরি সব স্যাণ্ডউইচ আর কেক খাওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করছিলেন। তিনি খুশি হলেন ক্লেয়ার যখন র‍্যাগবির কথা শোনাতে বললো।

'তুমি প্রাচীন জায়গা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখো?' তিনি বললেন।

'হ্যাঁ, ঐতিহাসিক আর সুন্দর জায়গা আমার ভালো লাগে।'

'আর কি কি ভালো লাগে?'

'শিল্প, ভালো গান, বই—আর পুরনো আমলের আসবাবপত্র—এই রকম রূপোর জিনিস—.' ক্লেয়ার চায়ের পটটা স্পর্শ করে বললো।

স্যার ক্লিফোর্ড ওই নরম আর পেলব হাতের ওঠানামা লক্ষ্য করছিলেন। ভারি সুন্দর মেয়ে, তিনি ভাবছিলেন। ওর প্রতি তাঁর আগ্রহ নিছক শিল্পী সুলভই ছিল। ক্লেয়ারের চমৎকার হাতের গড়ন. মিষ্টি চেহারা, সরু পায়ের গোড়ালি সবই সুন্দর লাগলো তাঁর কাছে। ওর চমৎকার লালচুলের গোছাও তার মন কেড়ে নিল। ক্লেয়ারের সাধারণ অথচ ছিমছাম পোশাকও তাঁর ভালো লাগছিলো।

তিনি কেবল বুঝতে পারছিলেন না ঠিক এই সময় তার কনির কথাই বারবার মনে পড়ছে কেন। তার মনে পড়ছিল কনিরও এই রকম চমৎকার পা ছিলো। আর—আর এ ছাড়াও আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার ক্লেয়ারের মুখ, দাঁত আর কম্বুকণ্ঠ ওঁর বিবাহিতা স্ত্রী কনিকেই যেন বারবার সামনে আনতে চায়। শুধু কনি ছিল আরও একটু মাংসল—আর এমন মোহময়ী সে ছিলো না।

ইদানীং কনির কথা তিনি প্রায় ভাবতে চান না। তাকে হারানোর সেই যন্ত্রণা আর স্ত্রী যে তার কদর্য গেমকীপারের সঙ্গে চলে গেছে এই ভাবনাটাই তাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল। অনেক মাস ধরে তিনি কনিকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করেন। তারপর তার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী হলেও তার অহমিকায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। তবুও সময় তাকে ভুলে যেতে সাহায্য করেছে। আর আশ্চর্যের কথা এই মানসিক যন্ত্রণায় তার ভালোই হয়েছে। সেই ভয়াবহ যন্ত্রণার জগত থেকে নতুন মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছেন

তিনি—যেন ভস্মস্তূপ থেকে জন্ম নিয়েছে এক নতুন ফিনিক্স পাখি! তার ভালোবাসা আর মানুষের প্রতি দরদ ফিরে এসেছে। তিনি তার পূর্বপুরুষদের জমিদারী দেখা শোনাতে মন ঢেলে দিয়েছিলেন। কনি চলে গেলে তার দেখাশোনা করতেন মিসেস বলটন, এক বছর পরে তারও মৃত্যু হয়। আবার একা হয়ে পড়েন তিনি। এর পরেই তিনি এক তরুণ সেক্রেটারি ডেভিড ব্যারোজকে পেয়ে যান। সে সরাসরি অক্সফোর্ড থেকে র‍্যাগবিতে আসে, সেই তার জমিদারী চালাতে সাহায্য করত। ছেলেটি চমৎকার। তাই স্যার ক্লিফোর্ড তাকে দত্তক গ্রহণ করে তাকে র‍্যাগবি দান করে যাবেন ভাবছিলেন। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যই তার—তৃতীয় একটা বিয়োগান্ত ঘটনা জীবনে ঘটে গেল তার। ডেভিড যুদ্ধে মারা গেল। ক্লিফোর্ড সব ব্যথা বেদনাই মেনে নিতে পেরেছেন। ডেভিডের জন্য শোকার্ত হয়ে তিনি র‍্যাগবি দান করে দিলেন রেড ক্রসকে অসুস্থ অফিসারদের বিশ্রামাগার করার জন্য। নিজের জন্য রেখে দিলেন শুধু কয়েকটা ঘর আর লাইব্রেরী।

তরুণদের মানুষের যন্ত্রণা আর আঘাত দেখে নিজের যন্ত্রণা বিস্মৃত হন ক্লিফোর্ড। তিনি সময় কাটাতে শুরু করেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আর জীবনে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে অর্থ সাহায্য করে।

আজ ক্লিফোর্ড সহজেই বলতে পারেন তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। আজ আর সেই তিক্ততা আর ক্ষোভ নেই, যুদ্ধে আহত হওয়ার পর যা হয়েছিল।

যেসব মেয়ে এখানে নার্সের কাজ করত তাদের সঙ্গেও তিনি দেখা করে কথা বলতেন। তাদের একমাত্র বাসনাই হলো পুরুষ, তবুও তাদের সঙ্গে তার চমৎকার বোঝাপড়া ছিল। তা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে তিনি দয়ার্দ্র ব্যবহার করে সাহায্য আর পরামর্শ দিতেন। কিন্তু পেভরেলদের এই তরুণী বন্ধুর মত কাউকেই তিনি দেখেন নি। ক্লেয়ার যে চটুল ব্যাপারে আগ্রহী নয় সেটা দেখে তার ভালো লেগেছে। চা পান শেষ হলে তিনি ক্লেয়ারের পাশে বসে তাকে একটা দুষ্প্রাপ্য নকশার বই দেখাতে লাগলেন।

বইটা বন্ধ করে তিনি হাসলেন, 'সিগারেট নিতে আপত্তি আছে?'

একটা রূপোর বাক্স তিনি এগিয়ে ধরলেন।

'না, ধন্যবাদ', হেসে উত্তর দিল ক্লেয়ার।

'কেন? ছেড়ে দিতে চাও?'

সায় দিলো ক্লেয়ার।

'তোমার অসুখ করেছিলো, তাই না? এলিজাবেথ পেভরেল আমায় জানিয়েছিল তুমি ছুটি নিয়েছো। নিশ্চয়ই ভারী অসুখ করেনি?'

ক্লেয়ার মুখ নিচু করে বললো, 'আমার স্নায়ু ভেঙে পড়েছিলো।'

স্যার ক্লিফোর্ড ভ্রূ তুললেন।

'তোমার মত এমন অল্পবয়সী মেয়ের তো কোন সমস্যা থাকা উচিত নয়, তাই না?'

'না', চাপা গলায় জবাব দিলো ক্লেয়ার। 'আমি···আমার কিছু সমস্যার জন্য—।'

'বেচারি!' বললেন স্যার ক্লিফোর্ড। তার আবার কনির কথা মনে হলো। তারও এই রকম নীলাভ সুন্দর চোখ ছিলো।

ক্লেয়ারের মনে হলো স্যার ক্লিফোর্ডের এই সদায়তা সমস্ত সত্য প্রকাশ না করে আর ও নিতে পারবে না। সময় কাটছিলো, ও স্যার ক্লিফোর্ডের ভরাট কণ্ঠস্বর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে যেতে পারতো। এটা এক আশীর্বাদ, তার মত মানুষের কাছ থেকে ও মানসিক শিক্ষা পেয়ে চলেছে। বুদ্ধিগত আলোচনায় যে মগ্ন হতে পেরেছে ভেবেই ওর ভালো লাগল।

ক্লেয়ারের কাঁপুনি ধরেছিল। ও প্রায় নিজের সব কথা বলে ফেলতে গেল। কিন্তু তার আগেই স্যার ক্লিফোর্ড মুখ খুললেন।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পেরে আমি আনন্দিত। বুঝতে পেরেছি আজকাল এমন তরুণীও আছে যারা র‍্যাগবির মত জিনিসে আগ্রহী। আজকালকার সমস্যা হলো চটুলতা। চটুলতাও দরকার, কিন্তু সেটাই তো জীবনের শুরু বা শেষ নয়।'

'কথাটা আমিও মানি', ক্লেয়ার বলল।

'তুমিও আনন্দ চাও, কিন্তু সেটাই সব নয়।'

'না, কখনই চাইনি।'

'তুমি বাদগত্তা?'

'না। ছিলাম, কিন্তু বিয়ে ভেঙে গেছে।'

'যখন বিয়ে করবে,' বন্ধুর মত হাসলেন স্যার ক্লিফোর্ড, 'তখন এমন কাউকে পছন্দ কোরো যার মাথা আছে। ওঃ আজ আমার তরুণ বন্ধু ডেভিড ব্যারোজ বেঁচে থাকলে তোমরা দুজনে চমৎকার মানিয়ে নিতে পারতে।'

'কোনদিন বিয়ে করব ভাবছি না!' বলে উঠল ক্লেয়ার। ওর গাল দুটো রক্তিম হয়ে উঠল।

স্যার ক্লিফোর্ড একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন ?'

'ওঃ সেটা আমার নিজস্ব সমস্যা।'

খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসা কিছু গানের শব্দ ওর কানে আসছিল। কেউ হয়তো গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। ওর মনে পড়লো হাসপাতালের কথা। এখানে নিজেকে অদ্ভুত রকম নিরাপত্তায় ঘেরা মনে হল ওর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

হুইল চেয়ারে উপবিষ্ট মানুষটি ওর সুন্দর মুখের যন্ত্রণা চিহ্ন লক্ষ্য করে একটু চিন্তিত হলেন। ওকে সহজ করে তুলতে তিনি মুখ খুললেন।

'তোমার বাবা মা আছেন ? তোমার বাড়ি কোথায় ?'

'আমার···আমার বাবার শসেক্সে একটা খামার আছে।'

'আমার নাম বড় একটা মনে থাকে না। এলিজাবেথ বোধহয় তোমার পদবী বলেছিল, কিন্তু ভুলে গেছি।'

'মেলর্স,' ক্লেয়ার মরীয়া হয়েই বলল।

স্যার ক্লিফোর্ড হঠাৎ গভীর দৃষ্টিতে ক্লেয়ারকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

'নামটা আমার পরিচিত অবশ্যই।'

এবার পেরেছি, ভাবলো ক্লেয়ার। উনি আমাকে বের করে দেবেন। আর কখনই ওকে দেখতে পাবো না।

'মেলর্স,' স্যার ক্লিফোর্ড আবার বললেন। 'আমার একজন গেমকীপার ছিল মেলর্স—কুড়ি—না, একুশ বছর আগে—কতদিন প্রায় ভুলে গেছি। সময় এত তাড়াতাড়ি কেটে যায়।'

উঠে দাঁড়ান ক্লেয়ার। ওর মুখ প্রায় সাদা হয়ে গেছিল। তবুও সাহসের সঙ্গে ও যা বলার বললো।

'তিনিই আমার বাবা। আমার মা ছিলেন···তিনি একদিন আপনার স্ত্রী ছিলেন। দয়া করে আমায় ক্ষমা করবেন ছল করে এখানে আসার জন্য। আমার হয়তো আগেই বলে দেয়া উচিত ছিল। আপনি হয়তো আমার সঙ্গে দেখা করতেন না। কিন্তু আপনাকে এতই দেখতে ইচ্ছে হয়েছিলো। মা র‍্যাগবি আর আপনার কথা এত বলেছেন। তাই লিজ যখন লং এগুনে আসতে ডাকলো, ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করবই। ব্যাপারটা বোঝাতে পারবো না। এটা কেবল অকারণ ইচ্ছে নয়। আপনি নিশ্চয়ই আমায় চলে যেতে বলবেন ?'

এক নাগাড়ে বেরিয়ে এলো কথাগুলো। সব কথা বলে শান্ত হলো ক্লেয়ার।

হুইল চেয়ারে বসা মানুষটি কেবল পাথর হয়ে বসেছিলেন। শুধু তার চোখ দুটোই জীবন্ত মনে হচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত নীরবতাটা অসহনীয় মনে হওয়ায় মুখ খুললো ক্লেয়ারই।

'আমার চলে যাওয়াই ভালো,' ও আবার বললো। এবার কথা বললেন স্যার ক্লিফোর্ড।

'চলে এসো। শিগগির, এখানে এসো।'

ক্লেয়ার বাধ্য মেয়ের মত পাশে এসে দাঁড়াল। স্যার ক্লিফোর্ডের আঙুল হুইলচেয়ারের হাতল চেপে ধরেছিল। ব্যথা ভরা দৃষ্টিতে তিনি অভিষিক্ত করলেন ওকে।

'তাহলে তুমি কনির মেয়ে?' খসখসে গলায় জানতে চাইলেন স্যার ক্লিফোর্ড।

নির্বাক হয়ে মাথা নোয়ালো ক্লেয়ার।

'মেলর্সেরও মেয়ে?'

'হ্যাঁ,' ক্লেয়ার সঙ্কোচের সঙ্গে বলল।

ক্লিফোর্ড একটা রুমালে কপালের ঘাম মুছে নিলেন।

'এখানে খুব গরম,' তিনি বলে উঠলেন। 'বোসো, বলছি।'

ক্লেয়ারের আদেশ পালন করলেও ওর বুক দুকপুক করছিল।

'কনির মেয়ে,' স্যার ক্লিফোর্ড বলে চললেন। 'অত্যাশ্চর্য ঘটনা…অবিশ্বাস্য। কয়েক মুহূর্ত আগেই আমি অবাক হয়েছিলাম তোমার চোখ আর কিছু ব্যবহারে কেন কনির পরিচিত ছায়া ফুটে উঠেছে। এখন বুঝলাম। তোমার মাকেও অনেকটা তোমারই মত দেখাতো, যখন তাকে প্রথম দেখি। তবে তোমার মত চমৎকার চুল তার ছিলো না। তবুও তোমার মধ্যে যেন কনিই ফিরে এসেছে। অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।'

একটু চুপ করে রইলেন ক্লিফোর্ড।

তারপর আবার তিনি বললেন, 'এখানে এলে কেন? কি তোমাকে টেনে এনেছে? সন্দেহ নেই তোমার মা অবশ্যই বলেছে আমি অহঙ্কারী, অবিবেচক আর যেকোন মেয়ের পক্ষেই অযোগ্য…' নিজের হাঁটুতে হাত রাখলেন তিনি, 'আমি একজন পঙ্গু।'

'তাতে কিছুই আসে যায় না! আপনাকে আমি পছন্দ করি। আপনার মন আমার ভালো লাগে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার কথা শুনে যেতে পারি,' ক্লেয়ার চড়াস্বরে বলল।

'তোমার মাও আমার কথা শুনতো, আমি তাকে শোনাতে চাইতাম ; তবে তোমার মত মাথা তার ছিলো না।'

'কোন দিনই শেখায় মার আগ্রহ ছিলো না। মার বই ভালো লাগে না,' ক্লেয়ার বলল।

'না, তা লাগতো না। সে ভালোবাসত হৈ হুল্লোর, ডিনার পার্টি, এই সবই। পরে অবশ্য সে একদম বদলে যায়। তবে সেকথা থাক। কিন্তু আশ্চর্য, মেলর্সের মেয়ে আমাকে দেখতে চায়।'

লাল হয়ে গেল ক্লেয়ার।

'আমার বোঝা উচিত ছিল এখানে আমি অভ্যর্থনা পাবো না। আমি বোকামি করেছি।'

ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লি তার হারিয়ে যাওয়া কনির ছায়া এই তরুণীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন, তিনি কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে সারাজীবনের আবেগ অনুভব করলেন যেন। সে অনুভূতি পরস্পর বিরোধী ভাবনায় যেন তাকে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছিলো। একদিকে তিনি আহত, তিক্ত এক স্বামী যে সেই দীর্ঘকায়, কৃশ, গেমকীপারকে ঘৃণা করে। তার অদ্ভুত সম্মানবোধ যাকে সমগোত্রীয়দের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। তিনি অলিভার মেলর্সকে সহ্য করতে পারেননি। তার উকিল এসে বিচ্ছেদের কথা না বলা পর্যন্ত এ বাড়িতে তার নামও নিষিদ্ধ ছিল।

স্ত্রীর থেকে তিনি আঠারো বছরের বড় ছিলেন। দ্বিতীয় ঐ সাংঘাতিক বিশ্বযুদ্ধ ব্যক্তিগত অনেক লোকই ভুলিয়ে দিয়েছিলো। ঘটনার স্রোতে ব্যক্তিগত ক্ষতি কোন ক্ষতিই ছিলো না। তিনি সহনশীল হয়ে উঠেছিলেন। অলিভার মেলর্স তার স্মৃতির বিস্মৃত কোণেই আশ্রয় নিয়েছিল—সেই চোর যে তার স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে চ্যাটার্লি বংশে কলঙ্ক আরোপ করেছিল। তিনি তবুও এরপর আর ক্রুদ্ধ হননি। তিনি ভাবতেন কনি তার কাজের জন্য একদিন অনুতাপ করবে। তিনি তবুও কনির সাহচর্যের অভাব বোধ করতেন।

এখন, এই মুহূর্তে তারই সামনে উপবিষ্ট কনির রক্তমাংসে গড়া এক তরুণী। তার এই মুহূর্তে সেদিনের কথাটা মনে পড়লো, যেদিন নিজের অক্ষমতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সরাসরিই না ভেবে বলে ফেলেন কনি তার কোন প্রেমিকের সন্তান ধারণ করলে তাকেই তিনি র‍্যাগবি হলের উত্তরাধিকারী করবেন।

কথাটা অবশ্য তিনি এই ভেবেই বলেন যে কনি একাজ করলে তার

সমশ্রেণীর কারও বাহুবন্ধনে ধরা দেবে। তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান এটা দেখে যে কনি সাধারণ একজন মানুষকে ভালোবেসেছে।

কিন্তু ক্লেয়ারের মধ্যে কোন সাধারণ ভাব নেই। সে ওর মার চেয়ে ঢের বেশি উচ্চবংশীয়া মনে হচ্ছে। চোখ তুলতেই তিনি দেখলেন ওর চোখে একটু ভয় আর কাতরতার স্পর্শ। তিনি দ্রুত তাকে সান্ত্বনা জানালেন।

'ওভাবে তাকিও না। তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কণামাত্র ইচ্ছেও আমার নেই—তোমার পরিচয় জানা সত্ত্বেও।'

বড় বড় সুন্দর চোখ দুটোর দৃষ্টিতে পঙ্গু স্যার ক্লিফোর্ড কিছুটা গর্বিত বোধ করলেন। টের পেলেন তার আগেকার মনোভাব ফিরে আসছে। তিনি হাসতেও পারলেন।

'নাও, একটা সিগারেট নিয়ে শান্ত হও'; তিনি বলে উঠলেন। 'তুমি সত্য প্রকাশ করেছো, এখন তাই আমরা একই স্তরে আছি। মানুষ হিসেবে তোমার প্রতি আমার ধারণা একটুও পাল্টায় নি। তবে তোমাকে কটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'আমার উত্তর জানা থাকলে—,' ক্লেয়ার বলতে গেল।

'তোমার মা কেমন আছেন?'

'খুব ভালো। স্বাস্থ্য মার ভালোই।'

স্যার ক্লিফোর্ড জানালা দিয়ে একটা ছুটন্ত কাঠবিড়ালীর দিকে তাকালেন।

'কনি সব সময়েই সুস্থ আর খুশি থাকতো। এখন বুঝতে পারি তার মত মেয়ের পক্ষে আমার মত কোন পঙ্গু পুরুষের কাছে থাকা কত কঠিন ছিলো।'

'কিন্তু আপনি তা নন।' ক্লেয়ার বলে উঠল। 'আপনি অপ্রয়োজনীয় নন। শরীরের চেয়ে মস্তিষ্কের প্রয়োজন বেশি। আমার বাবা মার সঙ্গে এখানেই আমার মতের অমিল। তাদের কাছে শরীরই সব। আমি তা মনে করি না। কোন মেয়েকে দেবার মত আপনার সবই আছে।'

'ধন্যবাদ।'

'আমি আমার মনের কথাই বলেছি,' ক্লেয়ার বললো।

'আমি সেটা বিশ্বাস করেছি। তুমি সেক্ষেত্রে তোমার মায়ের চেয়ে একটু উঁচুতেই রয়েছো অন্ততঃ বুদ্ধিগত দিক থেকে। তার শিল্পে সামান্যই আগ্রহ ছিলো—ছোট বয়সে সেটা শিক্ষা করেছে সে—কিন্তু তুমি আলাদা। তোমার মাথা চমৎকার, এরকম মেয়ে আগে দেখিনি। কনিকে যা বলতাম সে ভুলে

যেত। আমার মনে হয় তোমায় আজ যা বলেছি তুমি ভুলবে না। তোমার মার সব কথা বল। সে এখন কেমন দেখতে হয়েছে?'

ক্লেয়ার বর্ণনা করে গেল। ও জানালো একটু ভারি হলেও কনি এখনও সুন্দরী।

এবার স্যার ক্লিফোর্ড যে প্রশ্ন করলেন সেটা অনেকখানই তার মনে ঘোরাফেরা করছিল।

'সে কি সুখী? তার ওই বিচিত্র বিয়ে সফল?'

'হ্যাঁ। যদি একথা শুনে আঘাত না পান।'

'আমি সব আঘাতের বাইরে,' ঠিক সত্য বললেন না স্যার ক্লিফোর্ড। 'সবকথা শোনাও।'

'বাবাকে নিয়ে তিনি এমনই সুখী যে কোন কিছু বা কারও জন্য তার মাথাব্যথা বা সময় নেই। বাবা মা হিসেবে তারা খুবই ভালো, আমাকে যথেষ্ট ভালোও বাসেন, তবু আমি কেমন আলাদা বোধ করি। আমাকে সত্যিই তাদের দরকার নেই।'

তাহলে এই! ভাবলেন স্যার ক্লিফোর্ড—আমার প্রিয় কনি—কি আশ্চর্য ব্যাপার। ওই গেমকীপার, অশিক্ষিত,—যার ভাষা জনসাধারণের প্রস্রাবাগারের দেয়ালে দেখা যায়, সে কুড়ি বছর ধরে তোমায় সুখে রেখেছে। আর আমি তাতে ব্যর্থ হয়েছি।

ক্লেয়ার ওর বাবা মার সব কাহিনী আর বাড়ির কথা শোনালো। বাবা মার প্রতি বিশ্বস্ততার জন্যই ও যে স্যার ক্লিফোর্ডের মেয়ে নয় সেজন্য কোন অনুতাপ প্রকাশে বাধা পেল! ও ওর বাবার একটা সুন্দর ছবি তুলে ধরল।

'ওর আর একটা সন্তান ছিলো না? ওর প্রথম বিয়ের সন্তান? মনে হচ্ছে ছিলো।'

ক্লেয়ার লাল হয়ে উঠল। ও কিছুতেই গ্লোরিয়ার কথা বর্ণনা করতে পারলো না। ও ছোট্ট উত্তর দিলো।

'হ্যাঁ। মেয়েটা তেমন ভালো হয়নি।'

'আর তুমি রেডক্রশে যোগ দাও? তোমার মাসী হিল্ডার কাছেই থাকো, হিল্ডাকে কোনকালেই মেনে নিইনি।'

'মানে, তার সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছি', ক্লেয়ার আত্মরক্ষার ভঙ্গীতেই জানালো।

হুইলচেয়ারের মানুষটি আচমকা টের পেলেন তার মাথার পিছনে যন্ত্রণা

হচ্ছে ক্লান্ত হলেই এটা আজকাল হয় তার। কনির মেয়ের সঙ্গে আচমকা এইভাবে দেখা হওয়ায় তিনি বেশ বিচলিত তা বোঝেননি আগে।

আচমকা তিনি বললেন, 'আমার লোককে ডাকতে ঘণ্টা বাজালে কিছু মনে করবে। আমার মনে হচ্ছে এবার একটু বিশ্রাম দরকার আমার।'

ক্লেয়ার আবার উঠে দাঁড়ালো একটু হতাশ হয়ে।

'আমার সঙ্গে দেখা করার আর এমন দয়া দেখানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। এ যে আমার কাছে কতখানি তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। যদি অতীতটা অন্য রকম হতো—।'

স্যার ক্লিফোর্ডের চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। তিনি হাত বাড়িয়ে দিতেই ক্লেয়ার সেটা চেপে ধরলো। ও অনুভব করলো বয়স্ক একজন মানুষের শীতল অথচ উৎসাহ জোগানো হাত।

কোন উত্তর না দিয়ে ক্লেয়ার ওর হাত টেনে নিল।

'বাবা মার প্রতি তোমার বিশ্বস্ততা আমার ভালো লেগেছে, তবে তুমি আমাকে বোঝাতে পারোনি তুমি সুখী।'

'কিন্তু সেটা আমারই দোষ,' ক্লেয়ার বললো। 'আমি—আমি বড় অদ্ভুত! আমি জীবনকে শান্তভাবে নিতে পারি না।'

'সত্যিকার মানুষেরা একটু স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। আমার মনে হয় তোমাকে আমি বুঝতে পারছি। যাইহোক এটাই কিন্তু শেষ বিদায় নয়! তোমাকে এটা বোঝাতে চাই ব্যাগবিতে তোমার যখন খুশী আসায় বাধা নেই!'

ক্লেয়ার যেরকম খুশিতে ঝলমলে হয়ে উঠল সেটা দেখে স্যার ক্লিফোর্ড উৎসাহী হয়ে উঠলেন। এই মেয়েটার প্রতি তার স্নেহের একটা আকর্ষণ জন্ম নিয়েছিলো।

'আবার এসে দেখা কোরো, ক্লেয়ার,' তিনি বললেন। 'আমি অত্যন্ত একা, আর মনে হয় তুমিও বোধহয় তাই। তোমার সঙ্গে আরও কথা বলতে চাই।'

'ওহ, আমার সত্যিই তা ভালো লাগবে, স্যার ক্লিফোর্ড,' ক্লেয়ার বলে উঠল উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীতে।

'বেশ। কাল হলে কেমন হবে?'

'হ্যাঁ। কটার সময় আসবো?'

'এই সময়টাই আমার পক্ষে ভালো। আবার চা পান করতে এসো।'

'হ্যাঁ, তাই আসবো,' ক্লেয়ার বললো। 'ফ্রান্সিস পেভরেল যদিও আমার প্রতিকৃতি আঁকছে, তাহলেও সেটা বন্ধ রাখবো।'

কনির মেয়ে এমন করে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চায়—অবাক হয়ে ভাবলেন ক্লিফোর্ড। কনির মেয়ে—যে আমার মেয়ে হতে পারতো… আহ্! বড় যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা।

ক্লেয়ার লাইব্রেরীর দরজার কাছে যেতেই আবার স্যার ক্লিফোর্ডের গলা শুনতে পেলো।

'এলিজাবেথ না এসে থাকলে বাগানে ঘুরতে পারো—বাড়িটাও ঘুরে দেখে নিও।'

'ধন্যবাদ, তাই করবো।'

'মাকে জানাবে নাকি যে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে?' প্রশ্ন করলেন স্যার ক্লিফোর্ড।

গভীর যে নির্ভীক দৃষ্টিতে তাকালো ক্লেয়ার তার প্রশংসা করলেন মনে মনে স্যার ক্লিফোর্ড।

'হ্যাঁ, তাই করবো,' ক্লেয়ার বললো।

'পেভরেলরা এ ব্যাপার জানে?'

'না।'

'তাহলে এটা গোপন রাখাই ভালো। তাদের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে লাভ নেই।'

'আমি কাউকেই বলবো না।'

'তাহলে বিদায়, ক্লেয়ার! আর তুমি যে এখানে এসেছো তাতে সত্যিই আমি আনন্দিত,' নরম গলায় বললেন স্যার ক্লিফোর্ড।

ক্লেয়ার র‍্যাগবি হল ছেড়ে যখন বেরিয়ে এলো তখন ওর মনে ঝড় তুলেছিলো কথাটা। এটাই দিনের মত সত্য যে এই পঙ্গু মানুষটি যিনি একদিন ওর মার স্বামী ছিলেন, তার সঙ্গে যেন ওর গভীর একটা একাত্মতা গড়ে উঠেছে… এ একাত্মতা অনেকটাই আধ্যাত্মিক আর বুদ্ধিগত…এরকম ও কোনদিন কোন তরুণের কাছে পায়নি।

ও অবাক হচ্ছিলো মা কি ভাববে ভেবে।

নিজের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ও নিজের আবেগের কথাই ভাবছিলো। আবার এখানে আসতে পারবে কিনা তা নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই। ও মরীয়া হয়ে এখানে আসতে চেয়েছিলো এটাই জানতে, সে মেলর্সের সন্তান শুনে স্যার ক্লিফোর্ডের কি প্রতিক্রিয়া হয়।

এটা কি নিছক একটা আগ্রহ? ও অবাক হলো। ও ওর বাবা মার

প্রতি অবিশ্বাসের কাজ করতে চায় না, তবুও স্বীকার করতেই হবে স্যার ক্লিফোর্ডের মধ্যে ও খুঁজে পেয়েছে এক আশ্চর্য চরিত্র। হয়তো তার এভাবেই নতুন এক ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারবে।

ক্লেয়ারের কাছে লং এগুনের চেয়ে অনেক সুন্দর র‍্যাগবি। এ জায়গা বিরাট—কত প্রাচীন জিনিসে ভর্তি। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। ক্লেয়ার সবকিছু দেখে মুগ্ধ। অসংখ্য তেলরঙে আঁকা প্রতিকৃতি দেখতে পেলো ও। কুইন অ্যানের রাজসভার একজন ভদ্রলোকের ছবির সঙ্গে স্যার ক্লিফোর্ডের আশ্চর্য মিল।

ও মুগ্ধ হয়ে ভাবলো এইসব প্রাচীন নিদর্শনের মূল্য কতখানি আর এসব স্যার ক্লিফোর্ডের কত প্রিয়। কোন ছেলে উত্তরাধিকারী না থাকার বেদনা তার কতখানি বুঝলো ক্লেয়ার।

ক্লেয়ার এটাও বুঝলো স্যার ক্লিফোর্ড ওকে বাড়িটা কেন ঘুরে দেখতে বলেছেন। এরকম কোন বাড়ি ও আগে কখনও দেখেনি। এ বাড়ির সঙ্গে এখানকার গৃহকর্তা এক হয়ে কেন ও তা টের পেলো। ওর মা এখানে একদিন থাকলেও এখানকার কোন কিছুই তিনি শিখে যেতে পারেননি। শুধু বাবার বাহুবন্ধনে তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাদের কাছে শুধু বর্তমান আর কামনাই সবকিছু। কিন্তু র‍্যাগবি মন ভরিয়ে তুলল ক্লেয়ারের। এখানে জীবন যেন বিরাট একটা ক্যানভাসের পটে নানা রঙে চিত্রিত।

একটা কথা ওর মনে পড়লো—স্যার ক্লিফোর্ড একবারের বেশি ওর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করেননি। মনে হলো এ ব্যাপারে ওর আর মা'র মধ্যে অলক্ষ একটা সাগর রয়ে গেছে।

কনি একবার বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছিস না, ক্লেয়ার তুই বারবার যে সংযমের কথা বলিস তারই সঙ্গে যুক্ত তোর যৌন জীবন? এর কাছে সমর্পণেই তোর মুক্তি।'

এখানে র‍্যাগবিতে এসে ক্লেয়ার অনুভব করেছে ওর নিজের মতটাই ঠিক। স্যার ক্লিফোর্ডের জীবনে লালসার কোন স্থান নেই, অথচ তার মন শিল্প, সাহিত্যের আর সৌন্দর্যের এলাকায় অবাধে ঘোরাফেরা করে চলেছে। জীবনের কোন দেহজ আনন্দ এর চেয়ে আনন্দময় হতে পারে? ও বুঝলো ওর মা কেন বাবাকে নিয়ে এত সুখী, কেন তিনি পর্বত চূড়ায় উঠতে পারেন নি। এই প্রথম ও কনিকে বুঝতে পারলো। একটা কথা শুধু ক্লেয়ার জানতো না কোন মেয়েই কেবল শিল্পকলা নিয়ে বেঁচে থাকে না, থাকতে পারে

না, তাকে ভালোবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবেই। ক্লেয়ারকেও এর কাছে মাথা নত করতে হবে।

॥ ষোল ॥

'নাঃ এই আলোয় ছবি আঁকা যায় না, তুমি তো আবার কাল পারবে না। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়!' ফ্রান্সিস পেভরেল বলে উঠলো।

'কাল সকালে হয় না?' ক্লেয়ার বললো।

'না, কাল সকালে মাকে ডাবিতে নিয়ে যাবো কথা দিয়েছি।'

ক্লেয়ার লিজের ভাইয়ের ঘরে বসেছিলো। ঘরটা ওরই ছবি আঁকার জন্য বিশেষভাবে তৈরি। বাগান থেকে ফেরার পরে ওকে ছবি আঁকার জন্য ফ্রান্সিসের সামনে বসতে হয়েছে। ফ্রান্সিস থেকে থেকেই একদৃষ্টে ওর দিকে তাকাতে চাইছিলো।

একটু কৃশ, দীর্ঘ চেহারা ফ্রান্সিসের। লিজের মত নয়—সে কিছুটা ওর বাবার মত। ফ্রান্সিসের নাক চোখ কিছুটা ওর প্রপিতামহীর মত। শারীরিক দিক দিয়ে ওর এমন কিছু নেই যাতে ক্লেয়ারকে আকর্ষণ করা যায়। বলতে গেলে ওর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ক্লেয়ারের অনুকম্পাই হয়। ফ্রান্সিস প্রতিকৃতি আঁকার শিল্পী হতে চায়। বর্তমানে যদিও কোন শিল্পীর তেমন কদর নেই।

ঘরে রেকর্ড বাজছিলো। ক্লেয়ার ফ্রান্সিসের সঙ্গে শিল্প আর সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করছিলো।

ক্লেয়ার বুঝেছিলো ফ্রান্সিস ওর প্রেমে পড়ে গেছে।

'ওর লাল চুলের ওপর খুব টান আর তোর এমন চমৎকার গড়ন—ও মজে গেছে', লিজ মাত্র গতকাল রাত্তিরেই বলেছে।

লিজ তখনই ইঙ্গিত করেছিলো ফ্রান্সিসের সঙ্গে ওর অনেক সময়েই দেখা হবে আর সে হয়তো ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। আরও কিছু ভাবাবেগের সঙ্গে বলে গেল লিজ।

'এটা হলে আমারও ভালো লাগবে। মারও তোকে পছন্দ। বাবা বলেছেন লণ্ডনে তোর চেয়ে ভালো বন্ধু আমি নাকি আর আনিনি। তুই আমার ভাইয়ের বউ হলে দারুণ ব্যাপার হতো।'

একটু অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলো ক্লেয়ার। 'এরকম প্রশ্ন ওঠে না, লিজ।

আমি মাত্র এক সপ্তাহ এখানে এসেছি আর ফ্রান্সিস আর আমি পরস্পরকে প্রায় জানিই না।'

'তা হলেও প্রথম দর্শনে প্রেম বলে একটা কথা আছে, ফ্রান্সিস তোর প্রেমে হাবুডুবু।'

ক্লেয়ার জানতো ও ইচ্ছে করলেই লেডি পেভরেল হয়ে যেতে পারে আর লঙ এগুনই ওর ঘরবাড়ি হতে পারে। ওর মা যেমন বিশ বছর আগে এ এলাকায় থাকতো ও তাই পারতে পারে। তবুও এ চিন্তায় ও কোন আনন্দ পেলো না।

'কি ভাবছো?' ফ্রান্সিস প্রশ্ন করলো।

'অনেক কিছুই।'

ফ্রান্সিস একবার ইজেলে লাগালো ক্যানভাস তারপর ক্লেয়ারের দিকে তাকালো।

'তোমার চুলের চমৎকার রঙটা ফোটাতে পারছি না। ইচ্ছে করছে ক্যানভাসটা ছিঁড়ে ফেলি। তুমি এত সুন্দর ক্লেয়ার, যে কোন বড় শিল্পীর উচিত তোমাকে অমর করে রাখা।'

'তোমার আঁকাতেই আমি খুশি', হেসে বললো ক্লেয়ার।

'আমার মনে হয় তুমি জানো না তুমি কত সুন্দর।'

'সত্যিই জানি না।' হেসে ফেললো ক্লেয়ার।

'আমার মনে হয় তুমি একটা লিলি ফুল', প্রায় ক্ষুধার্তের মত তাকিয়ে বললো ফ্রান্সিস।

ক্লেয়ারের মধ্যে একটা আবস্তিকর স্মৃতি জেগে উঠল।

'একজন ফরাসী এ কথা আমায় বলেছিল', ভ্রূ কুঁচকে বললো ক্লেয়ার।

'আমি ভেবেছিলাম আমিই প্রথম', হতাশ কণ্ঠে বললো ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিসের সঙ্গ ভালো লাগলেও তাকে তেমনভাবে ভালোবাসতে পারবে না জানতো ক্লেয়ার। ও তাই প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলো।

'লিজের কাছে যাওয়া যাক এবার। বাগানে বেশ ভালো লাগবে', ও বললো।

একটু ক্লেয়ারের দিকে এগোতে গিয়েও তা করলো না ফ্রান্সিস। ও বুঝলো ক্লেয়ারকে ভয় পাইয়ে দেয়া ঠিক হবে না, সে এই মুহূর্তে ওর কোন প্রস্তাব গ্রহণেও তৈরি নয়।

হাঁটার ফাঁকে ফ্রান্সিস বলল, 'স্যার ক্লেফোর্ডকে কেমন লাগল?'

'খুব ভালো লেগেছে। সারাক্ষণ তার কথা শুনতে পারি।'

'হুম্! তিনি দেখছি তোমাকে বশ করে ফেলেছেন।'

ফ্রান্সিস বুঝতে পারলো না নীরস, পঙ্গু ওই বৃদ্ধের কাছে ক্লেয়ার যেতে চায় কেন।

বাগানের দরজার কাছে আসতে ফ্রান্সিস অন্য কথা বলে উঠলো।

'আমার মনে হয় লিজ তোমাকে বাবা মার বিয়ের সময়ে চ্যাটারলি কলঙ্কের কথাটা শুনিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সেই বিখ্যাত লেডি চ্যাটারলিকে একবার দেখি। তিনি নিশ্চয়ই দারুণ এক মহিলা। জানো কি তিনি একজন পশুপালকের সঙ্গে পালান?'

ক্লেয়ারের গালে জ্বালা ধরে গেলো : ও কোনরকমে মুখটা আড়াল করলো।

ও ভাবলো পেভরেলদের এখানে আর ওর না থাকাই ভালো। ওর প্রতি ফ্রান্সিসের এমন আগ্রহও ঠিক হবে না। তাছাড়া ওরা যদি জানতে পারে ও কে, তাহলে ওর উপস্থিতি ওরা আর না চাইতেও পারে।

ও হলঘরে ঢুকতেই স্যার নীলের খাস চাকর এসে ওর হাতে একটা টেলিগ্রাম দিতে চাইলো।

'আপনার টেলিগ্রাম, মিস মেলর্স।'

'ওঃ ভগবান!' ফ্রান্সিস বলে উঠলো। 'দু চোখে টেলিগ্রাম সহ্য করতে পারি না। নিশ্চয়ই তোমাকে লণ্ডন বা কোথাও ডেকে পাঠানো হয়েছে।'

ক্লেয়ার সেটা পড়ে ফেললো। ওকে ডেকে পাঠানো হয়নি, তাহলে ওতে এমন একটা ভাব ছিলো যাতে ওর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেলো।

'সাংঘাতিক একটা ব্যাপার ঘটেছে। তোমার সাহায্য চাই। সন্ধ্যে সাতটায় ফোন করবো, দয়া করে থেকো। ইভিলিন টালবট।'

'কোন খারাপ খবর নয় আশা করি', ফ্রান্সিস উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলো।

'বুঝতে পারছি না', ক্লেয়ার বললো। 'সন্ধ্যেবেলায় যেখানে যাওয়ার কথা না গেলে কিছু মনে করবে, ফ্রান্সিস?'

ফ্রান্সিস যে একটু হতাশ সেকথাটাই ও বলল।

'আজ দেখছি ভাগ্যই খারাপ।'

'আমি দুঃখিত', ক্লেয়ার বললো। 'আমার এক বান্ধবী সাতটায় ফোন করবে। সে কোন ব্যাপারে সাহায্য চায়।'

'আমিও দুঃখিত', ফ্রান্সিস নরম স্বরে বললো।

সাতটার একটু আগে থেকেই ক্লেয়ার ঘরে টেলিফোনের অপেক্ষায় বসে রইলো। নানা দুশ্চিন্তায় ওর মন চঞ্চল হতে চাইছিলো। ইভিলিনের কি এমন ভয়ানক বিপদ হতে পারে? তাহলে কি কলিন মারা গেছে? যুদ্ধে মারা পড়েছে? ওর মনে ইভিলিনের কাছ থেকে কলিনকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে থাকলে ও সহ্য করতে পারবে না। এত সুখী স্বামী স্ত্রী ওরা। কলিনের কথা মনে পড়লো ওর। এই যুদ্ধে ওর চেয়ে চমৎকার মানুষ ও দেখেনি।

টেলিফোন এলো আরও আধঘণ্টা পরে। প্রায় সাড়ে সাতটায়।

'হ্যালো, ইভিলিন, কেমন আছো—', ক্লেয়ার বললো।

ইভিলিনের এসব কথার সময় ছিলো না ও সব কথা তাড়াতাড়িই বলতে চাইছিলো।

কলিন মারা যায়নি তবে মারাত্মক আহত হয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছে, সে ব্রাইটনের এক হাসপাতালে।

'আমি দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছি' ইভিলিন বললো। 'ক্লেয়ার-- শুনতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, ভালোই শুনতে পাচ্ছি।'

ইভিলিন এবার দ্রুত সব কথা শোনালো। ও জানালো ওর স্বামী দ্বিতীয়বার আহত হয়েছে আর তাকে চিকিৎসার জন্য ব্রাইটনের হাসপাতালে আনা হয়েছে। ওর মুখ পুড়ে যাওয়ায় প্লাস্টিক সার্জারি করা হবে। দুজন বিখ্যাত সার্জন তা করবেন। ইভিলিন ছুটি নিয়ে চলে এসেছে। কলিনের সারা মুখ এখন ব্যাণ্ডেজে জড়ানো।

ক্লেয়ার সব কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে যতখানি সম্ভব ইভিলিনকে সান্ত্বনা জানালো। ও বুঝলো ডাক্তাররা সঠিক কথা না বলায় সে আরও চিন্তিত।

ইভিলিন বললো, 'ডাক্তাররা আমায় সান্ত্বনা জানালেও আমার মন মানছে না। ও কি আবার ভালো হয়ে উঠবে? উঠলে কবে? ওহ্ ক্লেয়ার, আমাকে সাহায্য করবে? হাসপাতালে গিয়ে কলিনকে দেখে এসে সত্যি কথাটা জানাবে? তোমাকে করতেই হবে।'

ক্লেয়ার বুঝলো একেবারে ভেঙে পড়েছে ইভিলিন। এরকম ঘটনার ও সম্মুখীন হয়নি আগে। ইভিলিন যে একেবারে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত এটাও বুঝলো ও। তাই ও জানালো যত তাড়াতাড়ি পারে কলিনকে দেখে এসে সব জানাবে, তাতে ছুটি নষ্ট হলেও তা করবে ও।

'ওঃ ধন্যবাদ ক্লেয়ার, ডার্লিং। আমি জানতাম তুমি সাহায্য করবে', বলে টেলিফোন ছেড়ে দিলো ইভিলিন।

ক্লেয়ার কিছুক্ষণ অস্বস্তির সঙ্গে সব কথা ভাবলো। ওর পক্ষে ব্রাইটনে গিয়ে লাভ হবে? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কি ও ভি. এ. ডি. বলে দেখা করতে দেবে?

ক্লেয়ার ঠিক করলো আগে সেখানে টেলিফোন করে সব জানতে হবে।

মেট্রনের সঙ্গেই কথা হলো ওর। তিনি জানালেন ক্যাপ্টেন ট্যালবটের আপাতত বিপদ নেই, তবে তার সঙ্গে আরও এক সপ্তাহ কাউকে দেখা করতে দেয়া হবে না। তাই ক্লেয়ার ঠিক করলো হাসপাতালে কাজে যোগ দেওয়ার আগে ব্রাইটনে খোঁজ নিয়ে যাবে।

এই কথাবার্তার পর টেলিগ্রাম করে ইভিলিন কথাগুলো জানিয়ে দেওয়া ছাড়া ওর আর কিছুই করার ছিল না। ও জানালো এক সপ্তাহ পর খবর নিয়ে জানাবে।

সারা সন্ধ্যেটা মন খারাপ হয়ে রইল ক্লেয়ারের। কলিন আর ইভিলিন পরস্পরকে এত ভালোবাসে—আর তাদের জীবনেই এরকম বিপদ কেন এল? যুদ্ধের কথা ওর মনে হলো—না, এখানে বসে থাকার কোন অধিকার ওর নেই, ওকে কাজ করতে হবে। তবে ও জানে ছুটি শেষ না হলে ওকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হবে না। তাই ওকে মন শান্ত রাখতে হবে। ঠিক করলো এ সময়টা ও স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আনন্দময় কথাবার্তাতেই কাটাবে।

লিজের সঙ্গে বেরোনোর আগে ও ফ্রান্সিসের সামনে ছবি আঁকার জন্য বসতে রাজি হয়ে গেলো। প্রায় একঘণ্টা আঁকার পর হঠাৎ তুলি রঙ সরিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিস ওর পাশে এসে একটা প্রস্তাব করে বসলো।

'তোমায় দারুন ভালোবাসি। তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই, ক্লেয়ার। আমি জানি আমি তোমাকে যা ভালোবাসি তুমি আমায় তা বাসো না। কিন্তু এরকম কি হতে পারে না, ক্লেয়ার? যতদিন চাও ততদিনই আমি অপেক্ষা করতে রাজি।'

যতোটা নম্রভাবে বলা যায় সেইভাবে উত্তর দিলো ক্লেয়ার।

'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। আমরা বন্ধুর মত হতে পারি, কিন্তু আমি তোমাকে বা কাউকেই বিয়ে করব না। আমি দুঃখিত ফ্রান্সিস।'

খুবই বেদনাহত লাগলো ফ্রান্সিসকে।

ও বললো; আমার মনে হচ্ছিলো ভালোবাসার ব্যাপারে তোমার কোন

অসুখী হওয়ার কারণ আছে। নাহলে নিশ্চয়ই সারাজীবন একা থাকতে চাইতে না? তোমার এমন সৌন্দর্য আর মিষ্টি স্বভাব অপব্যয় করা অপরাধ।'

'কোন মেয়ের জীবনে বিয়েটাই সব নয়। জীবনে আরও ঢের জিনিস আছে।'

'যেমন—?'

'বোঝাতে পারবো না। তবে আছে তা জানি। আমি জানি আমি বিয়ে করতে চাই না।'

'আমাকে ভালোবাসো না?

'তোমাকে খুবই ভালো লাগে,' অসুখীর মতই উত্তর দিলো ক্লেয়ার।

ফ্রান্সিস ওর দুটো হাত তুলে চুম্বন করলো।

'তোমায় অস্বস্তিতে ফেললাম বলে মাপ কোরো। বুঝতে পারছি না আমায় তুমি ভালো বাসবে কেন, ভেবেছি একদম ছেলেমানুষী কাজ।'

কোন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়লো ক্লেয়ার। ফ্রান্সিস এরপর চমৎকার ব্যবহার করলো। নিজের কামনা দূরে সরিয়ে রেখে জানালো ও ক্লেয়ারের বন্ধু থাকতে চায়।

'আমরা লং এগুনে সবাই তোমায় ভালোবাসি। আমার জন্য যেন এ জায়গায় ছেড়ে যেও না, ক্লেয়ার।'

ক্লেয়ারের প্রায় চোখে জল এসে গেলো। ও ফ্রান্সিসকে আঘাত দিতে চায়নি তবু…।

ফ্রান্সিস আবার ওর প্রতিকৃতি আঁকার কথা বললো। ক্লেয়ার দুঃখের সঙ্গেই ভাবলো ও কখন ফ্রান্সিস পেভরেলের আপনার জন হবে না, তবুও সে বন্ধু থাকতে চায় এটা ভালো লাগলো ক্লেয়ারের। ও হঠাৎ লং এগুন ছেড়ে যেতে চায় না। এখানে থেকে মন শান্ত করে ও আবার র‍্যাগবিতে যেতে ইচ্ছুক।

মার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল ক্লেয়ার। ছেলেমানুষী ভরা চিঠি বলেই মার কথা বেশি করে ভাবলো ক্লেয়ার। কনি ওর চিঠি পেয়ে যে দারুণ খুশি তাই লিখেছেন, ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় তার দারুণ আনন্দ হয়েছে। কনি লিখেছেন র‍্যাগবি আর ক্লিফোর্ড সম্বন্ধে ক্লেয়ারের ধারণা কি তা জানার জন্যে তিনি উদগ্রীব।

কনি লিখছিলেন: 'তোর বাবা আর আমি একটা কথা জানার জন্য উদগ্রীব। একটা কাজ করতে পারবি? ওখানে গেমকীপারের যে কুটীরটা

আছে সেটার উপর আমাদের খুব টান। ওখানে আমি একটা মণ্টানা গাছ লাগিয়েছিলাম, সেটা কত বড় হল জানাতে পারবি ?'…

চিঠির বাকিটায় স্থানীয় কিছু খবর ছিলো। গ্লোরিয়া সেরকম সুখী নেই। বাচ্চাকেও বিশেষ দেখে না সে। কনি জনিকে 'ছোট্ট জনি' বলেই ডাকায় ক্লেয়ার ব্যাপারটা বেশ ভালো মনে করলো।

বিকেলে স্যার ক্লিফোর্ডের কাছে চা পানে যাওয়ার সময় ক্লেয়ার গেমকীপারের সেই কুটিরটা কোথায় খোঁজ করল। ব্যাপারটা মন থেকে গ্রহণ করতে না পারলেও মার ইচ্ছে বলেই করল ক্লেয়ার।

জায়গাটা খুঁজে না পাওয়ায় ও একজন বৃদ্ধ মালীকে প্রশ্ন করল।

বৃদ্ধ একটু অবাক হয়ে তাকালো।

'গেমকীপারের কুটীর ?' সে বললো। 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। একটা ছোট্ট ঘর ছিলো কিন্তু স্যার ক্লিফোর্ড সেটা লেডি চলে যাওয়ার পর ভেঙে ফেলেন।'

ক্লেয়ার লাল হয়ে উঠলো। ও ভালোই বুঝতে পারল স্যার ক্লিফোর্ড কেন ঘরটা ভেঙে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লেয়ার সরে এলো।

ও একজন ঈর্ষাকাতর, ক্রুদ্ধ স্বামীর মনোভাব ভালোই উপলব্ধি করতে পারলো। কেন ওই কুটীরের উপর তার রাগ জন্মাতে পারে। বিকেলে স্যার ক্লিফোর্ডের কাছে ও ব্যাপারটা উল্লেখ করলো না।

সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরে ও মাকে চিঠিতে সব লিখে জানালো। স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে পরিচয়ের বর্ণনাও দিলো ও।

'আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি আমার পরিচয় জানার পরেও তিনি দেখা করতে চেয়েছেন। বাড়িতে তৈরি কেক ভালোবাসি বলায় তিনি আমার জন্য বিশেষ ধরণের কেক বানাতে হুকুম দিয়েছিলেন। জোর করেই তাই প্রচুর খাইয়েছেন। সারাক্ষণ তিনি আমায় লক্ষ্য করছিলেন। তার প্রতিটি কথাতেই শ্লেষ মেশানো বুদ্ধির ছাপ। আমরা ইংরাজী সাহিত্য আর স্থাপত্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে তার জ্ঞান অসীম। ভালো কথা মা—তিনি বাক্স খুলে অনেক প্রাচীন আমলের ছবি আর সুন্দর মূর্তি দেখিয়েছেন। এর একটা মূর্তি ফরাসী দেশের প্রিন্সেসের। ওটা নাকি ফরাসী বিপ্লবের সময় চোরাপথে র‍্যাগবিতে এসে পড়ে, কারণ এখানে সেই সময় ফরাসী উদ্বাস্তুরা এসে থেকেছিল। এগুলো দেখে তুমিও সেসময় নাকি অবাক হতে। তোমার মনে আছে ? তুমি জানো। স্যার ক্লিফোর্ড তোমার সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবেই কথা বলেন।'

ক্লেয়ার মাকে সেকথা লেখেনি তা হলো র‍্যাগবির তুলনায় ও সোয়ানিংডনকে কতোটা ম্লান মনে করে। এখানে চ্যাটারলিদের এই জমিদারীর আবহাওয়া যেন অন্যরকম। এখানে ও মন খুলে থাকতে পারে।

স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তায় ও যদি আনন্দ পেয়ে থাকে তাহলে এটাও ঠিক তিনিও তাই পেয়েছেন। একবার লিজ আর ওকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানান স্যার ক্লিফোর্ড।

ওরা লং এণ্ডনে ফেরার সময় স্যার ক্লিফোর্ড এক ঝুড়ি জাম পাঠিয়ে দেন।

লিজ এতে বলে উঠে, 'অবাক কাণ্ড ক্লেয়ার, তুই দেখছি বুড়োকে একেবারে মুঠোয় পুরেছিস। এরকম ব্যাপার আগে তো দেখিনি।'

লং এণ্ডনের বাকি সকলেও এ নিয়ে ক্লেয়ারকে ক্ষ্যাপাতে চাইতো। ক্লেয়ার তাতে লজ্জা পেলেও মনে মনে খুশিই হতো।

আরও বেশ কয়েকবার র‍্যাগবিতে গেল ক্লেয়ার আর প্রতিবারেই বেশি সময় কাটালো। ওর দক্ষিণে ফিরে যাওয়ার আগের সন্ধ্যায় স্যার ক্লিফোর্ড ওকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। খাওয়ার পর পাশের নার্সিংহোমে একটা সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা হলো।

খুবই জনপ্রিয় একটা পুরনো ছবি— লরেন্স অলিভিয়ারের পঞ্চম হেনরি। স্যার ক্লিফোর্ডের প্রিয় ছবি। ক্লেয়ারেরও ভালো লাগলো, ছবিটা ছোটবেলায় একবার ও দেখেছিল।

স্যার ক্লিফোর্ড ক্লেয়ারকে একমনে ছবিটা দেখতে দেখে হেসে ফেলেছিলেন। ওর আবেগ লক্ষ্য করেই তিনি ভাবছিলেন ও দক্ষিণে ফিরে গেলে আর হয়তো ওর সঙ্গে তার দেখা হবে না।

যেভাবেই হোক ক্লেয়ারকে তিনি কিছুতেই অলিভার মেলর্সের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলেন না। ও শুধু কনির মেয়ে, আর অধিকারের বলে বললে ওর ওপর তারই একমাত্র অধিকার। ক্লেয়ার তার জীবনে মধুর এক আনন্দের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে, এর কোন ব্যাখ্যা তার কাছে নেই।

পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর সময়ে কথাটা তিনি ক্লেয়ারকে বললেন।

'আমার মনে হচ্ছে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা সত্যিকার যোগ রয়ে গেছে, আর সেটা আমাদের বয়সের এত তফাৎ সত্ত্বেও।

'আমি কোনদিনই র‍্যাগবি আর আপনার কথা ভুলবো না, স্যার ক্লিফোর্ড,' ক্লেয়ার একটু বিচলিত হয়ে উত্তর দিলো।

'আবার ফিরে আসবে তো? আবার র‍্যাগবিতে বেড়াতে আসবে? আমি চাই এ বাড়ি তোমার দ্বিতীয় বাড়ি বলেই ভাবো। এখানে তোমার জন্য সবসময় একখানা ঘর থাকবে। আমার লোক তোমার দেখাশোনা করবে। এরপর একদিন লং এণ্ডনের বদলে এখানে থেকে যেও।'

'এমন আমন্ত্রণ আগে কখনও পাইনি।' দারুণ খুশি হয়ে বলে উঠল ক্লেয়ার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ তুলে তরুণ মুখখানার দিকে তাকালেন স্যার ক্লিফোর্ড। 'কনি, কনি,' তিনি ভাবলেন 'কেন চলে গেলে তুমি? তোমার মেয়ে আজ একরাশ স্মৃতিই বয়ে এনেছে। কিন্তু এ না হলে এমন স্পর্শও পেতাম না।'

'আপনাকে চিঠি লিখবো, স্যার ক্লিফোর্ড,' যৌবনের আনন্দে বলে উঠল ক্লেয়ার।

'খুব ভালো হবে,' তিনি বললেন। 'তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকবো ক্লেয়ার—।

'বলুন।'

'তোমার সম্বন্ধে ভাবছিলাম। এই অল্প সময়েও আমাদের পরস্পরকে জানা দরকার। তোমায় একটা কথা বলতে চাই। তোমার মা একেবারে একটা ব্যাপারে ভুল করেনি—সেটা হলো ভালোবাসার জন্য স্ত্রী আর পুরুষের প্রয়োজন। খুব অল্প মানুষই শুধু বুদ্ধিগত স্তরে বেঁচে থাকতে পারে। স্ত্রী আর পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কি বলছি বুঝতে পারছো? হয়তো নিজে অনেক তিক্ততা আর দুঃখের মধ্য দিয়ে আমি এটা জেনেছি, আর পৃথিবীতে একমাত্র তোমাকেই একথা বললাম। আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন চিরাচরিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলেছো—যে পথ তোমার মত এক সুন্দরী তরুণীর জীবনে সুখ এনে দিতে পারে। বুঝেছো?'

একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে ক্লেয়ার বলে উঠলো, 'আপনি যা বলছেন তার অর্থ আমার বিয়ে করা উচিত।'

'একদিন, নিশ্চয়ই। সঠিক পুরুষটির জন্য অপেক্ষায় থেকে—কিন্তু কিছুতেই বিয়ের চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিও না। আমার মত অতীত নিয়ে জীবনে আটকে থেকো না। জীবনকে উপভোগ করতে হয়।'

ক্লেয়ার অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলো। স্যার ক্লিফোর্ড ওর মার জীবনধারাই গ্রহণ করতে বলছেন—ঠিক তখনই, যখন ও বুদ্ধিগত জীবনকে র‍্যাগবি আর তার সঙ্গে মেলাতে চায়। স্যার ক্লিফোর্ড হেসে মাথা নাড়লেন।

'এটা একদিন বুঝতে পারবে। ভালো মেয়ে হতে হবে তোমায়। বেশি কাজ কোরো না যাতে অসুস্থ হও। আর যখন সঠিক পুরুষের দেখা পাবে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, কেমন?'

॥ সতেরো ॥

ক্লেয়ার লণ্ডনে ফিরল শনিবার। বেশ গরম দিনটা, চমক কিন্তু ছিলো না। লং এগুনে বেশ কটা দিন নির্মল বাতাসে থেকে ওর একটু অস্বস্তি হচ্ছিলো।

ও সুটকেশটা ফ্ল্যাটে রেখে সোজা বাড়ি যাবে ঠিক করল। হিল্ডা মাসী আর পিপ বাড়ি ছিলো না। মার কাছ থেকে শেষ যে চিঠি পায় ক্লেয়ার তাতে ঘোরিয়ার সব ব্যাপার ভালো নয় জেনেছে ও। মেয়েটার ভবিষ্যত সম্পর্কে কি সাহায্য করা যায়, তা করার চেষ্টা ও করবে।

ক্লেয়ার যে বাড়ি ফিরবে সেকথা জানায়নি বলে কনি বেশ খুশি হলেন আচমকা ওর গলা শুনতে পেয়ে।

'হ্যাল্লো, মা, ওখানে আছো নাকি?'

কনি রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। ক্লেয়ারকে সেখান থেকেই তিনি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

'কি ভালোই না লাগছে তোকে দেখে। কখন এলি?'

'দুপুর নাগাদ। ভোরবেলা ট্রেন ধরেছি।'

কনি মেয়েকে আদর করে গালে চুমু খেলেন।

'উঃ তোকে এতো চমৎকার বহুকাল দেখিনি।'

'আমারও আগের মত লাগছে।'

ক্লেয়ার যেভাবে কথাটা বললো তাতে কনি বুঝলেন যে কারণেই ওর স্নায়ু ভেঙে পড়ে থাকুক ক্লেয়ার তা কাটিয়ে উঠেছে। ওকে একটু রোদে পোড়া মনে হচ্ছে, গাল দুটো বেশ ভরে উঠেছে। আগের চেয়েও সুন্দরী লাগছে ওকে। কনির খালি ভয় হচ্ছিলো লং এগুনে (র‍্যাগবির এত কাছে) ক্লেয়ারের কিছু না ঘটে। এমন ভয়ও কনির ছিল, ক্লেয়ার হয়তো বা ওদের বিরুদ্ধেই চলে যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে ক্লেয়ারের পক্ষে ওটা ভালোই হয়েছে। অবশ্য ওর অন্তরের সমস্যাটা যদি থাকেও বাইরে তার প্রকাশ নেই।

'এক কাপ চা করে আনি, তারপর র‍্যাগবির সব কথা আমাকে বলতে হবে,' কনি বললেন।

'বাবা কোথায় ?'

'থামারে—,' কনি বলতে যেতে ক্লেয়ার বাধা দিলো।

'না. ওইতো বাবা আসছে,' কথাটা বলেই ক্লেয়ার দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর গালটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'তোমায় দেখে ভালো লাগছে, বাবা।'

অলিভার মেলর্সের অবশ্য অবাক হওয়ার বা মেয়েকে কেমন দেখাচ্ছে ভাববার সময় ছিলো না। তার মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

'গ্লোরিয়া চলে গেছে,' কনিকে লক্ষ্য করেই তিনি বল উঠলেন।

'চলে গেছে।' চোখ গোল করে কনি বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ। মিসেস পটারের ছেলে এই চিঠিটা দিয়েছে। সে চলে গেছে ও বাস ধরতে যাচ্ছে, আর ফিরবে না।'

'ও নিশ্চয়ই উল্টো পথে বাসের জন্য গেছে। আমার সঙ্গে না হলে দেখা হত.' ক্লেয়ার বললো।

কনির হাতে চিঠিটা দিয়ে অলিভার পাইপে তামাক ঠাসতে লাগলেন।

মা আর মেয়ে প্রায় একসঙ্গেই আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা ময়লা কাগজে লেখা চিঠিটা পড়ে ফেললো। ওতে লেখা :

'প্রিয় বাবা. তোমাদের আঘাত লাগলেও আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। গ্রামের শান্ত জীবন আমার ভালো লাগছে না—বাচ্চার জন্যেও না। ওকে রেখে গেলাম, কারণ বাচ্চা থাকলে কোন কাজ কেউ দেবে না। তাছাড়া ওকে তোমরা এত ভালোবাসো।

আমাকে অতোটা খারাপ ভেব না—আমি মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি কিন্তু আর একটা দিন থাকলে পাগল হয়ে যেতাম। আমার জন্যে ভেবো না. বাবা। আমার একজন আমেরিকান বন্ধু একটা চাকরি জোগাড় করে দেবে বলেছে। তোমার কাছে আর কখনও সাহায্য চাইবো না. আর যা করেছো তার জন্য ধন্যবাদ। গ্লোরিয়া।'

'তাহলে ?' চোখ গোল করে বলে উঠলেন কনি।

'আমার অবাক লাগছে না,' ক্লেয়ার বললো। 'বেচারি গ্লোরিয়া। আমি কোনদিনই ভাবিনি ও টিভলার কটেজে জীবন কাটাতে পারবে।'

'একেবারে ওর মায়ের মত,' মেলর্স বলে উঠলেন. 'কখনই সন্তুষ্ট হতে পারে না, যতই ওর জন্য করো।'

'জঘন্য ব্যাপার!' কনি বলে উঠলেন। 'আমরা সব সময় ওকে সাহায্য

করেছি। যখনই বিকেলে ব্রাইটনে ও যেতে চেয়েছে আমি দেখেছি ও কিভাবে বাচ্চাটাকে ফেলে গেল?'

তারপরেই কনি কিছু ভেবেই মুখে হাত চাপা দিলেন।

'বাচ্চাটাকে কটেজে ও একা রেখে যায়নি নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, তাই গেছে!' ক্লেয়ারের বাবা জানালেন। 'চিঠিটা পেয়েই আমি দেখতে গিয়েছিলাম, সে উপরে ঘুমোচ্ছে। সব লণ্ডভণ্ড।'

'ওকে এখনই এখানে নিয়ে আসতে হবে,' কনি বললেন।

মেলর্স উত্তাপ ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। তারপর ক্লেয়ারকে বললেন, 'তোর মা গ্লোরিয়া আর তার বাচ্চার জন্য যা করেছে তার তুলনা হয় না। ওরা তো ওর রক্তমাংসে গড়া নয়।'

'তা যাই হোক ওতো তোমার নাতি?' কনি বললেন।

ক্লেয়ার ওর মা বাবার কথাটা ভাবলো। পরস্পরকে তারা অদ্ভুতভাবে ভালোবাসে। দুজনের দেখা হলেই সে ভালোবাসার পরিচয় ও পেয়েছে। সেটাই বরাবর ওর কাছে নিশ্চিন্তির লেগেছে, কিন্তু আজ আর তা লাগলো না। ও তাদের একাত্মতার জন্য বেশ নিরাপদ মনে করলো নিজেকে।

ডার্বিশায়ারে দু সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছে বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিলো ক্লেয়ার। স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কাটানো শান্ত মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়লো ওর। এটা ওকে জীবনকে মেনে নিতে সাহায্য করবে।

ও এবার বললো, 'চল, বাচ্চাটাকে নিয়ে আসি।'

কনি মেয়ের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাতে দুজনে টিডলার কটেজের দিকে চললো।

গ্রামীন পরিবেশ এত সুন্দর আগে কখনও লাগেনি ক্লেয়ারের। বিশ্বাসই হয় না এমন একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। কত মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসছে। ট্রেনে আসার সময় ক্লেয়ার ইভিলিন আর কলিনের কথা ভেবেছে। বাড়িতে ফিরেই ব্রাইটন হাসপাতালে ফোন করবে ভেবেছিল ও।

আকাশ আজ চমৎকার নীল। কিছুটা ভূমধ্যসাগরের এলাকার চেহারা জেগে উঠেছে। গেট পার হয়ে এগোতে ক্লেয়ারের নাকে ছোটবেলার সেই পরিচিত গোয়ালঘরের গন্ধ ভেসে এলো। বাবার সঙ্গে এসে মগে করে ও টাটকা দুধ নিয়ে যেত।

ক্লেয়ার টিডলার হ্রদের দিকে তাকালো। টলটল করছে জল। তীরে

অসংখ্য গাছের পাতা বাতাসে উড়ছে। বাগানটা অপরিচ্ছন্নভাবে পড়ে আছে। এর পরিচর্ষা করার ইচ্ছে বা সময় গ্লোরিয়ার মোটেই ছিলো না।

শোবার ঘরে ঢুকেই হাঁ হয়ে গেলেন কনি আর তার মেয়ে। এতোটা ওরা ভাবতেই পারেন নি। রান্নাঘরের বেসিনটা ভরা রয়েছে একরাশ কাপ আর ডিস। সঙ্গে একগাদা টিনের পাত্র। টেবিলে পড়ে রয়েছে না ধোওয়া পাত্র, বাচ্চার দুধের বোতল, এক মগ দুধ।

আচমকা উপর থেকে কারও চিৎকার ভেসে আসতেই দুজনে উপরে ছুটলো।

দুজনে উপরে এসে পৌঁছতে বেশ গরম বোধ করল ক্লেয়ার। খুব সম্ভব এখানে ছাদটা বেশ নিচু বলেই। ক্লেয়ার বেশ অস্বস্তি বোধ করলো।

'উঃ ভগবান। ও এইভাবে থাকতো?'

কনি ঠোঁট কামড়ে বললেন, 'মেয়েটাকে বারবার স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলতাম, কোন লাভ হয়নি।'

দুজনে ঘরের সব লক্ষ্য করল। চাদরগুলো অপরিচ্ছন্ন। সব এক জায়গায় জড়ো করা। চারপাশে ছড়ানো ছেঁড়া কাগজের টুকরো আর নানা জিনিস, গ্লোরিয়ার বাতিল পোশাক।

ক্লেয়ার যেন অসুখী গ্লোরিয়ার মানসিক অবস্থাটা অনুভব করলো। সে যে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে মাতৃত্বকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল ও সেটা বুঝতে পারলো। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই সে ছেলেকে ফেলে রেখে গেছে।

জানালার কাছেই ছিল বাচ্চার খাটটা। সেটা থেকে যে গন্ধ আসছিল ক্লেয়ারের মত অভিজ্ঞ নার্সেরও তাতে নাক কুঁচকে এলো.

'সত্যিই যাচ্ছেতাই', ও বলে উঠল।

ক্লেয়ার আর কনি দুজনেই কাছে এগিয়ে গেল। ফেলে যাওয়া জনি প্রায় লালচে হয়ে উঠেছিল, তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। জনির মাথার লালচে কোঁকড়ানো চুল লক্ষ্য করে অদ্ভুত একটা ভাব জাগলো ক্লেয়ারের মনে। ওর চুলের মতই রঙ—মেলার্সদের চুলের লাল রঙ। জনিকে ও আগে যা দেখেছিল তার চেয়ে ও বেশ বড় হয়েছে।

ক্লেয়ার বাচ্চাটাকে দু হাতে তুলে নিয়ে ওর ঘর্মাক্ত কপালে হাত বোলালো।

'গরমে প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে বেচারা, মা। এই ঘরটা সাংঘাতিক। জানালাগুলো খুলে দাও। এ ঘরে সবারই দম বন্ধ হয়ে যাবে।

কনি ককিয়ে উঠলেন, 'আমি রোজ এসে ওকে বাগানে নিয়ে যেতাম। গ্লোরিয়া ওকে ঠিক মত খেতেও দেয়নি। ও যে কি রকম তোকে বোঝাতে পারবো না, ক্লেয়ার।'

'আমি ভালোই বুঝতে পারছি', ক্লেয়ার বলল।

'আমি ওর জন্য দুধ গরম করে আনি', কনি নিচে নেমে গেলেন।

ক্লেয়ার বাচ্চাটাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো।

জনি ইতিমধ্যে কান্না থামিয়ে ক্লেয়ারের দিকে ওর গাঢ় নীল চোখ তুলে হাসলো। এই প্রথম ক্লেয়ারের মনে হলো জনি দেখতে সত্যি সুন্দর।

ইতিমধ্যে ক্লেয়ার ওর মার গলা শুনতে পেলো।

'ক্লেয়ার, তোর ছোটবেলার পোশাকগুলো এখনও রেখে দিয়েছি। ওগুলো গ্লোরিয়াকে দিইনি, কারণ ভেবেছিলাম ওগুলো তোর ছেলেমেয়েদের জন্যেই রাখবি।'

'দারুণ!' বলে উঠল ক্লেয়ার একটু লাল হয়ে। কথাটা ও আনন্দ বা প্রতিবাদ করতে বলেছে সেটা বুঝলো না ও।

'তুই এগুলো গ্লোরিয়াকে নিতে দিবি ভাবিনি—', একটু ভীরুতা মেশানো গলায় বলতে গেলেন কনি।

ক্লেয়ার বাধা দিলো। 'বাচ্চাটার যা দরকার তাই দেখি এসো। আমার পোশাকই কাজে লাগাতে হবে।'

ক্লেয়ার সযত্নে জনিকে পরিচ্ছন্ন করার পর নতুন পোশাক পরিয়ে দিলো।

কনির সব লক্ষ্য করে দারুণ ভালো লাগলো। সত্যিই ক্লেয়ারের তুলনা নেই। গ্লোরিয়ার সন্তানকে নিজের ছোটবেলার পোশাক পরতে দেওয়ার মধ্যে সত্যিই অপূর্ব একটা সদাশয় মানসিকতা আছে। জনিকেও চমৎকার লাগছিলো।

'তোর বাবা যদি জনিকে এই অবস্থায় দেখতো', কনি বলে উঠলেন।

অবশ্য অলিভার তাই দেখলেন। তিনি হঠাৎ ঘরে এসে পড়েছিলেন। অলিভার বেশ অবাক আর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তার সুন্দরী মেয়েকে লক্ষ্য করলেন। ওর কোলে শুয়ে ছিল জনি। অলিভার ভাবতে পারেননি ক্লেয়ার কোন বাচ্চাকে এইভাবে সামলাতে পারে। প্রত্যেক মেয়েই যে মা এ বিশ্বাস তার দৃঢ় হয়ে উঠলো এতে।

'দারুণ কাজ করেছিস, খুকু', তিনি বললেন। 'ধন্যবাদ।'

ক্লেয়ার কোন কথা না বলে বাচ্চাটার মুখ থেকে দুধের বোতল ছাড়িয়ে নিতে চাইলো। জনি নীলাভ চোখ তুলে ওকে দেখছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ক্লেয়ার বললো, 'এই মজাদার জিনিসটা নিয়ে কি করবে ঠিক করছো?' আসলে বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়ানোর আনন্দ গোপন করতেই ও কথাটা বললো।

'ওকে আমাদের কাছেই রাখতে হবে', কনি বলে উঠলেন।

'না— মেয়েটাকে যেভাবে হোক খুঁজে বের করতে হবে', অলিভার মেলার্স ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন।

'না, অলিভার, তাতে ভালো কিছু হবে না। গ্লোরিয়া কখনই বাচ্চাটাকে চায়নি: ও নিজের পথে গেছে, তাই যেতে দাও। হয় জনিকে কাউকে দত্তক দিতে হবে, না হয় আমাদেরই মানুষ করতে হবে। তোমার নাতিকে অচেনা কারও কাছে যেতে দিতে পারি না, অলিভার।'

অলিভার কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। অতীতে, এতবছর ধরে তিনি স্ত্রীর প্রতি যে ভালোবাসার টান অনুভব করেছেন, আজ এই মুহূর্তে তার চেয়ে ঢের বেশি টান অনুভব করলেন। তার ঠোঁট কেঁপে উঠল। আবেগে কোন কথা বলতে না পেরে জানালার দিকে সরে গেলেন মেলর্স। কনিও এগিয়ে গিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলেন।

'সব ঠিক আছে, ঠাকুর্দা মশাই', অলিভারের কাঁধে গাল ঘসে হেসে উঠলেন কনি। 'জনিকে আমি খুবই ভালোবাসি, তাই আমরাই ওকে বড় করে তুলব —অবশ্য ক্লেয়ার যদি কিছু মনে না করে।

'আমার কোন আপত্তি নেই', ক্লেয়ার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেও নিজেই অবাক হয়ে ভাবলো এত দ্রুত কথাটা ও কেমন করে বললো। কিছুক্ষণ আগে হলে ও হয়তো আপত্তি জানাতো, কিন্তু সোয়ানিংডনে ফিরে আসার পর কোনরকম রাগ বা অনুযোগ অদ্ভুতভাবেই ওর আর নেই বরং ওর সরল, আদিম বাবা মার প্রতি ওর ঈর্ষাই জাগছিল। আজ মধ্য বয়সে ওরা নিজেদের জড়িয়েই জীবন কাটাতে ব্যস্ত আর জনিকে নিয়ে বোধহয় এক নতুন জীবনের স্বাদ ওরা পাবে।

ওর কোলে শুয়ে দুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়া জনিকে দেখে ক্লেয়ারের মন ভেসে যেতে চাইলো র‍্যাগবিতে, সেখানকার সম্ভ্রম আর স্যার ক্লিফোর্ডের লাইব্রেরীর দিকে। ওর স্মৃতিপটে ভেসে উঠল ও শুভ্র কেশ মানুষটির হুইল চেয়ারের পাশে বসে তার শেষ উপদেশ শুনেছে:

'মানুষ শুধুমাত্র বুদ্ধিগত স্তরে বাস করতে পারে না। পুরুষ স্ত্রীলোকের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।'

কথাটা শোনার পর থেকে সেটা ওর মনে প্রতিধ্বনি তুলেছে। কথাগুলো ওর কাছে একটা দুশ্চিন্তা হয়ে উঠেছে, কারণ ও ভাবতেই পারে না কোন পুরুষের আকর্ষণ লাভ করে তারই জন্য বাঁচা বা মরার কথা ভাববে।

ও তখনও র‍্যাগবির আবেশে অভিভূত ছিলো। ওর মা কেন যে স্যার ক্লিফোর্ডকে ছেড়ে বাবার জন্য চলে আসে সেই ঘটনাই ওকে বিহ্বল করে রেখেছিল। বাবা যতই আকর্ষণীয় হোন তবুও।

এ সত্ত্বেও আজই ও প্রথম ওর মাকে ঈর্ষা করতে চাইলো।

ওই রাতেই জনি কুটসের সব জিনিসপত্র টিডলার কটেজ থেকে সোয়ানিংডনে নিয়ে আসা হল। ক্লেয়ার বসে বসে ওর বাবা মার কথাবার্তা শুনছিল—তারা বেশ আনন্দিত যে জনিকে মানুষ করে তুলতে পারবেন। ক্লেয়ার নিজেও একটু মজার মন্তব্য করলো।

'এবার তোমার খামারের একজন ভবিষ্যৎ অংশীদার পেয়ে গেলে বাবা, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস', মেলর্স খুশি হয়ে বললেন।

মেয়েরা সত্যিই অদ্ভুত জীব। এরকম অবস্থায় [illegible] মানিয়ে নিতে পারে। তাদের আবেগ বড় অস্থির, অথচ অসহায় শিশুর জন্য [illegible] তৎপর। তিনি নিজে এই জঘন্য ব্যাপার ভুলতে পারছেন না যে তার মেয়ে তার শিশুপুত্রকে ত্যাগ করে বিশ্রী কোন জীবন যাপনের জন্য চলে গেছে।

পরে ক্লেয়ার আর কনি ক্লেয়ারের ছোট্ট শোবার ঘরে বসে কথা বলছিল।

কনি বললেন, 'তোর বাবা খুবই কৃতজ্ঞ। ও বলেছে তুই আমাদের দুজনকে দারুণ সুখী করেছিস।

'আমিও খুশি', ক্লেয়ার একটু লাল হয়ে বললো।

'এবার ক্লিফোর্ডের কথা শোনাবি না?' কনি মেয়ের খাটের কোনে বসে বললেন।

একটা ড্রেসিং গাউন পরে ছিল ক্লেয়ার। মাথার চুল খোলা। ও জানে সত্যিই ও সুন্দরী। ওর বাবা আর স্যার ক্লিফোর্ড ওকে যে অসম্ভব ভালোবাসেন ও সেটা বুঝতে পারলো।

বেশ সাবধানে ক্লেয়ার এবার মাকে যা র‍্যাগবি সম্পর্কে লিখেছিল সে কথাই বললো। মার কিছু প্রশ্নের জবাবও বেশ রেখে ঢেকেই দিলো ও।

কনি বেশ আগ্রহের সঙ্গে সব শুনে গেলেন।

'তাহলে তোর কথা অনুযায়ী ক্লিফোর্ড বেশ ভালোই আছে', কনি এক সময় বলে উঠলেন।

'মোটামুটি তাই। তবে একটু নাকি বুকের দোষ হয়েছে তাই সাবধানে থাকতে হয়।'

'বেচারি ক্লিফোর্ড।'

'আমার মনে হয় তার অনুকম্পা দরকার হবে না', ক্লেয়ার শান্তস্বরে বললো।

ক্লেয়ার ড্রেসিং টেবিলে মার দিকে পিছন ফিরে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলো।

কনি আবার বললেন, 'ওর সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছিলি, তাই না ক্লেয়ার?'

'হ্যাঁ।'

'তাই ভেবেছিলাম। আমার বিষয়ে বেশি কিছু বলেনি ও?'

ক্লেয়ারের এ ব্যাপারে বেশি কথা বলার ইচ্ছে ছিলো না।

ও বললো, 'হ্যাঁ, খুব ভালোই বলেছেন। আমার মনে হয় উনি তোমায় ভালোবাসতেন, মা।'

কনির মুখ উজ্জ্বল আর লাল হয়ে উঠলো। তিনি আঙুল মটকে চললেন।

'তা জানি। আমার মনে হয় র‍্যাগবি ছেড়ে আসছিস বলে আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবছিস। কোনদিনই তুই বুঝতে চাসনি।'

'ও আলোচনা থাক', ক্লেয়ার শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলল।

মেয়েটা সত্যিই কি কঠিন আর অদ্ভুত কনি মনে মনে ভাবলেন। কিন্তু তারপরে ঈর্ষার বদলে গর্ব অনুভব করলেন কনি। ঈর্ষাটা অবশ্য অভিভাবেরই হতে পারে, যেহেতু ক্লেয়ার ক্লিফোর্ডকে পছন্দ করেছে। তবুও কনি গর্বিত, কারণ ক্লিফোর্ড তার মেয়েকে গ্রহণ করেছে।

'যাই হোক তোর ছুটিটা ভালোভাবে কেটেছে বলে আর ক্লিফোর্ডের সঙ্গে দেখা করে আনন্দ পেয়েছিস জেনে আমার ভালো লাগছে', কনি বললেন।

'ধন্যবাদ, মা।'

কনি এবার গলা সাফ করে বললেন, 'যা করেছি সেটা একটু ধৈর্য নিয়ে বোঝার চেষ্টা করিস। বোঝাবার চেষ্টা করিস সত্যিকার ভালোবাসা কত জোরালো হয়।'

এক মুহূর্ত নীরবতা।

এরপর ক্লেয়ার বললো, 'হয়তো এরকম ভালোবাসার খোঁজ কোনদিনই পাবো না, তবে খুঁজে পাওয়ার আশা করতে পারি একদিন।'

কনির দারুণ ভালো লাগলো কথাটা। ভালোবাসা যে এমন গাঢ় হতে পারে ক্লেয়ার আগে কখনও সেটা স্বীকার করেনি।

কনি এবার বললেন, 'গেম কীপারের সেই কুটিরটা তুই দেখেছিস ?'

'সেটা দেখতে পাইনি, স্যার ক্লিফোর্ড অনেক বছর আগে সেটা ভেঙ্গে ফেলেছেন।'

কনির মুখখানা প্রায় বেদনায় কান্নার মত দেখালো।

'ওহ্!' তিনি যেন প্রতিবাদ জানাতে চাইলেন, 'কি দুঃখের। শুনতে খারাপ লাগছে।'

ক্লেয়ার ভাবলো, 'স্যার ক্লিফোর্ডের সে সময়ের মনের অবস্থা যদি টের পেতে তাহলে বুঝতে পারতে। তুমি পালিয়ে আসার পরে তার ক্রোধ বাধা মানেনি বলেই ঘরটা তিনি ভেঙে ফেলেন।'

এখন, ঠিক এই মুহূর্তে মা আর মেয়ের মধ্যে যে স্নেহের টান ছিলো সেটা যেন অনুভব করলো না ক্লেয়ার।

'আমার ঘুম পাচ্ছে, খুব ক্লান্ত লাগছে', হাই ওঠার ভাব দেখালো ক্লেয়ার।

কিন্তু কনিকে ঠকানো গেলো না। ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি টের পেলেন মেয়ের যতখানি কাছে আসতে পেরেছেন বলে তিনি ভেবেছিলেন তা আদৌ ঠিক নয়। ক্লেয়ার বড্ড দূরের মানুষ—ওর বাবা মা যে কক্ষপথে বিচরণ করে তার নাগালের বাইরে।

॥ আঠারো ॥

বড়দিনের দশদিন পরের এক শনিবারের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিন।

এক সপ্তাহের ছুটিতে ছিল ক্লেয়ার। ছুটিটা বেশ দরকার ছিল ওর। সারা শীতকালটা ও হাসপাতালে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিল। তিনদিন আগে ও একুশে পা দিয়ে সাবালিকা হয়েছে। যুদ্ধের সময় এ ধরনের ব্যক্তিগত সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিশোরী বয়সে সাবালিকা হওয়াটা ও বেশ বিরাট কিছু ভাবতো—বেশ উৎসব করার মত ব্যাপার। কিন্তু এখন একটু উষ্ণ অভিনন্দন, বাবা মার আর হিল্ডা মাসী ও পিপের কাছ থেকে পাওয়া একটু উপহার আর হাইড পার্ক হোটেলে হিল্ডা মাসীর দেওয়া

একটা পার্টি, এইটুকুই। ক্লেয়ারের বাবা মার আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু জনির প্রচণ্ড জ্বর হওয়ায় তা হয়নি।

পিছনের দিকে তাকিয়েও মন খারাপ হলো না ক্লেয়ারের, বিশেষ করে গ্লোরিয়ার সন্তানের জন্য ওর বাবা মার এই অনুপস্থিতি। জনি যে ওদের পরিবারেরই অংশ এটা ও মেনে নিয়েছে—এমন কি ও বেশ সুখী এই ভেবে যে এর মধ্যে বয়স্ক বাবা মাকে জনি এত আনন্দ এনে দিয়েছে। সে ওদেরই একজন আজ। গ্লোরিয়ায় আর কোন চিঠি লেখেনি বা বাচ্চারও খোঁজ নেয়নি। ক্লেয়ারও বাচ্চাটার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছিল।

এতসব সত্বেও ক্লেয়ার জানতো যে ওর নিজের পথে ওকে চলতে হবে—কারও ওপর সুখের জন্য ও নির্ভর করতে পারবে না।

মোটামুটি শীতকালটা খারাপ গেল না। ও যখন প্রথম হাসপাতালে ফিরে এল, মেট্রন জানালেন আপাতত অন্য কোথাও ওকে বদলি করা যাচ্ছে না। ও তাই লণ্ডনেই থেকে গেলো আগের মত। হাসপাতালের কাজ ওর সত্যিই ভালো লাগে ও তাই মনপ্রাণ ঢেলে দিলো। লিজ প্রায়ই ছুটি নিচ্ছিলো বলে ওর সান্নিধ্য পাচ্ছিল না। আসলে ওর মন খারাপ ছিল লিজের ছুটির কারণের জন্য। ফ্রান্সিস খুবই অসুস্থ। ওর শরীর বরাবরই খারাপ। বর্তমানে সে রক্তাল্পতায় আক্রান্ত। ক্লেয়ার ফ্রান্সিসের অসুখের খবরে খুব দুঃখ পেল—ও আর দুর্বলতার জন্য ছবিও আঁকতে পারে না। লিজ ওর মার সঙ্গে ভাইয়ের পরিচর্যা করে, আর ওকে যতোটা সম্ভব আনন্দিত রাখার চেষ্টা করে। তবে লিজ ওর চিঠিতে জানিয়েছে যে ফ্রান্সিসের খুব বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা নেই।

লিজ লিখেছিল: 'ফ্রান্সিস সব সময় তোর কথা এমন স্নেহের সঙ্গে বলে, আর তোর খবর শুনতে চায়।'

ক্লেয়ার সেটা জানতে পেরে অঝোরে কেঁদেছে। অত্যন্ত বেদনার কথা দেশের জন্য গৌরবময় মৃত্যু হবে না ওর। দুঃখ হলো ফ্রান্সিস ওকে যেভাবে ভালোবেসেছে ও তাকে তা দিতে পারেনি ভেবে।

সব ব্যাপারটা এমনই বিচলিত করেছিল যে ক্লেয়ার দুবার বিশেষ ছুটি নিয়ে লং এণ্ডনে গিয়ে ফ্রান্সিসকে দেখে এসেছে।

প্রথমবারে ও তাকে বাগানে শুয়ে বই পড়তে দেখে। ওর আর ছবি আঁকার মত শক্তি ছিলো না। ক্লেয়ার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ভেবেছে যেন বাতাসের ঝাপটা ওর সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে গেছে। মৃত্যু যে আসন্ন এ ধারণা

যেন ফ্রান্সিসের ছিলো না—নিজের রোগ সম্বন্ধেও ও আলোচনা করেনি। ও শুধু বলেছিল সেরে উঠে ওর ছবিটা শেষ করবে।

ক্লেয়ারকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ফ্রান্সিস ওর হাতদুটো নিজের হাতে নিয়ে এমনভাবে বসেছিল যে ক্লেয়ারের বুক ভেঙে যায়। একটা তাগিদের বশে বলে ফেলে ও ভুল করেছে, আজ তাই বিয়ের কথাটা আবার ভাবতে চায়—যদি ফ্রান্সিস এখনও ওকে চায়। এটা যেন অনস্বাদিত একটা সুখ এনে দিয়েছিল ফ্রান্সিসকে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যাওয়ার পর ক্লেয়ারকে সে যেন চিনতেই পারল না, শুধু ঘুমিয়ে থেকেছিল। ক্লেয়ার লং এগুন ছেড়ে আসার আগে ফ্রান্সিসের মা ওকে বলেছিলেন ক্লেয়ার তার ছেলের শেষদিন কটা ও বড় আনন্দে কাটাতে সাহায্য করেছে, তাই সকলে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। তিন সপ্তাহ পরে মারা যায় ফ্রান্সিস। ক্লেয়ার দুঃখে ভেঙে পড়েছিল। ও একমাত্র সান্ত্বনা পেলো স্যার ক্লিফোর্ডের এক দীর্ঘ চিঠিতে। তিনি তাতে অমর কবি শেলীর 'এডোনিনের মৃত্যুর' কটা পংক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন :

'পেরিয়ে এসেছে সে রাতের আঁধার,
ঈর্ষা ও ঘৃণা আর বেদনার ভার,
কোথা সেই অক্লান্ত অশান্ত ঝড়
বিশ্রাম লভেছে সে অটল, অনড়…'

এই দার্শনিক তত্ত্ব ওর মনকে শান্ত করে তুলেছিল, ও তাই বেশ কয়েকবার স্যার ক্লিফোর্ডকে চিঠি লিখেছিল। স্যার ক্লিফোর্ডও যত্ন করে চিঠির উত্তর দিয়ে তাতে ওর কথা, ব্যাগবির কথা—আর অন্য সাধারণ ঘটনার উপর আলোকপাত করেছিলেন। চিঠির প্রতিটি ছত্রই ফুটে উঠেছিল তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যার পরিচয়।

গত ছ'মাসে ক্লেয়ারের জীবনে প্রেমের অভ্যুদয় ঘটেনি। দু-একজন তরুণের ডাকে ও বেড়াতে গেলেও তাদের চুম্বন বা আরও এগোনোর ইচ্ছাকে ও আমলে আনেনি। ও মোটামুটি টালবটদের নিয়ে ভাবনায় ছিল। কলিন আর ইভিলিনের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে যায়।

ক্লেয়ার সেই জেমস হাসপাতালের সহকারী মেট্রনের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিল। মেট্রনের চেয়ে কলিনের দেখাশোনা সেই বেশি করত। মিস এলারটন ওকে জানিয়েছে যতবার স্বামীকে দেখতে এসেছে ইভিলিন ততবারই দুশ্চিন্তায় কাতর হয়েছে সে। কলিনও কিভাবে ওর মুখের আঘাত সামলে উঠে স্ত্রীর আগমন চায়নি, কারণ তার স্ত্রী তার মনোভাব গোপন করতে পারেনি।

'ভারি চমৎকার মানুষ উনি,' এলারটন বলেছিল, 'আপনি হয়তো ভাববেন করুণা করলে ওর স্ত্রীকেই করতে হয়। যেভাবে তিনি চলেন। আমি ওঁকে কখনও অভিযোগ করতে দেখিনি।'

ক্লেয়ার জবাব দিলো: 'আমি তা জানি। যখন ওর সেবা করেছিলাম তখনও ওই রকম দেখেছি।'

প্রত্যেকেই কলিনের সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর জন্য দুঃখ অনুভব করতে চায়; ওর স্বামীকে সেরে উঠতে দেখার জন্য ও মাসে একবার করে এসে স্বামীর মুখের এই পরিবর্তন মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

কলিনের মুখের এই পরিবর্তন ক্লেয়ারকেও একটু নাড়া দিয়েছে। পেশাদার নার্স হয়েও ঝাঁকুনি খেয়েছে ক্লেয়ার। ও প্রথম কলিনকে দেখে সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায়। যুদ্ধে সে সাংঘাতিক ভাবে হাতে আর মুখে আঘাত পায়। ও যে ট্যাঙ্কে ছিল সেই ট্যাঙ্কে সরাসরি একটা আক্রমণ ঘটলে জ্বলন্ত ট্যাঙ্ক থেকে ওরই এক সহ-অফিসার তাকে উদ্ধার করে।

বেশ কয়েকবার কলিনের মুখে অস্ত্রোপচার হয়েছে। দু-একবার ওকে দেখে গেছে ক্লেয়ার। কলিন ক্লেয়ারকে ওর বন্ধু বলে ভাবে, সেকথা বলেছে বারবার।

'ইভিলিন যখন আসে, আমার বুক ভেঙে যায়। আমাকে দেখে সে ভয় পায়, বেচারি' কলিন ক্লেয়ারকে একদিন বলেছিল। 'আমার নিজেকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল কেন মারা গেলাম না, কিন্তু তারপর যখন ভাবি আমার চেয়ে কত ভয়ঙ্কর অবস্থা আরও অনেকের ঘটেছে, তখনই মন ঠিক করতে পেরেছি। আমাকে মনের জোর এনে দিয়েছেন স্যার আর্থার প্যারিস।'

কলিন ইভিলিনকেও কথাগুলো বোঝাতে চেয়েছে। তবুও তার ক্রমবর্ধমান ভীতি ওর দৃষ্টি এড়ায়নি।

কলিন ক্লেয়ারকে বলেছে, 'আমি ওকে বলেছি আমি ভালো না হওয়া পর্যন্ত সে যেন না আসে। ওকে মুক্তি দিতে পারলেই ভালো হত।'

কথাটা কলিনের মত হৃদয়ের মানুষেরই যোগ্য, ভেবেছিল ক্লেয়ার। কিন্তু ইভিলিনের সঙ্গে পরে দেখা হওয়ার সময় সে অনুভূতি ওর ছিলো না। ইভিলিন ভবিষ্যতের চিন্তায় অদ্ভুত শুকিয়ে এসেছিল।

'আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই হয়তো ভাবতে পারো, ক্লেয়ার,' ইভিলিন বললো, 'কিন্তু কলিনকে দেখলেই কেমন যেন হয়ে যাই। ওর মুখটা···বেচারি কলিন। ও কেমন সুন্দর ছিলো···।'

ক্লেয়ার চুপ করে রইলো। ও ইভিলিনের জন্য দুঃখিত হলো।

ক্লেয়ারও মাঝে মাঝে কলিনের মত একজনের সুদর্শন মুখের এরকম দশা দেখে দুঃখ পায়। ওর চোখের পাতা পুড়ে গেছে, চিবুকের কাছে ক্ষত। চোখে সে গাঢ় কাঁচের চশমা পরে থাকে।

স্যার আর্থার নানাভাবে কলিনের মুখের যতোটা সম্ভব স্বাভাবিকত্ব ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। কলিন গোড়ায় প্রায় কিছুই দেখতে পেত না, পরে নুনজলে চোখ সাফ করার পরে ওর দৃষ্টি ফেরে। তবুও এরপর অনেক দিনের প্রতীক্ষা। আবার অস্ত্রোপচার করতে হবে।

'আমি চেষ্টা করব', ইভিলিন অসহায়ভাবে বারবার বলেছে। 'আমি ওকে ভালোবাসব…।'

কিন্তু ক্লেয়ার জানতো ইভিলিন ভালোবাসার তাগিদে কথাগুলো বলেনি, বরং হতাশা থেকেই বলেছে।

সেদিন ক্লেয়ার হাসপাতালে কলিনকে দেখতে যাচ্ছিলো। এর আগে সহকারী মেট্রন মিস এলারটন ওকে টেলিফোনে জানায় ক্যাপ্টেন টালবট ওকে বিশেষ কিছু বলতে চান।

ক্লেয়ার কলিনকে প্লাষ্টিক সার্জারি করার অফিসারদের ঘরে ওর জন্য অপেক্ষারত দেখতে পেল। ওর দেহে একটা ড্রেসিং গাউন। সিগারেট খাচ্ছিল কলিন। মাথায় একটু একটু চুল নতুন করে গজিয়ে উঠছে দেখতে পেল ক্লেয়ার। খুব দর্শনীয় লাগছে না কলিনকে, তবুও ওর বীরত্ব আর সাহসের নিদর্শন যেন ওর মধ্যে প্রকট। ওর নার্সরা বলেছে কলিন কখনও মেজাজ খারাপ করে না, বা বিরক্তি প্রকাশ করে না।

'তোমায় চমৎকার লাগছে, ডার্লিং', স্পষ্ট স্বরে অভ্যর্থনা জানালো কলিন ক্লেয়ারকে দেখে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তাই ঘরের উত্তাপটায় আরাম বোধ করল ক্লেয়ার। আরও একজন অফিসার বসেছিলেন, ওদের দেখে তিনি ক্লেয়ারকে সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেলেন।

হাসলো কলিন। এত ভোগান্তির পরে কলিনকে হাসতে দেখে ভালো লাগলো ক্লেয়ারের।

'আমার ধারণা ও তোমাকে আমার বান্ধবী ভেবেছে।'

'ইভিলিনের খবর কি?' হেসে প্রশ্ন করল ক্লেয়ার।

'ইভিলিনের ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করতে ডেকেছি', একটু এগিয়ে এলো কলিন।

কলিনের মুখের দিকে চোখ পড়ল ওর। কি রকম অবাস্তব লাগছে ওর মুখখানা। বেচারি কলিন। ও ভাবলো।

'আমাকে ভয়ানক দেখাচ্ছে, তাই না?' প্রশ্ন করল কলিন।

'তুমি তো জানো এ নিয়ে আমি ভাবি না—মানে তুমি দেখতে ভালো কি মন্দ তাই নিয়ে। তুমি চিরকালই আমার কাছে কলিন।'

'ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই ইভিলিনও যদি এরকম ভাবতো', বেদনা ভরা গলায় বললো কলিন।

একটা ভয় চেপে ধরলো ক্লেয়ারকে।

'একথা বলছো কেন?'

'এ নিয়েই কথা বলতে চাইছি, ক্লেয়ার। ওকে মাল্টায় যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ও এটা অবশ্য বিবাহিত বলে আর আমার চিকিৎসার অজুহাতে কাটিয়ে দিতে পারে। স্যার আর্থার বলেছেন এক বছরে আরও কয়েকবার আমার অপারেশান হবে ইভিলিন থাকতে চায়, তবে আমার মনে হয় ওর যাওয়াই ভালো—এসব থেকে তাহলে দূরে থাকতে পারবে। তোমার কি মনে হয়, ক্লেয়ার?'

ক্লেয়ার ঝুঁকে আগুনে হাত সেঁকে নিলো।

'বুঝতে পারছি না। বিশ্বাসই হয় না সে তোমাকে ছেড়ে এত দূরে যেতে চাইবে।'

'ও তাই বলছে। আমার প্রতি ও এত ভালো ব্যবহার করে, তবুও আমার মনে হয় লোকের সামনে হাজির করবার মত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ওর সরে থাকা ভালো।'

ক্লেয়ারের বুকে নতুন করে একটা দুঃখের জন্ম হলো। কলিনের মুখ থেকে এরকম কথা শোনা সত্যিই বেদনার। ও তাই ইভিলিনের চরিত্রের দুর্বলতার জন্য শুধু যে তাকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখলো তাই না—ওর প্রতি রাগও হলো। ইভিলিনের উচিত হয়নি ওর মনোভাব স্বামীকে জানতে দেয়া। ও কি করেছে যাতে কলিন এটা ভাবলো?

কলিন ক্লেয়ারের মনোভাবটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি কিছু বলে উঠলো।

'মানে—আমি ভেবেছিলাম আমার এই অবস্থা ও মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা নয়।'

'ওহ, কালন, এটা ঠিক নয়—।'

'আমার মন ভালো করার জন্য কিছু বোলো না, ক্লেয়ার। গত তিন-চারবার ও আসার পরেই ওর পরিবর্তনটা বেশ বুঝতে পেরেছি।'

'কি রকম পরিবর্তন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো কলিন। 'প্রথম প্রথম ও আমার কাঁধে মুখ রেখে কাঁদতো। ও আমায় বলতো কোন কিছুই আমাদের ভালোবাসা নষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু ইদানীং দেখছি ও কেমন অচেনা মানুষের মত ব্যবহার করছে। ও বড় চুপচাপ হয়ে গেছে। তবুও জোর করে ও বলেছে সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও সেরকম স্নেহ, ভালোবাসার প্রকাশ আর বুঝতে পারি না···অথচ আমি ওকে এখনও কত ভালোবাসি', ব্যথার হাসি হাসলো কলিন। 'আমি ওকে চুমু খেতে গেলে ও কাঠ হয়ে সরে যায় আর অন্য কথা বলতে চায়···ও সাদা হয়ে যায়···ভয় পাওয়া শিশুর মতই ও হয়ে ওঠে। ওকে দোষ দিই না, ক্লেয়ার—আমার মত কুৎসিতকে আর ভালোবাসা···।'

এবারে ক্লেয়ার বাধা দিলো। কথাগুলো ওকে বিচলিত করলো।

'এসব ঠিক নয় কলিন, কখনই সত্যি নয়। এসব তোমার কল্পনা।'

'না, তা মনে হয় না', জবাব দিলো কলিন।

'তুমি এখন অনেক ভালো হয়ে গেছো, তোমার চোখের উপর আর একটা অপারেশন করার পরেই চমৎকার হয়ে যাবে। স্যার আর্থার মিস এলারটনকে বলেছেন। এলারটন আমায় বলেছে। তুমি একদম নতুন মানুষ হয়ে যাবে।'

'হয়তো তাই। কিন্তু ইভিলিন এসব কল্পনা করতে পারে না। এখনকার তুলনায় কি রকম হব ও ভাবতে পারে না।'

'আমি কালই ওর সঙ্গে কথা বলবো', ক্লেয়ার বললো। 'কি বলতে হবে আমাকে বলে দাও।'

'আমি চাই তুমি ওকে মাল্টায় যেতে রাজি করাবে। প্রত্যেক মানুষেরই একটা সীমা থাকে। কেউ ভয়ঙ্কর দৃশ্য সহ্য করতে পারে, কেউ পারে না। কেউ রক্ত দেখা সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাতে তাদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয় স্যার আর্থার আমাকে দর্শনীয় করে তোলার আগে ওর আর আমাকে না দেখাই ভালো।'

বিদায় নেবার সময় ক্লেয়ারের সঙ্গে মিস এলারটনের দেখা হলো। সেও বললো কলিনের কথাই ঠিক।

ক্লেয়ার বললো, 'আমার ব্যাপারটা খুবই খারাপ লাগছে। ওরা দুজন এত সুন্দর মানিয়ে নিয়েছিলো।'

'সত্যিই তাই', এলারটন জবাব দিলো।

'কলিন কতখানি স্বাভাবিক হতে পারে?'

'বলা শক্ত। বেশ ক'বছর লেগে যেতে পারে। কিন্তু ক্যাপ্টেন টালবট এত আমুদে, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মনেই থাকে না তার ত্রুটি আছে।'

'এটা আপনার বা আমার মনে হবে না, আমাদের হাসপাতালের অভিজ্ঞতা আছে বলে। কিন্তু ইভিলিনের—।'

ক্লেয়ার পরদিনই ইভিলিনের সঙ্গে কথা বললো। ইভিলিন ওর ফ্ল্যাটে এলো। পিপ ছিলো না, হিল্ডা মাসীও দু একটা সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে চলে গেলেন।

'কলিন চায় ওর অপারেশান চলার সময় আমি মাল্টা যাই', ইভিলিন বললো।

'কিন্তু তুমি তো এখন ওকে ছেড়ে যেতে চাইবে না' ক্লেয়ার বললো। 'ও সম্পূর্ণ সেরে উঠতে সময় নেবে।'

ইভিলিনের চোখে জল ভরে এলো। কলিন আর ওর নিজের জন্যেও ওকে বিচলিত মনে হলো।

'আমি ওকে আঘাত দিতে চাই না ক্লেয়ার—ও এত আঘাত পেয়েছে। কিন্তু আমার মনের জোর নেই। আমি জানি তোমার আছে। আমি ওর মুখখানা দেখলেই কেমন হয়ে যাই—।'

'কিন্তু ইভিলিন, এটা তোমাকে জয় করতেই হবে', ক্লেয়ার বেশ রাগতঃস্বরেই বললো।

'আমি চেষ্টা তো করি', দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো ইভিলিন। 'সব সময় মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছি—কিন্তু কি করবো বুঝতে পারি না।'

ক্লেয়ার প্রায় একঘণ্টা ধরে ইভিলিনকে বোঝানোর চেষ্টা করলো। বেচারির অবস্থা উপলব্ধি করেই ও আর রাগ করতে পারলো না। ইভিলিন শেষ পর্যন্ত বললো কলিনকে দেখে ওর এমন কি পালিয়ে যেতেও ইচ্ছে করে।

কথাটা শুনে ক্লেয়ার হতবাক হয়ে গেল। কি বলা উচিত ও বুঝতে পারলো না। ইভিলিনের মুখের দিকে তাকালো হতাশা নিয়ে।

'আমাকে নিশ্চয়ই ঘেন্না করছো?'

'কক্ষণও না। শুধু বুঝতে চাইছি।'

'তুমি বলছো কলিন তোমার স্বামী হলে মানিয়ে নিতে পারতে?'

'কি করে বলবো? এমন সমস্যায় তো আমি পড়িনি।'

ক্লেয়ার হালকাভাবে কথাটা বললেও মনে মনে ও জানে ও এরকম কাউকে যদি ভালোবাসতো আর তার মুখে সাংঘাতিক আঘাত লাগতো তাহলে তার প্রতি ওর হৃদয়ের টান আরও গভীর হত। এক্ষেত্রে দেহের আকর্ষণের চেয়ে হৃদয়ের আকর্ষণই বড় হত—হওয়াই উচিত।

কিন্তু এসব বিচার করার আমি কে? ভাবলো ক্লেয়ার। আমি চিরদিনই পুরোপুরি ভালবাসতে পারিনি। আমাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু জটিলতা আছে। অন্যের সমালোচনা তাই উচিত নয়। তা করলে আমরা ভণ্ড।

ইভিলিন ফুঁপিয়ে উঠে বললো, 'আমার অসম্ভব খারাপ লাগছে। বিশ্বাস কর, আমি কলিনকে দারুণ ভালোবাসি।'

ক্লেয়ার আরও অনেকক্ষণ ইভিলিনের কাতরতা শুনে গেল।

ও এবার বললো, 'এভাবে চলার কোন মানে হয় না। আমার মনে হয় তোমার মাল্টায় যাওয়াই ভালো।'

ইভিলিন কান্না বন্ধ করে তাকালো।

'আমায় সাহায্য করবে কথা দাও!'

ক্লেয়ারের পক্ষে সাহায্য করার একটা মাত্র পথই ছিল, আর তা হলো কলিনের কাছে গিয়ে জানানো ইভিলিনের বর্তমানে দূরে থাকাই সবদিক থেকে ভালো হবে।

ইভিলিন চলে গেলে ক্লেয়ারের মনে হলো ওর সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কলিনকে চিঠি লিখে সব জানানোর আগে ও শুতে যেতে পারলো না। ও লেখা শেষ করল এইভাবে:

'কোন সন্দেহ নেই ও তোমাকে ভালোবাসে। এও জানি তোমরা পরস্পরকে ছেড়ে থাকবে, তবে এটাই ভালো। তবু ভেবে দেখ ইভিলিন মাল্টা থেকে যখন ফিরে আসবে আর তুমিও আগের মত সুন্দর হবে।'

অল্প সময়ের মধ্যেই চিঠির উত্তর এলো:

'ধন্যবাদ, ক্লেয়ার। তুমি আমাদের দুজনেরই দরদী বন্ধু।'

এরপর তিন সপ্তাহ কলিনের সঙ্গে ওর দেখা হলো না। তারপরেই এলো সেই অভাবিত দুঃখময় ঘটনা—যুদ্ধের ফলশ্রুতি।

মিস এলারটন ওর ফ্ল্যাটে ফোন করল।

'ক্লেয়ার, দয়া করে যত তাড়াতাড়ি হয় এসে ক্যাপ্টেন ট্যালবটের সঙ্গে দেখা কর।'

'কি হলো? খুব খারাপ কিছু? অপারেশান কি—?' বলতে গেল ক্লেয়ার।

'না—না—অপারেশান ভালোই হয়েছে। এটা মিসেস ট্যালবটকে নিয়ে। যে জাহাজে তিনি মাল্টা যাচ্ছিলেন সেটায় টর্পেডো আঘাত করেছে। জীবিতদের তালিকায় তার নাম নেই। ক্যাপ্টেন ট্যালবট সাংঘাতিক ভেঙে পড়েছেন। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না—হয়তো তুমি সাহায্য করতে পারবে।'

॥ উনিশ ॥

ক্লেয়ার কলিনের দুটো হাত মুঠোয় নিয়ে ওর পাশেই বসেছিল।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর কলিন ধরা গলায় বলে উঠলো, 'আমিই ওকে পাঠিয়েছিলাম ক্লেয়ার। আমার দোষেই ও মারা গেছে। আমি ওকে যেতে বাধ্য করেছি—।'

'একথা বোলো না। এ হাস্যকর। ওকে মল্টায় বদলি করা হয়েছিল, আর ও নিজেই যেতে চায়।'

'কিন্তু আমি ওকে আটকে রাখতে পারতাম', সেই একই রকম যন্ত্রণাভরা গলায় বললো কলিন।

'ও তো এখানেও বোমা বর্ষণে পড়তে পারতো', তবুও তর্ক করতে চাইলো ক্লেয়ার।

ক্লেয়ার নিজেও কাঁদতে চাইছিলো বিশেষতঃ কলিনেরই জন্য। কতবড় আঘাত ওকে সহ্য করতে হচ্ছে। ইভিলিনই ছিল ওর প্রথম প্রেম। এত সুন্দর, যৌবনবতী ইভিলিনকে কেন এমন ভয়ানক মৃত্যু বরণ করতে হলো? কোথায় শীতল এক সমুদ্রবক্ষেই ঘটে গেল ওর সমাধি। ক্লেয়ারের মনে হল ও নিজেও ইভিলিনকে মাল্টায় যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারতো হয়তো। একটু পরে অবশ্য ওর চিন্তাধারা অন্যখাতে বইতে লাগলো।

ইভিলিন কলিনের চোখে যতই সুন্দর আর অন্য কিছু হোক তার দুর্বলতাতো জানে না কলিন। তবুও ইভিলিন বেঁচে থেকে ওদের মধ্যে ক্রমাগত দূরত্ব তৈরি হওয়ার চেয়ে এটাই বোধহয় ভালো। এই বিষাদময় ঘটনায়

কিছুই করার নেই। তবু ইভিলিনের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ না করে ও কিছুতেই কলিনকে এটা বলতে পারবে না।

'জার্মানরা নরকে যাক, আমার ইভিলিনকে ওরা কেড়ে নিয়েছে। চুলোয় যাক এ যুদ্ধ', হতাশায় বলে উঠলো কলিন।

ক্লেয়ারের দু চোখ দিয়ে জল নেমে আসছিল। লোনা স্বাদ টের পেল ও।

তবু ও সান্ত্বনা জানাতে চাইলো, 'একটু শান্ত হও, কলিন। তুমি কত সহ্য করে হাসপাতালে কাটিয়েছো। তোমাকে আরও লড়াই করতে হবে। ইভিলিনও তাই চেয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত একটু শান্ত হলো কলিন। প্রাথমিক আঘাতের রেশও কাটিয়ে উঠলো।

ক্লেয়ার বিদায় নেওয়ার মুখে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরলো কলিন।

'তোমার আসার জন্য ধন্যবাদ, ক্লেয়ার। আমাদের দুজনকে বরাবরই তুমি সাহায্য করেছো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

যাওয়ার সময় মিস এলারটন বললো, 'বেশি চিন্তা কোরো না ক্লেয়ার। তোমার নিজের শরীরও ভালো নয়।'

'আমি শুধু ক্লান্ত। যা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেল। মনে হয় কলিন স্ত্রী হারানোর শোক সামলে উঠবে।'

'আবার এস। তুমিই ওকে ভালো করে তুলতে পারবে।'

'অদ্ভুত ব্যাপার', ট্রেনে যেতে যেতে ক্লেয়ার ভাবলো, 'আমি মানুষের ভালো করতে পারি। নিজেরই ভালো করার শক্তি আমার নেই, বাবা মারও না। অথচ মজার ব্যাপার অচেনা মানুষের ভালো করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি।'

কলিনের কথাগুলো ওর মনে আলোড়ন তুলতে চাইছিলো: 'আমাদের দুজনকে বরাবরই তুমি সাহায্য করেছো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

কলিনের সঙ্গে ওর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ওকে সাহায্য করতে পেরে আজ খুশি তাই ক্লেয়ার। ও জানতো ইভিলিনের মৃত্যুর আঘাত সহ্য করার জন্য সময় দরকার কলিনের।

ছুটিতে সোয়ানিংডনে থাকছিল ক্লেয়ার। কনি মেয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। বেশ রোগা হয়ে গেছে ক্লেয়ার, চোখে বিষাদের চিহ্ন। তবুও কনি বলেছিলেন ক্লেয়ার মানসিক শক্তি অর্জন করেছে, আর সে আগের মত নেই, এটা ভালো লক্ষণ।

অলিভার মেলর্সেরও নিজস্ব মতামত ছিল।

'মেয়েটা ভালোবাসার ব্যাপার ছাড়া জীবনের আরও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে বুঝতে পারছে। ফ্রান্সিস পেভারেল আর মিসেস ট্যালবটের মৃত্যু ওকে নাড়া দিয়ে গেছে।'

'বেচারি,' কনি বললেন। 'এই জন্যই ভাবছি সঠিক একজন পুরুষকে খুঁজে পেয়ে ওর বিয়ে করা দরকার। ওকে একজনের দেখা দরকার।'

'আশ্চর্য শোনালেও আমি তা মনে হয় না,' ক্লেয়ারের বাবা বললেন! 'আমার ধারণা ক্লেয়ার জীবনের নানাদিক বুঝতে পারছে। এটা ওর পক্ষে ভালো।'

এরপর ফেব্রুয়ারী এসে গেল। কিছু তুষারপাতও ঘটলো। তারপর আস্তে আস্তে প্রকৃতির বুকে ছোঁয়া লাগলো গোলাপী, হলুদ আর সবুজের। সমুদ্রের বুকে শুরু হলো ঝড়ের তাণ্ডব

এলো এক উদ্দাম সতেজ বসন্ত।

ক্লেয়ার সপ্তাহে দু'বার করে কলিনকে দেখে এলো।

কলিনকে নিয়ে চিন্তার কিছু ছিলো না। বাস্তবকে সে একটু একটু করে মেনে নিতে চাইছিলো। প্রকৃত সুখের আলো হয়তো ওর আর নেই, তাহলেও আরও অনেক দূর যেতে হবে কলিনকে ভাবলো ক্লেয়ার। বেচারি! ওকে এখনও একের পর এক অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে।

নার্সরা জানালো কলিনের সহ্যশক্তি আর সাহস অসামান্য।

প্রথমে সারাক্ষণই কেবল কেউ এলে ইভিলিনের সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চাইতো। ইভিলিনের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবীরা সবাই ওর প্রতি সহানুভূতিশীল।

তারপর এমন দিন এলো যখন কলিন আর ইভিলিনের কথা বললো না। তবে ক্লেয়ার জানতো এটা সে স্ত্রীকে ভুলে গেছে বলে নয়, বরং সে ওর মৃত্যু মেনে নিতে পেরেছে বলেই। ওর এখন একমাত্র ভাবনা নিজে সুস্থ হয়ে ওঠা। শিগগিরই ও সেনাবাহিনী ছেড়ে যাবে। সেদিনের জন্যই ও উদগ্রীব! আয়নায় নিজের মুখ দেখাও ওর কাজ। ক্লেয়ার দেখা করতে এলে এ নিয়ে কলিন আলোচনাও করে।

ক্রমে গ্রীষ্মকাল এসে গেল। কলিন তখনও হাসপাতালে।

ক্রমে কলিনের চোখ স্বাভাবিক হয়ে গেলো। মুখটাও অনেকটা তাই, যদিও কিছু ক্ষত চিহ্ন রয়ে গেল। এখন একে মুখ বলা যায়। তবে ও জানে ওর মুখ আগের মত আর হবে না, যে মুখ ইভিলিন ভালোবেসেছে।

'মন্দ নয় কি বল ?' কলিন একদিন ক্লেয়ারকে বললো।

'চমৎকার সেরে উঠেছে,' আগ্রহ প্রকাশ পেল ক্লেয়ারের গলায়, ও ভাবলো এটাই ভালো যে কলিনের মন থেকে ইভিলিন দূরে সরে গেছে।

॥ কুড়ি ॥

১৯৪৫ এর জুন মাসে সারা ইউরোপের যুদ্ধ থেমে গেল।

মানুষ ক্ষমতার পাল্লা ঠিক করার জন্য আর ব্যস্ত রইল না। জলে, স্থলে আর অন্তরীক্ষে সেই ভয়ের বাতাবরণ আর নেই। একমাত্র ভয় রয়ে গেল—জাপান তখন নতজানু হয়নি। সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতি তখনও টানা হয়নি।

ইংল্যাণ্ডের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত আর সেই সাইরেনের শব্দ শোনা গেল না। হাসপাতালের উপর চাপও কমে আসছিল। ক্লেয়ারের নিজের হাসপাতালেও ওর উপর চাপ কমের দিকে।

গ্রীষ্মের দিনগুলোও ক্লেয়ারের জীবনে বৈচিত্র্যহীন হয়ে রয়ে গেল—যেন একটা ফাঁক কোথাও রয়ে গেছে।

যুদ্ধের ভয়ঙ্করতার অবসান ঘটে গেলেও ক্লেয়ার জানতো হাসপাতালে ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি।

আগষ্টের শেষে ওর আর হিল্ডা মাসীর সঙ্গে থাকা হবে না, কারণ তিনি লণ্ডন ছেড়ে যাচ্ছেন। ক্লেয়ার তাই ওর এক পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে হ্যাম্পাশায়ারে একটা কটেজ ভাড়া করেছে। পিপেরও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। পিপ ওর চেয়ে দশ বছরের বড এক বিপত্নীক কানাডিয়ান কর্ণেলকে হাজির করে সকলকে তাজ্জব করে দিয়েছিল। ভদ্রলোক পিপকে প্রায় মুঠোয় পুরেছেন। পিপ ঠিক করেছে ভদ্রলোক সেনাবাহিনী থেকে ছাড়া পেলেই ওরা প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপে চলে যাবে। ভদ্রলোক একজন ডাক্তার।

পিপকে হিংসে হয় ক্লেয়ারের। সত্যিকার সুখী ও। দেখেও ভালো লাগে এককালের চটুল পিপ বিয়ে এগিয়ে আসায় কত ভদ্র হয়ে উঠেছে।

'ববের মত কাউকে খুঁজে পেয়ে তোর এবার থিতু হওয়া উচিত,' উচ্ছল হয়ে বললো পিপ।

ক্লেয়ার জবাব দিলো, 'সঠিক মানুষ খুঁজে পাব কিনা আমার সন্দেহ আছে।'

ছ'বছরের যুদ্ধের তাণ্ডব থেকে এই ক্লেয়ারই জন্ম নিয়েছে। সেই ক্লেয়ার

যে জ্বরগ্রস্তের মত ওর নানা ভালোবাসার স্মৃতি রোমন্থন করতে চায়। স্বপ্নের মাঝখানেও ও চমকে উঠে…ওর সামনে এগিয়ে আসে রবিন…হ্যামিল্টন…ক্রেগ…জ্যাক…। ওদের কারও সঙ্গেই আর ওর দেখা হয়নি একমাত্র বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান ছাড়া। সেদিন ও দেখে রবিনকে। একই রেঁস্তোরায় ওরা নৈশভোজ সারছিলো আর নাচে অংশ নিচ্ছিলো। রবিনের দেহে তখন সামরিক পোশাক, আর ওর সঙ্গে একটি গোলগাল মেয়ে ছিল। রবিন ক্লেয়ারের টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালো তারপর ভীরু ভঙ্গীতে ইতস্ততঃ করে ওর সঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটি ওর স্ত্রী, একবছর ওদের বিয়ে হয়েছে আর সে সন্তানসম্ভবা।

ক্লেয়ার অবাক হয়ে দেখলো রবিন আর স্ত্রীর সঙ্গে এই সাক্ষাতে ওর প্রতিক্রিয়া কত কম। ও শুধু রবিনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হল আর ওর সঙ্গে যে বিয়ে হয়নি সেজন্যেও।

জুন মাসের এক সুন্দর শনিবারে ক্লেয়ার কলিনকে আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য সোয়ানিংডনে নিয়ে গেলো। ওর দারুণ আনন্দ হলো বাবা কলিনের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে দেখে। ওর মার তো দারুণ পছন্দ তাকে।

'আমার খুব ভালো লেগেছে, এত মিষ্টি কলিন। ওর মুখের জন্য কিছুই যায় আসে না,' বললেন কনি।

'তোমার কথার জন্য ধন্যবাদ মা,' ক্লেয়ার জবাব দিলো।

কনি অসুস্থ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। গরমের দিন আসার পর ক্লেয়ার বেশ সুন্দর হয়ে উঠছিল। জনির প্রতিও ওর ব্যবহার সুন্দর। কলিন আর ও জনির হাত ধরে বেড়াতে গিয়েছিল। কনি মাংসের কাবাব বানাতে ব্যস্ত, ক্লেয়ার জানিয়েছিল এটা কলিনের প্রিয়।

কনি ভাবছিলেন ওর সেই তার্কিক মেয়ের কত পরিবর্তনই না ঘটে গেছে। এক ফাঁকে তিনি ক্লেয়ারকে বললেন, 'তোর নিজস্ব ব্যাপারে আমি মাথা গলাই না, ক্লেয়ার। তবে আমার মনে হয় কলিন তোকে ভালোবাসে। তোর বাবাও তাই ভাবে।'

হেসে উঠলো ক্লেয়ার।

'সত্যিই মা, কি যে বলো। ইভিলিন মাত্র একবছর হয় মারা গেছে। ও ওকে কত ভালোবাসতো। আমি শুধুমাত্র বন্ধু।'

'অল্প বয়সীদের জীবনে এক বছর অনেক সময়।'

'উঃ মা!' আবার হাসতে হাসতেই বললো ক্লেয়ার, 'কিসব বলছো। তুমি

নিজে রোমান্টিক বলে সব কিছুতেই রোমান্স দেখতে পাও। কলিন আর আমার মধ্যে এ ধরণের কিছু নেই।'

কনিকে একটু হতাশ মনে হলেও তিনি কিছুই বললেন না।

ক্লেয়ার উপরে পোশাক বদলাতে গেল। ও আর কলিন খাঁড়িতে পিকনিক করতে যাচ্ছে। দিনটা এত সুন্দর। তবে ওর মার কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে চললো। এরকম কথার কোন মানে হয় না! ভাবলো ক্লেয়ার। কলিন আর ওর মধ্যে এমন সম্পর্ক! তবুও অদ্ভুত ব্যাপার ক্লিফোর্ড চ্যাটারলিও তার চিঠিতে এরকম আভাস দিয়েছেন। তিনি ট্যালবটদের সব কথাই জানেন। ইভিলিনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ফ্রান্সিসের বেলায় যা লিখেছিলেন তাই লিখেছেন তিনি। কলিনকে তার কাছে নিয়ে যেতে চাইলেও পারেনি ক্লেয়ার। সে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়নি বলে।

ক্লেয়ারকে লেখা শেষ চিঠিতে স্যার ক্লিফোর্ড লিখেছিলেন :

'যন্ত্রণাকাতর আর শোকগ্রস্তদের সান্ত্বনা দিতে তোমার তুলনা নেই। মনে পড়ছে একবার বলেছিলে তুমি কিছুটা শীতল। কথাটা সত্যি নয়। তুমি উত্তাপে ভরা। তোমার ওই উত্তাপ অতি সহানুভূতিময় আর সুন্দর, তাই ব্যথাতুর আমাদের মত মানুষের দুঃখ দূর করায় এর তুলনা নেই। আমি বুঝতে পারি ওই তরুণের কাছে তুমি কতখানি। দয়া না দেখিয়ে বন্ধুত্ব করায় তোমার জুড়ি নেই। তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারছি না সে তোমার কাছে আরও কিছু চায় কিনা।'

ক্লেয়ারের মনে হলো সত্যিই অদ্ভুত! মারও একই রকম ধারণা! ও আশা করল শিগগির কলিনকে স্যার ক্লিফোর্ডের কাছে নিয়ে যেতে পারবে।

বেশ চিন্তিত ভঙ্গীতে কলিনের সঙ্গে রওয়ানা হলো ক্লেয়ার। কলিনের সান্নিধ্যে এরকম ওর হয় না।।

ওরা দুজনে গাড়িতে খাঁড়ির দিকে রওয়ানা হল।

দিনটা একটু কুয়াশা ঘেরা, বেশ গরমও। ওরা ঘাসের বুকে এসে দাঁড়ালো।

দারুন ভালো লাগলো ক্লেয়ারের। ঘাসের মিষ্টি গন্ধ ওর নাকে আসছিলো। ও হাত পা ছড়িয়ে ঘাসের উপর শুয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরল। টুকরো টুকরো সাদা মেঘের ভেলা ভেসে চলেছে আকাশে।

'সত্যিই স্বর্গীয়!' বলে উঠল ক্লেয়ার। 'পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর জায়গা আর নেই। খুব খুশি লাগছে।'

কলিন কি ভেবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ওর সৌন্দর্য চিরকাল ওকে নাড়া দিয়েছে, তবে আজ সেটা অন্য কারণে। ক্লেয়ারের লাল চুল, চমৎকার গঠন আর মুখশ্রীর সঙ্গে ওর পরিচয় আছে। আজ কলিন অবাক হলো ক্লেয়ারের মনোভাব লক্ষ্য করে। ও আনন্দও পেলো।

কলিন নিজেও ক্লেয়ারের পাশে শুয়ে ওর দিকে তাকালো।

'আমায় ধাঁধাঁয় ফেলেছে ক্লেয়ার।' ও বললো, 'বিশ্বাস করছি সত্যিই তুমি সুখী।'

'সত্যিই তাই,' ক্লেয়ার হেসে জবাব দিলো।

ভ্রূ তুলে সঠিক উত্তর যেন খুঁজতে লাগল কলিন।

'আমি জানি সত্যিকার সুখ পাওয়ার জন্য মানুষকে অপরকে সুখী করতে হয়। প্রবাদটা তোমার বেলা সত্যি। কিন্তু তুমি নিজের জন্য কিছু চাও না? তুমি বড়ই নিঃস্বার্থ।'

'কক্ষণও না। ভেবো না তোমাকে আনন্দ দিতেই এখানে এসেছি। তোমার সঙ্গ আমার কত ভালো লাগে নিশ্চয়ই জানো!'

'আমি বুঝি না এর কারণ কি। আরও কত মানুষ তো আছে—কত হাসি খুশি সব মানুষ যারা তোমার সঙ্গে বেড়াতে উৎসাহ বোধ করবে। অথচ বারবার আমার জন্য তুমি স্বার্থ ত্যাগ করতে চাও—।'

ক্লেয়ার আবার মাথা ঝাঁকালো।

'কলিন, তোমার সঙ্গে থাকা কোন স্বার্থ ত্যাগ নয়। তোমাকে সঙ্গী হিসেবে চেয়েছি। জীবনের সব কিছুতেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এক, আমরা একই ধরনের বই পড়ি। তোমার সঙ্গে যখন থাকি আমার মনে হয় আমরা এক।'

কলিন অবাক দৃষ্টি মেলে ধরল ক্লেয়ারের ডাগর চোখের দিকে। ওকে দারুণ সুন্দর লাগলো ওর। ওর আন্তরিকতায় কোন সন্দেহ জাগলো না। তবুও ব্যাপারটা ওর কেমন অবিশ্বাস্য মনে হলো। ক্লেয়ারের মত সুন্দরী মেয়ের পার্টি, মেলামেশাই তো ভালোলাগা উচিত—ওর বাগদত্ত হওয়াও স্বাভাবিক।

'তুমি আমাকে এত দিয়েছো—', কলিন বলতে গেলো, 'তোমার উচিত অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করা।'

'আমি অন্য কাউকে চাই না', ক্লেয়ার বলে উঠল, 'আমি তোমার সঙ্গেই সুখী—জীবনে এত সুখী হইনি।'

'কিন্তু কেন—কেন?' কলিন বললো। 'এখনও আমার শরীর ভাঙা—কারও কিছু করতে পারি না।'

'তুমি বা তোমার মুখ কেমন দেখতে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই', বলে উঠল ক্লেয়ার। 'আমি তোমাকেই ভালোবাসি তোমার রূপকে নয়—তোমার গভীরতা আমি চাই।' হঠাৎ কি বললো ভেবে থমকে গিয়ে ও আবার বললো: 'আমি তোমাকেই ভালোবাসি!...তোমাকেই ভালোবাসি...।'

ক্লেয়ারের হাত অজান্তেই ওর নিজের বুক স্পর্শ করলো, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে এলো। ওর বাইরের চেতনা ওর অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করে দিলো। ও আজ বলতে পারলো কলিনকে ও ভালোবাসে—সমস্ত অন্তর, দেহ আর আত্মা দিয়েই। কলিনের সান্নিধ্যে ও নিজেকে কেন সুখীতৃপ্ত ভাবে এটা তারই ব্যাখ্যা।

কলিন ভ্রূ কুঁচকে ক্লেয়ারের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি শুনে গেলো। ওর দু চোখে ও প্রেমের প্রকাশও দেখতে পেলো। দারুণ আনন্দিত হল কলিন। এই প্রথম ক্লেয়ার দৃষ্টি সরিয়ে নিতে অদ্ভুত ভালো লাগলো কলিনের।

'ওহ্, ক্লেয়ার।' ক্লেয়ারের একটা হাত নিজের মুঠিতে ধরে বলে উঠলো কলিন। 'আমি জানি এ তোমার মনের কথা নয়, তবু শুনতে ভালো লাগে। ভেবো না, আমি তোমায় ছেড়ে দেব।'

কলিনের গলায় একই সঙ্গে স্নেহ আর দুঃখ বেজে উঠতে ক্লেয়ার প্রতিবাদ করে উঠল।

'নিশ্চয়ই আমার মনের কথা বললাম। সত্যিই তোমায় ভালোবাসি, কলিন। আগে সত্যিই প্রেমে পড়িনি, কিন্তু সত্যি যখন তা ঘটেছে আমি সেটা অস্বীকার করতে পারবো না, যদিও তোমার মনোভাব তা নয়।'

'নিশ্চয়ই আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ক্লেয়ার। অনেকদিন ধরে তোমায় গভীরভাবে ভালোবেসেছি, কিন্তু তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি। আজ তুমি না বললে আমি কোনদিন বলতাম না।'

ক্লেয়ার গভীর দৃষ্টিতে তাকালো।

'কিন্তু, কলিন, ইভিলিন মারা গেলে তুমি বলেছিলে আর কাউকে কখনই ভালোবাসতে পারবে না—!'

দু হাত মাথার নিচে রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল কলিন। ক্লেয়ার বুঝলো ওর মনের মধ্যে ঝড় চলেছে।

আস্তে আস্তে মুখ খুলল কলিন, 'তখন সেইরকম মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপর অনেককাল কেটে গেছে, ক্লেয়ার। দীর্ঘ সময় নিয়ে ভাববার অবকাশ পেয়েছি আমি। বর্তমান আর ভবিষ্যতকে দেখতে চেয়েছি। তখন বুঝেছি

ইভ আর আমার প্রেম স্থায়ী হবার ছিলো না। শান্তির সময় বিয়ে করলেও সন্দেহ আছে সে বিয়ে এক বছরের বেশি টি'কতো কি না। আমাদের ভালোবাসা গভীর ছিলো না—।'

'একথা কিভাবে বলছো, কলিন ? ও তোমায় কত ভালোবাসতো…।'

'আমিও তাই বাসতাম। কিন্তু আমাদের সে ভালোবাসা একটা আবেগের স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। ও আমার প্রেমে পড়েছিল আমার বাইরের সৌন্দর্য আর সামরিক পোশাক দেখে—হ্যাঁ, আজ এ কথাটা না বলে পারছি না, ক্লেয়ার। আমাদের ভালোবাসা ছিল যুদ্ধের উন্মাদনার উত্তেজনা প্রসূত। ও নাচতে চাইতো—ও সবসময় চাইতো চারপাশে স্তাবকরা ঘিরে থাকুক। এমন কি আমাদের মধুচন্দ্রিমার সময়ও ও তাই চেয়েছে। আমি ভাব দেখিয়েছি সব ঠিক আছে—সবই ওর ইচ্ছে মত হোক। আমাদের ওই বিয়ে যুদ্ধের সময় হওয়ায় ক্ষণিক বিচ্ছেদ আর মিলনের আনন্দ আমাদের ঘিরে রেখেছিল। আমাদের শারীরিক আকর্ষণই অন্য কিছু ভুলিয়ে রেখেছিল। ও বেঁচে থাকলেও একসঙ্গে থাকতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

ওর কণ্ঠস্বরে কোন তিক্ততা ছিলো না। শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে গেলো ক্লেয়ার। ও নিশ্চিত ছিল ইভিলিন শেষ পর্যন্ত কলিনের এ অবস্থা মানিয়ে নেবে। কিন্তু কলিন সব জেনেও প্রকাশ করেনি, ও কতখানি বিশ্বস্ত।

কলিন আবার বলে চলল, 'আমি গভীরভাবেই ইভকে ভালোবেসেছিলাম। ওকে তাই দোষ দিই না। তোমার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা অঢেল, ক্লেয়ার। তুমি ওর মধ্যে তোমার সাহস কিছুটা দিতে চেয়েছিলে।'

নিরবে মাথা নাড়লো ক্লেয়ার। ও বহু দূরে দৃষ্টি মেলে ধরলো। প্রকৃতি যেন নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইছে। ও আবার কলিনের দিকে তাকালো। কত ভালো কলিন—এখন ওর নীলাভ চোখে প্রেমের দ্যুতি ফুটে উঠেছে। ক্লেয়ারের সারা দেহ মন কলিনের জন্য ব্যাগ্র, টের পেল ও।

'ক্লেয়ার', ফিসফিস করে বললো কলিন, 'আমার মনে হচ্ছে আমাকে তোমার বিয়ে করতে বলার অধিকার আছে।'

'সে অধিকার প্রয়োগ করছো না কেন ?'

'কিন্তু…কিন্তু তুমি তো অন্ধ নও…', কলিন নিজের মুখ স্পর্শ করল।

'একদম বাজে কথা। এটা তো বাইরের। যা দেখা যায় তার চেয়ে গভীরতর কিছু আছে। সেটা আছে এখানে…', ক্লেয়ার নিজের বুকে আঙুল

ঠেকালো আর কলিনের বুকেও হাত দিলো। 'আর ওখানেও। প্রিয় কলিন, আমার আনন্দ তোমার রূপ দেখে নয়। তাছাড়া স্যার আর্থার বলেছেন এক বছরের মধ্যে তোমার মুখ আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। ডার্লিং কলিন, তুমি আমাকে ভালো করে মোটেই চেনো না। পুরুষের রূপ দেখে আমি পাগল কখনও হইনি। বাইরের আকর্ষণ থেকে ভালোবাসা আরও গভীর হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কলিন বললো, 'তাই হওয়া উচিত। তুমি এত সুন্দর, ক্লেয়ার যে তোমাকে আমার স্ত্রী হতে বলার সাহস নেই।'

'তুমি আমাকে বিয়ে না করলে কোনদিনই আর বিয়ে করব না', জল এলো ক্লেয়ারের দু চোখে। 'সারা জীবন তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম, কলিন। আর তোমাকে হারাতে পারবো না। ভালোবাসা কাকে বলে যখন বুঝেছি, তখন আর তা ভুলতে চাই না। তুমি যদি আমায় বিয়ে করার কথা না বলো, তাহলে আমিই বলব।'

ক্লেয়ারের দু-হাত জড়িয়ে ধরলো কলিন।

'ওহ্ ক্লেয়ার···আমার ক্লেয়ার।'

ক্লেয়ার কলিনের কাঁধে মুখ ঘসতে ঘসতে বলল, 'আমি সারা হৃদয় দিয়েই তোমায় ভালোবাসি, কলিন।'

কথাটা বললেও ক্লেয়ারের স্মৃতিপথে পুরনো কথাগুলো জেগে উঠলো। হটাৎ ও কেমন অসুস্থ বোধ করল. যদি ওদের বিয়ের পর সেই পুরনো অভিজ্ঞতারই জন্ম হয়? রবিনের সঙ্গে বা অন্যদের সঙ্গে যা হয়?

'ডার্লিং, তুমি কাঁপছো', কলিন বললো।

মাথা ঝাঁকিয়ে কলিনকে আঁকড়ে ধরল ক্লেয়ার। ওর মনের কথা কলিনকে বলার সাহস পেলো না।

ক্লেয়ারের চুলে হাত বুলিয়ে কলিন বললো, 'সব কথা আমায় বলো। আমি বুঝতে চাই।'

ক্লেয়ারের মুখ দিয়ে সব কথা এক এক করে বেরিয়ে এল। ও রবিনের সেই রাতের কাহিনী শোনালো, বলল জ্যাকের কথাও। ও জানালো ও ভালোবাসতে চায়, নিজেকে সেই পুরুষের কাছে দিতে চায় যে নিতে পারবে। তবু ওর ভয় হয় ও হয়তো তাকে ব্যর্থতার গ্লানিই দিয়ে ফেলবে। কলিনের ক্ষেত্রে এমন হোক ও প্রাণ গেলেও চাইবে না।

'তোমায় সত্যিকার ভালোবাসি, কলিন', ক্লেয়ার বললো। 'সারা দেহ মন

দিয়েই তোমায় ভালোবাসতে চাই। এখন মনে হচ্ছে তা পারবো। কিন্তু… যদি…ওহ্ কলিন, আমার এমন ভয় লাগছে!'

ক্লেয়ারের হাতে চুম্বন করে ও শুধু বলল, 'সব, ঠিক হয়ে যাবে, ক্লেয়ার। তাড়াহুড়ো কোরো না। বাগদান ঘোষণারও এখন প্রয়োজন নেই। আবার ভেবে দেখ।'

ক্লেয়ারের মধ্যেও একটা আলোড়ন ঘটে গেল। ও কলিনের মুখ কাছে টেনে উন্মত্তের মতই চুম্বন করে চললো।

'আমি তোমায় ভালোবাসি, কলিন।'

ক্লেয়ারের মনে হলো ওর শরীরে একটা আগুনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ও ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকে কলিনের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে চাইছিলো। কলিনকে ও বিশ্বাস করে। ভালোবাসার ক্ষমতা কতখানি আজ ঠিক এই মুহূর্তে অনুভব করলো ক্লেয়ার।

কলিনের মধ্যেও উন্মাদনা জেগেছিল। কিন্তু ও বুঝলো সতর্কভাবে ওকে এগোতে হবে—ধৈর্য আর কৌশলই ওর চাই ক্লেয়ারকে দিতে হবে সত্যিকার ভালোবাসা।

দুজনে সিগারেট ধরালো এবার।

ক্লেয়ার বললো, 'আমাকে কত ভালোবাসো, কলিন!'

'অনেক অনেক ভালোবাসা, ডার্লিং। কিন্তু আমার এই মুখ—।'

'আবার শুরু করছো।' চেঁচিয়ে উঠল ক্লেয়ার। 'আমার কাছে তুমি একান্ত স্বাভাবিক।'

'না, আর তোমাকে সন্দেহ করি না। তুমি আমার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছো।'

মুখ তুললো ক্লেয়ার। 'তোমাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা।'

'তাহলে কি তোমার মা আর বাবাকে কথাটা বলবো?

তারপর সোয়ানিংডনের চার্চের ভাইকারকেও জানাবো?'

'হ্যাঁ,' চাপা গলায় বললো ক্লেয়ার।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো কলিনের।

॥ একুশ ॥

ক্লেয়ার নদীর দিকের খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল। বাইরে উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে শেক্সপীয়ার স্মৃতি মঞ্চ। দিগন্তে উদ্ভাসিত নীল আকাশ।

একটু আগেই ওরা অ্যাভন আর্মসে প্রাতরাশ শেষ করেছে। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের জন্য সাধারণ মাপেরই খাওয়া এখানে।

বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা কাটাতেই ওরা এখানে এসেছে। প্রথম রাতের কথাটা মনে পড়েছে ক্লেয়ারের। ও কলিনের চিন্তা শক্তির জন্য কৃতজ্ঞ। ওকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দিয়েছিল সে।

বিরাট শয্যায় কলিনের অপেক্ষায় থাকার সময় সারা শরীর ওর ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল ভয়ে। ওর ভয় হচ্ছিলো কলিন ওর ভয়ের কারণ বুঝে ফেলবে। না, অনেক স্নেহশীল আর বুদ্ধিমান কলিন। ওর পাশে শুয়ে কাছে টেনে নিয়েছিল ওকে কলিন। তারপর ওর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে এক সময় হাই তুলে বলেছিল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে, তোমার পায়নি, ডার্লিং? কাল দিনটা চমৎকার হবে বলেই মনে হচ্ছে।'

কলিন ক্লেয়ারকে রেখে স্নান করতে চলে গেলো। স্নান করার ফাঁকে দু একটা হাসি ঠাট্টার কথা শুনিয়ে চললো ও। একটা হতাশা আর আনন্দের দোটানায় শুধু হাবুডুবু খেয়ে চললো ক্লেয়ার। ওর এক সময় ইচ্ছে হলো কলিনকে বিশ্বাস করে তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে।

একটু পরেই স্নান সেরে ফিরে এলো কলিন। তারপর সে বিছানায় ক্লেয়ারের পাশে শুয়ে পড়লো। ক্লেয়ার দাঁত চেপে রইলো, ওর কপালে জেগে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'কলিন' প্রায় চাপা গলায় বলে উঠল ক্লেয়ার। 'কলিন—আমি—,'

বাধা দিলো কলিন।

'আজ তুমি ক্লান্ত, প্রিয়া। এস, ঘুমনোর চেষ্টা করা যাক।' একটু একটু পেশীগুলো শিথিল হয়ে এলো ক্লেয়ারের। ওর মনে হলো সত্যিই চমৎকার মানুষ কলিন— বড মিষ্টি।

কলিনের আঙুল ক্লেয়ারের চুলে খেলা করে চলেছিলো। আর তারই সঙ্গে দুগাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিলো ক্লেয়ারের।

'আমি—আমি তোমায় এত ভালবাসি, কলিন,' কান্না ভেজা গলায় বললো ক্লেয়ার।

আমিও ভালোবাসি, ডার্লিং,' কলিন বললো। 'ভালোভাবে ঘুমোও।'

একটু পরে কলিনও ঘুমিয়ে পড়লো। সারারাত ওরা দুজন বাচ্চা ছেলে মেয়ের মত ঘুমিয়ে রইল।

সকালের সোনাগলা রোদ জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়ার পর ঘুম

ভাঙলো ক্লেয়ারের। কলিন আগেই উঠেছিল। বাথরুম থেকে তার শিষ দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলো ক্লেয়ার।

'সুপ্রভাত, প্রিয়া,' কলিন ঘরে এসে ঢুকলো।

একসঙ্গে প্রাতরাশ সেরে নিলো দুজনে। নানা কথা ভাবছিলো ক্লেয়ার। ও কলিনকে ওর সবকিছু উজাড় করে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু একটা সন্দেহ ওকে খোঁচা দিতে চাইলো। এমন যদি হয় কলিনই ওকে চায়নি—হয়তো ইভিলিনের স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি ওর মন থেকে?

অথচ কলিন সবদিক থেকেই আদর্শ স্বামী, সঙ্গী, সবকিছু। ক্লেয়ারকে ও চোখের আড়াল করতে চায় না।

এমনও কি হতে পারে কলিন ওর সুখের জন্যই নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়?

ওর মনে পড়লো বাবার সঙ্গে ও যখন গাড়িতে গির্জায় যায়। অলিভার মেলর্সকে অদ্ভুত রকম বিষাদময় লাগছিলো।

'একটু হাসো, বাবা,' ক্লেয়ার দুষ্টুমী করে বলেছিলো, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কবরখানায় এসেছো।'

'না রে, খুকু,' হাসার চেষ্টা করে বলেছিলেন অলিভার মেলর্স, 'আমরা আমাদেরই তুই এতদিন ছিলি। তোকে ছাড়া বাড়িটা বড় ফাঁকা লাগবে।'

'কিন্তু আমি তো যুদ্ধের সময় কতদিনই বাইরে ছিলাম। তাছাড়া তোমরা তো জনিকে পেয়েছো।'

'তা ঠিক, দুষ্টুটা আমাদের সকলের মন ভরিয়ে দিয়েছে।'

কলিনকে তোমার পছন্দ হয়েছে, বাবা?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো ছেলে। ওকে দেখিস। ও তোর যোগ্য।'

কথাটা মনে রেখেছে ক্লেয়ার।

যে মুহূর্তে ও কলিনের হাতে হাত রেখেছিল তখনই কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসে ও। অদ্ভুত একটা ভয় ওকে চেপে ধরেছিল। ভয়টা শুধু ওর নিজের জন্য নয়, কলিনের জন্যও, পাছে ও কলিনকে সুখী করতে ব্যর্থ হয়।

যখনই কলিন ওর আঙুলে আংটি পরিয়ে দিয়েছিল তখন ফিসফিস করে ও বলেছিলো: 'সব ঠিক আছে। তোমার সব দায়িত্ব আমার…।'

কিন্তু সে তা পারেনি…পারেনি…।

ভাবনাটা মন থেকে দূর করতে চেয়েও পারলো না ক্লেয়ার। বারবার ঘুরে ফিরে সেটা আনতে চাইছে।

'…সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন না করলে সুখী হওয়া যায় না…।' কথাগুলো ওর মনের পর্দায় আঁটা হয়ে গেল।

ওর মনে হলো র‍্যাগবির সেই কুটীরে মা ওর বাবার কাছে এইভাবেই আত্মনিবেদন করেছিল।

কলিন কি এরই অপেক্ষায় রয়েছে? সে কি চায় ও আত্মনিবেদন করার জন্য এগিয়ে যাবে?

তখন একটা আলোর ঝিলিক ওর মন ছুঁয়ে সারা শরীরে আলোড়ন তুললো।

কলিন যখন ঘরে ঢুকলো ক্লেয়ার একটা বই কোলের উপর নিয়ে বসেছিলো, মুখে রহস্যময় হাসি। কলিন হাসিটাকে তেমন লক্ষ্য করলো না। বরাবরের মতই ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে ক্লেয়ারের সৌন্দর্য তারিফ করলো।

'তোমায় ভালোবাসি, প্রিয়া.' ও বললো।

'আমিও তোমায় ভালোবাসি, কলিন।'

হালকা একটু চুম্বন করে ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়ল কলিন।

কিন্তু আজকের এ রাত অন্য রাতের মত নয়। ক্লেয়ারের ঘুম এলো না; ও অন্ধকারে শুয়ে রইল।

'সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন…সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন।'

ওকে জেগে থাকতে দেখে কলিন উঠে বসে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালালো।

'কিছু হয়েছে, ডার্লিং?'

আচমকা দুহাতে কলিনকে আঁকড়ে ধরলো ক্লেয়ার, তারপর ওকে চুম্বন করলো। কলিন বুঝলো এ ভালোবাসার আকর্ষণের চুম্বন, অন্য কিছু নয়। প্রথম যেদিন ক্লেয়ার ওকে ভালোবাসে বলেছিলো সেদিনের কথা ওর মনে পড়লো।

রাতের পর রাত ঘুমের ভান করে শুয়ে থেকেছে কলিন, নিজের কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়ে। ও জানতো ও নিজে এগিয়ে যাবে না। একদিন ক্লেয়ারই আত্মনিবেদন করতে চাইবে।

রাতের পর রাত ওকে দুর্বলতা চেপে ধরেছে, তবুও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছে কলিন। ও জানে ক্লেয়ারের প্রতি ওর ভালোবাসা দেহজ প্রেমের অনেক উপরে। ইভিলিনের ক্ষেত্রে তা ছিলো না। বিয়ের রাতেই তাই কলিন শপথ করেছিলো সব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু ধৈর্য চাই।

এই মুহূর্তে ক্লেয়ারের শরীরের উত্তাপ ওকে জানিয়ে দিলো সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত এসে গেছে। ওর কানে এলো ক্লেয়ারের চাপা কণ্ঠস্বর।

'…আমার ভয় লাগছিলো…কিন্তু এখন সব ঠিক হয়ে গেছে…।'

ক্লেয়াবের বুকে ওঠানামা টের পেল কলিন।

'শুধু আমার জন্য ?'

'না…আমি তোমায় ভালোবাসি, কলিন…ভালোবাসি…।'

কলিনের আঙুল ক্লেয়ারের শরীরে খেলা করে চললো।

'আমি ভয় পাবো না—আমার কলিন, যাকে আমি ভালোবাসি…।'

একটু একটু ওর ভয় আর চিন্তা নতুন এক আবেশে হারিয়ে গেলো। এক নতুন জগতে যেন প্রবেশ করলো ক্লেয়ার।

॥ বাইশ ॥

কনি জনিকে বিছানায় শুইয়ে রেখে রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন। ওর স্বামী সেখানে জুতো খুলতে ব্যস্ত।

'কলিন আর ক্লেয়ার এখনও ফেরেনি ?'

অলিভার মেনর্স মাথা ঝাঁকিয়ে ক্লান্ত হাসলেন।

'কি হলো ? মেয়ের সমস্যা কিভাবে মিটলো সেই ভাবনা ?'

কনিও হাসলেন।

'তুমি তো আর ভাবলে না। দুজনের ভাবনাই তাই আমাকে ভাবতে হয়।'

'কলিন চমৎকার ছেলে। তোমার মেয়েকে ঠিক মানিয়ে নেবে।'

'তাই যেন, আশা করছি,' কনি এগিয়ে এসে স্বামীর মাথায় চুমু খেলেন। 'ওদের মধুচন্দ্রিমা মাত্র পনেরো দিনের, আমাদের বাইশ বছর।'

'আমাদের জীবন চমৎকার, কনি, এ ভালোবাসা বড় সুন্দর তাই না ?'

'তার চেয়েও বেশি। আশা রাখি ক্লেয়ারেরও তাই হবে।'

কলিন একবার মুখ ফিরিয়ে ওর স্ত্রীর দিকে তাকালো। ক্লেয়ারের গালের রক্তিম আভা ওর নজর এড়ালো না।

কলিন যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না ক্লেয়ার সম্পূর্ণভাবেই ওর। পরস্পরের বাহুবন্ধনে সময় কাটিয়ে ওদের আনন্দ যেন বেড়েই চলেছিল। ক্লেয়ার অজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানতো পরস্পরের এই শারীরিক আত্মনিবেদনেই পূর্ণতা লাভ করেছে ওদের প্রেম। কিন্তু কলিন জানে এটা সবে শুরু, কারণ

এখনও অতীতকে ভুলতে পারেনি ক্লেয়ার। কলিন জানে যত সময় যাবে ততই ভয়ের গণ্ডী পেরিয়ে আসবে ক্লেয়ার। কলিন এই ভেবে খুশি যে স্যার ক্লিফোর্ডের বেদনা ভরা মৃত্যু সংবাদ আসার আগেই ওরা পরস্পরকে কাছে পেয়েছে। ও জানে স্যার ক্লিফোর্ড চ্যাটারলি আর ক্লেয়ারের মধ্যে বিচিত্র একটা যোগসূত্রই গড়ে উঠেছিল, যদিও ওদের দুজনের দেখাশোনা অল্পদিনের। ওরা দুজনেই পরস্পরের জন্য কিছু করেছে। যে ভাবেই হোক ক্লেয়ার নিঃসন্দেহে ওর মার প্রতি মানুষটির তিক্ত মনোভাব দূর করতে পেরেছে।

ক্লেয়ারের মনেও একটা ভাবনা খেলে যাচ্ছিলো।

'আমি জানি স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আমার সেরকম দেখা হয়নি, তবুও ওঁর অভাব বোধ করব, এখনও কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি র‍্যাগবি হল আমাদের দিয়ে গেছেন, কলিন।'

'তোমাকে, ডার্লিং', কলিন বললো।

ক্লেয়ার মাথা ঝাঁকালো।

'সলিসিটর আমাদের বলেছেন তোমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার আগে স্যার ক্লিফোর্ড উইল পাল্টাননি। মনে আছে তোমার সঙ্গে তার বেশ মিল হয়েছিল? আমার মনে হয় তুমি র‍্যাগবিকে উত্তরের গ্লিণ্ডার বোর্ন করার যে প্রস্তাব দিয়েছিলে সেটা ওঁর জীবনের সেরা উত্তেজনা হয়ে ওঠে। আমি ওঁকে ওই রকম খুশী হতে কখনও দেখিনি।'

'আমাকে তার ভালো লেগেছিলো, আমি জানি', কলিন স্বীকার করলো। 'তবে উনি তোমাকে ভালোবাসতেন। একটু গোলমেলে লাগলেও কথাটা ঠিক। আমার ধারণা তোমায় ওরকম ভালোবাসার কারণ তুমিই তাকে আবার মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলে।'

'আশা করি বাবা আর মা কিছু মনে করবেন না', ক্লেয়ার একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললো। 'আমি' তাদের আঘাত দিতে চাই না। অথচ কোন কিছুতেই স্যার ক্লিফোর্ডের ইচ্ছে মত র‍্যাগবিকে দ্বিতীয় গ্লিণ্ডারবোর্ন না করে পারবো না। তুমিও তো তাই চাও, তাই না, কলিন?'

মাথা নুইয়ে সায় দিলো কলিন।

'যখন হাসপাতালে ছিলাম তখন ভাবতাম যে ভাবেই হোক থিয়েটারে যোগ দেব। তখন ভাবতে পারিনি এর সঙ্গে আমার চিরকালের আশা গানকেও মেলাতে পারবো। এ যে সত্যিই ভাবতে পারছি না। আমার সারা জীবনটাই সত্যি কিনা বুঝি না।'

'আমারও তাই', ক্লেয়ার ফিসফিস করে বললো।

কলিন গাড়িটা খামারের গেটে ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করার আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে এসে কনি ওদের অভ্যার্থনা জানালেন। ক্লেয়ারের হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দুজনে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

বাড়িতে ঢুকে কনি সরাসরি ক্লেয়ারের মুখের দিকে তাকালেন। তার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। রোদে পোড়া ক্লেয়ার যেন আনন্দে ঝলমল করছিল—ওর মধ্যে একটা নতুন সম্ভাবনা যে প্রকাশ পাচ্ছিল কনির তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। প্রেম আর পরিপূর্ণতার যে প্রকাশ কোন মেয়ের মধ্যে ফুটে ওঠে তারই প্রকাশ ঘটেছিল ক্লেয়ারের মধ্যে।

'ওহ, ক্লেয়ার!' কনি ফিসফিস করে বললেন মেয়েকে চুমু খেয়ে। 'আমার আদরের ক্লেয়ার!'

'কেমন আছো, মা?'

'আমি ভালোই আছি। তুই কেমন আছিস তা বোধহয় আর জিজ্ঞেস করতে হবে না।'

হাসলো ক্লেয়ার।

ক্লেয়ার এখনই মাকে স্যার ক্লিফোর্ডের উইলের কথা জানাতে ইচ্ছুক ছিলো না। কনি অবশ্য জানতেন তিনি মারা গেছেন, কারণ ক্লেয়ার খবরটা শুনেই টেলিফোন করে। কিন্তু এখনই কথাটা বলার উপযুক্ত সময় ভেবেই ও সেটা বলে ফেললো।

'গত সপ্তাহে আমরা ফিরতে পারিনি কারণ স্যার ক্লিফোর্ডের অন্ত্যেষ্টিতে গিয়েছিলাম।'

কনি বললেন, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। আমিও ফুল পাঠিয়েছি। তুই যে গিয়েছিলি সে জন্য ভালো লাগছে। উনি তোকে খুবই স্নেহ করতেন, তাই না?'

'আমরা যা ভাবি তার চেয়েও বোধহয় বেশি—তিনি আমাকেই তার উত্তরাধিকারী করে গেছেন। তিনি র‍্যাগবি হল আর বাকি সবকিছু আমায় দিয়ে গেছেন।'

কনি ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন, জবাব দেবার ক্ষমতাও তার ছিলো না এমনই হতবাক তিনি।

'নিশ্চয়ই এতে কিছু মনে করছো না, মা। আমার মনে হয় তিনি তোমাকে বা বাবাকে আঘাত দিতে চাননি। আমার মনে হয় তিনি কাজটা

করেন কলিন ব্যাগবি সম্পর্কে যা বলে তাই শুনে। দারুণ দুঃখের কথা তিনি বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারলেন না, তবে আমি আর কলিন তার হয়েই কাজটা করব।

ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। ওরা শুনতে পাচ্ছিলো কলিন আর অলিভার মেলর্স কথা বলতে বলতে স্যুটকেশ হাতে এগিয়ে আসছে।

'তাহলে বলতে চাস কলিন আর তুই ওখানে গিয়ে থাকবি?' কনি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ!' কলিন আমাদের কটেজটা বিক্রি করে ফেললেই আমরা ওখানে স্যার ক্লিফোর্ডের অংশে গিয়ে থাকবো। তারপর এক বছরের মধ্যে রেডক্রশের লোক বাড়ি ছেড়ে গেলেই কাজ আরম্ভ করব।'

কনির মনের পর্দায় জেগে উঠলো পুরনো দিনের স্মৃতি—যখন যৌবনে তিনি ব্যাগবিতে ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লির সঙ্গে ছিলেন…মনে পড়ে সেই গেমকীপারের কুটীরের কথা…অলিভারের প্রতি তার উদগ্র কামনা…।

লেডি চ্যাটার্লি হিসেবে তিনি ব্যর্থ। তিনি ক্লিফোর্ডকে কোন বংশধর দিতে পারেননি। এখন জীবন সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়ে গেছে। এখন তার আর অলিভারের মেয়ে ব্যাগবি হলের মালিক হতে চলেছে যেটা তিনি একদিন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে আসেন।

'তুমি কিছু মনে করোনি তো মা', ক্লেয়ার আবার একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলো।

কনির ঠোঁটটা বেঁকে গিয়ে এখনও সুন্দর ওঁর চোখের কোণে হাসির ঝিলিক দেখা গেলো। উঠে হাসতে আরম্ভ করলেন তিনি, হাসির দমকে তার শরীর কেঁপে উঠতে চাইলো।

'ওহ ক্লেয়ার, ক্লেয়ার, চল, তোর বাবাকে কথাটা বলে আসি', কনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ও শুনে দারুণ মজা পাবে!'

শেষ